sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:46 Page 1

সকালের শিরোনাম

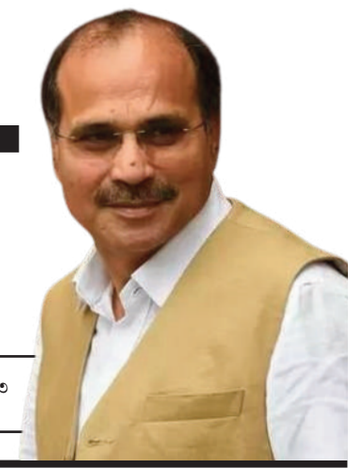

মঙ্গলবার

ঘরছাড়া করা উচিত', সুভাষ সরোবরে প্রাতঃভ্রমণে ফের বেলাগাম দিলীপ ● পৃঃ ৩

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দেওয়া হলো গার্ড অফ অনার ● পৃঃ ২

বিপদে পড়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' করছেন মমতা, জোটবার্তাকে বিঁধলেন অধীর ● পৃঃ ৩

দৈনিক বাংলা পত্রিকা ●১২ মে ২০২৬ ● বাংলা ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩ ●বর্ষঃ- ০১ ●সংখ্যা ঃ- ২৩৮ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

তফসিলি শংসাপত্রে 'দুর্নীতি', হুশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু'র

আজকের খবর

বৈঠকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যজুড়ে এক মাসের মধ্যে বন্ধ করতে হবে সমস্ত দুর্নীতি

১ জুন থেকেই আয়ুষ্মান ভারত ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী মাসের প্রথম দিন থেকেই বিজেপির প্রাক নির্বাচনের সংকল্প পত্র অনুযায়ী বাংলার মহিলারা যারা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধে পান তারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পেতে শুরু করবেন। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিবর্তে আগামী মাসের প্রথম দিন থেকেই চালু হয়ে যাবে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প। সোমবার নবান্ন সভা ঘরে রাজ্যের বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সমস্ত জেলা শাসক ও রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গে এদিন রাজ্য প্রশাসনকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত এলাকায় তৃণমূল আমলে ঘটে যাওয়া যাবতীয় দুর্নীতির খোঁজ করে তার তদন্ত শুরু করতে হবে এবং যাবতীয় দুর্নীতির পথ বন্ধ করতে হবে। নবান্ন সূত্রের খবর, সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানান, সরকারি অর্থের যাতে অপচয় না হয়, তা দেখতে হবে। যেখানে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে খরচ করতে হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ রুখতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এত দিন কার্যকর করা হয়নি, সেগুলি চালু করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সোমবার নবান্নে শীর্ষস্তরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শুভেন্দু। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত, কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকেই সচিবদের নির্ভয়ে কাজ করার বার্তা দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। নির্ভয়ে কাজ করতে বলেন তিনি। আশ্বাস দেন, কোনও সমস্যা হবে না। তাঁকে খুশি করার জন্য কাজ করতে হবে না। সূত্রের খবর, তিনি এ-ও জানান তাঁকে খুশি করার জন্য কোনও হোর্ডিংয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা';এ ধরনের শব্দবন্ধ আর লিখতে হবে না।

মমতার মনোনীত সমস্ত অফিসার বরখাস্ত

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোমবার একটি বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ অ-বিদিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, সংগঠন এবং সরকারি খাতের উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত সমস্ত মনোনীত সদস্য, পরিচালক এবং চেয়ারম্যানদের পদ অবিলম্বে বাতিল করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ৬০ বছর বয়সের স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের পর বর্ধিত মেয়াদে বা পুনরায় নিয়োগে কর্মরত আধিকারিকদের চাকরিও অবিলম্বে বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জারি করা একটি সরকারি আদেশে সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং বিভাগীয় সচিবদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন আমলা জানিয়েছেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, এই সিদ্ধান্তের ফলে কতগুলি নিয়োগ এবং মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভাবিত হবে, তা সরকার এখনও স্পষ্ট করেনি।

প্রথম ক্যাবিনেটে ৬ ঘোষণা করে ছক্কা মারলেন শুভেন্দু

ডবল ইঞ্জিন সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করবে

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

আমরা প্রথম ক্যাবিনেটের বৈঠক করেছি। মন্ত্রিসভায় আমার পাঁচজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতীর্থ ছিলেন। ডবল ইঞ্জিন সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করবে। দীর্ঘদিন বাদে ভয়মুক্ত, অবাধ নির্বাচন দেখল পৃথিবীর মানুষ। ভোটকর্মী, গণনাকর্মী, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই'। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর প্রেস কনফারেন্স থেকে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন, সুরক্ষা এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে, তা দেশের অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের উন্নয়নের পথ অনুসরণ করেই এগোবে'। তিনি সংবিধানপ্রণেতা বাবাসাহেব অম্বেডকরের 'ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল'-এর আদর্শ অনুসরণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সরকার আমিত্বে চলে না, নীতিতে চলে'। তিনি এ-ও জানান যে, নতুন সরকার মানুষের আস্থা, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। আজ(সোমবার) মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই কার্যত ৬ বলে ছয় ছক্কা মারলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে বাংলার মানুষকে বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে কাজ করার জন্য ছয় ঘোষণা করলেন বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে। সোমবার নবান্নে নবগঠিত সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে তিনি জানিয়ে দিলেন, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একধাক্কায় ৫ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হল। চালু থাকা কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আগে চালু থাকা সমস্ত প্রকল্প থাকবে। তবে অ-ভারতীয় বা মৃত কেউ এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না বলে জানান তিনি। তৃণমূল জমানায় দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে থাকায় রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ চাকরিপ্রার্থী বয়সের ভারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের সামনে পুনরায় সরকারি চাকরির দরজা খুলে গেল। প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এমন 'মাস্টারস্ট্রোক' দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিলেন, কর্মসংস্থান ও স্বচ্ছ নিয়োগই তাঁর সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। শনিবার শপথগ্রহণের পর সোমবারই নবান্নের ১৪ তলায় নিজের নির্দিষ্ট ঘরে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক। দফতর বণ্টন এখনও না হলেও, রাজ্যের জরুরি প্রশাসনিক বিষয়গুলি নিয়ে এদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ আশ্বাস দিয়েছিলেন, যাঁদের চাকরির বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, তাঁদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করবে বিজেপি সরকার। এদিন সেই 'গ্যারান্টি' পূরণ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, যাঁরা সুযোগ না পেয়েই বয়সের কারণে পিছিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জন্য এই ৫ বছরের ছাড় সঞ্জীবনীর মতো কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপির অকালে ঝরে যাওয়া ৩২১ জনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি, সমবেদনা জানিয়েছি। তাদের পরিবারের প্রতি এই সরকার দায়বদ্ধ। হত্যার বিচার চান তাঁরা। তা আমরা দেব'। প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে আইএএস আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা, পিএম শ্রী, বিশ্বকর্মা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, উজ্জ্বলা যোজনা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলাশাসকদের দ্রুত সমস্ত আবেদন কেন্দ্রীয়

এরপর ৪ পৃঃ

পূর্বাকাশে পদ্মোদয়

বাংলার সামনে এবার গুজরাত হওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

দীর্ঘ পনেরো বছরের একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান। পূর্ব ভারতের লালমাটি থেকে পলিমাটি, চা-বাগান থেকে জঙ্গলমহল; সর্বত্র এখ ন পরিবর্তনের প্রবল হাওয়া এবং ফুটন্ত পদ্মের সৌরভ। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরির জনাদেশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ভারতীয় গণতন্ত্র আজও কতটা প্রাণবন্ত ও সজাগ। তবে গোটা দেশের নজর এবার সবচেয়ে বেশি আটকে রয়েছে বঙ্গভূমির দিকে, যেখানে বিজেপির এই ঐতিহাসিক এবং কুমারী বিজয় আক্ষরিক অর্থেই ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রকে নতুন করে এঁকে দিয়েছে। পরিবর্তনের এই প্রবল ঝড়ে উড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় দশকের শাসনভার। তবে, এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মসনদ না ছাড়ার অনমনীয় মনোভাব এবং পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তকে ভারতীয় গণতন্ত্রের চিরায়ত সুস্থ ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। কীভাবে এবং কেন ঘাসফুল শিবিরের এই চরম পতন ঘটল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়তো আগামী বহু দিন ধরে চলবে। কিন্তু নবান্নের অলিন্দে এখন সেই চর্চার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে এক অমোঘ প্রশ্ন; জনমোহিনী খয়রাতি বা 'রেউড়ি' রাজনীতির দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গভূমি কি এবার প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুখ দেখবে? নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন ডাবল

এরপর ৪ পৃঃ

রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার নতুন মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ব্রিগেডের ঐতিহাসিক মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন বিজেপির ৫ বিজয়ী বিধায়ক। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পরেই প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকের পরে সেই পাঁচ মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন সরকারের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই পাঁচ মন্ত্রীর দফতর বণ্টন করে দিল নবান্ন। সোমবার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যের হাতে বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব তুলে দেন। বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, দিলীপ ঘোষকে গ্রামোন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অগ্নিমিত্রা পাল পেয়েছেন নারীকল্যাণ এবং পুর দফতর। নিশীথ প্রামাণিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। অশোক কীর্তনিয়া সামলাবেন খাদ্য দফতর। অন্যদিকে ক্ষুদিরাম টুডুকে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের সামনে প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের বিষয়েও স্পষ্ট বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্য, গত পনেরো বছরে রাজ্যে যে দুর্নীতি হয়েছে, তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে। কয়লা, গরু এবং বালি পাচার থেকে শুরু করে আদিবাসী উন্নয়ন সংক্রান্ত দুর্নীতি; সব ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নতুন মন্ত্রীদেরও দ্রুত মাঠে নেমে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের দাবি।

নতুন মুখ্য সচিব

বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন জল্পনা তৈরি হয়েছিল রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ আগরওয়াল হতে পারেন বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্য সচিব। আজ সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে বাংলার নতুন মুখ্য সচিব হচ্ছে ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ আগরওয়াল। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিদায়ী মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে দিল্লির পশ্চিমবঙ্গ ভবনের প্রধান রেসিডেন্ট কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে।

যাচ্ছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর শপথে

শনিবার ব্রিগেডের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের দিন উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আগামীকাল দ্বিতীয় বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে তার শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানা যাচ্ছে, হিমন্তের শপথে যোগ দিতে মঙ্গলবার অসমে যেতে পারেন শুভেন্দু। সেখানে বিজেপিশাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও থাকবেন।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ ইডির জালে তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে সাড়ে ১০ ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার পর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বিধাননগর কেন্দ্রের সদ্য-পরাজিত এই বিধায়ককে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে হেফাজতে নিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। এ দিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি দফতরে হাজির হয়েছিলেন সুজিত। এর আগে ১ মে হাজিরা দিলেও লোকসভা

এরপর ৪ পৃঃ

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:46 Page 2

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
১২ মে ২০২৬ মঙ্গলবার

দেশজুড়েই শিক্ষাসংকট

দেশজুড়ে হুহু করে বাড়ছে শিক্ষাছুট। দেখা যাচ্ছে, উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনোর আগেই স্কুল ছাড়ছে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক এই তথ্য; স্কুলে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে প্রায় ৪ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।নীতি আয়োগের প্রকাশিত 'স্কুল এডুকেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া টেম্পোরাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড পলিসি রোডম্যাপ ফর কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শুধু শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানো নয়, তাদের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রাখাও সমান চ্যালেঞ্জের। প্রাথমিক স্তরে মোট ভর্তির হার বা গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ৯০.৯ শতাংশ। কিন্তু মাধ্যমিকে তা নেমে আসে ৭৮.৭ শতাংশে। উচ্চমাধ্যমিকে পৌঁছতে পৌঁছতে এই হার আরও কমে দাঁড়ায় ৫৮.৪ শতাংশে।এই সমস্যাকে নীতি আয়োগ 'লিকি পাইপলাইন' বা ফুটো পাইপের সঙ্গে তুলনা করেছে। পাইপের এক দিক দিয়ে যত জল ঢোকানো হয়, অন্য প্রান্তে ততটা পৌঁছয় না। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই ছবি। প্রথম শ্রেণিতে লক্ষ লক্ষ শিশু ভর্তি হলেও দ্বাদশ শ্রেণিতে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের স্কুল কাঠামো নিজেই এই সমস্যার অন্যতম কারণ। দেশে প্রায় ৭.৩ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল রয়েছে মাত্র ১.৬৪ লক্ষ। ফলে অনেক পড়ুয়াকে অষ্টম বা দশম শ্রেণির পরে অন্য স্কুলে যেতে হয়। নতুন স্কুল অনেক দূরে হলে বা যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি। অনেক জায়গায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুল কয়েক কিলোমিটার দূরে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলে প্রতিদিন যাতায়াতের খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সামাজিক বাধাও বড় ভূমিকা নেয়।নীতি আয়োগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্র ৫.৪ শতাংশ স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটানা পড়ার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে অন্তত একবার স্কুল বদল করতেই হয়। আর এই বদলের সময়েই বহু পড়ুয়া আর নতুন স্কুলে ভর্তি হয় না।দারিদ্র্যই ছেলেমেয়েদের স্কুল ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক পরিবারে কিশোর-কিশোরীদের উপার্জনের কাজে নামতে হয়। কেউ কৃষিকাজে সাহায্য করে, কেউ দোকানে কাজ নেয়। ফলে পড়াশোনা দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, গৃহস্থালির দায়িত্ব এবং সামাজিক কুসংস্কারও বড় কারণ। বহু পরিবার এখনও মনে করে, নির্দিষ্ট বয়সের পর মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিরাপদ পরিবেশের অভাব, পৃথক শৌচাগারের অনুপস্থিতি এবং স্কুলে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতিও মেয়েদের স্কুলছুট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।শুধু স্কুলে উপস্থিত থাকা মানেই যে শিক্ষার মান ভালো, তা নয়। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বহু ছাত্রছাত্রী বয়স অনুযায়ী ক্লাসে থাকলেও পড়া, লেখা ও অঙ্কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। ফলে তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। শেখার আনন্দ না থাকলে স্কুলে টিকে থাকার প্রবণতাও কমে যায়। নীতি আয়োগের মতে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই পিরামিডের মতো; নিচে অনেক ছাত্রছাত্রী, কিন্তু উপরে যেতে যেতে সংখ্যা দ্রুত কমে যায়।রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ফলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার আইনি নিশ্চয়তা থাকলেও তার পর অনেক পরিবার অতিরিক্ত ব্যয় বহনে অনীহা দেখায়। ফলে নবম শ্রেণি থেকে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।সরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের আস্থাও কিছুটা কমেছে। ২০০৫ সালে যেখানে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুলে পড়ত, এখন সেই হার ৫০ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। বেসরকারি স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির পক্ষে তা সবসময় সম্ভব নয়। ফলে অনেক শিশুই কার্যত শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।প্রথমত, আরও বেশি কম্পোজিট স্কুল তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ধারাবাহিক শিক্ষা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে সহজে যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারকে বৃত্তি, পরিবহণ সহায়তা এবং অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়ন, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারেও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম যুবপ্রধান দেশ। এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের প্রত্যেকের স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। নীতি আয়োগের এই রিপোর্ট সেই বাস্তবতাকেই সামনে এনেছে। শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোয় ভারত অনেকটা এগোলেও, তাদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গিয়েছে। আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে না পারলে দেশের উন্নয়নের স্বপ্নও অপূর্ণ থেকে যেতে পারে।

স্মৃতির পাতা থেকে

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (২৬ অক্টোবর ১৮৮১ — ২৪ নভেম্বর ১৯৩৪) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা।তার জন্ম কাঁথি মহকুমার চাঁদিভেটিতে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ১৯০০ সালে এনট্রান্স পাস করে রিপন কলেজে ভর্তি হন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ)। পাশ করে উচ্চতর আইন শিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে যান। মিডল টেম্পল থেকে ১৯০৪ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন।মাঝখানে কিছুদিন মেদিনীপুর জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা করলেও ১৯১৩ সালে আবার কলকাতা হাইকোর্টে আসেন ও আইনজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের প্রতি সহানুভূতি পোষন করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় বিপ্লবীদের হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে একাধিক মামলা লড়েছেন। ১৯৩২ সালে ডগলাস হত্যা মামলাতেও তিনি আসামি পক্ষ সমর্থন করেন।সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারাবাস হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন আত্মজীবনী লেখেন 'স্রোতের তৃণ'। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল রাজনীতিকে সমাজকল্যাণের সমার্থক মনে করতেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আহবানে লাভজনক আইন ব্যবসা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। জেল হতে মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলে যোগ। মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের কর-বন্ধ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েছিলেন। ১৯২৫ এবং ১৯২৬ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থী রূপে কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়ান ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ১৯৩৩ সালে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে ভারতীয় আইনসভা সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ও জয়লাভ করেন ১৯৩৪ সালে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মেদিনীপুরে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও প্রচুর অনুগামী নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। নরঘাট ও পিছাবনী এলাকায় শান্তিপূর্ন পথে লবণ আইন অমান্যে বিরাট জনসমাগম হয়।১৯২৪ সালে যখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ দাবি করেন তখন একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দেয়। একটি সংবাদপত্র রিপোর্ট করেছিল যে উড়ে বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তাকে অবমাননাকর স্লোগান দিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল এবং এই পদের জন্য তার দাবি বাতিল করা হয়েছিল।১৯৩৪ সালের ২৪ নভেম্বর বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যু হয়। দেশের রাজনীতিতে অবদান ও সংস্কারমূলক কাজের জন্যে তাকে 'দেশপ্রাণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ করবে বিজেপি?

অংশুমান কর

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের অন্তিমকালে যখন সে জানতে পারছে যে, সে হিন্দু নয়, তার শরীরে বইছে আসলে বিধর্মীর রক্ত। উপন্যাসের শেষে গোরা যে কথা বলছে, তা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই কথা। সারা জীবন ধরে তাঁর লেখায় তিনি এ কথাই বলে গিয়েছেন, পালন করেছেন কর্মে। এইরকম একটি মানুষকে বিজেপি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বারে বারে ব্যবহার করেছে।আমি যা দিন-রাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।,বলছে গোরা। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের অন্তিমকালে যখন সে জানতে পারছে যে, সে হিন্দু নয়, তার শরীরে বইছে আসলে বিধর্মীর রক্ত। উপন্যাসের শেষে গোরা যে কথা বলছে, তা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই কথা। সারা জীবন ধরে তাঁর লেখায় তিনি এ কথাই বলে গিয়েছেন, পালন করেছেন কর্মে। এইরকম একটি মানুষকে বিজেপি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বারে বারে ব্যবহার করেছে। শপথ গ্রহণও হচ্ছে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। বোঝাই যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে বিজেপি প্রমাণ করতে চাইছে, তারা আসলে বাঙালিরই দল। কিন্তু সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বিজেপির আদর্শ হতে পারেন?মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে বিজ্ঞাপনটি ইংরেজি, বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে বিজেপি প্রকাশ করেছে তাতে ব্যবহার করা হয়েছে তিনজনের ছবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ব্রিগেডে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চেও রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। জুতো খুলে সে প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শুভেন্দু অধিকারী। আজই একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা সংবাদপত্রের বিজেপির দুই নেতা দুটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন যার মূল প্রতিপাদ্য হলো রবীন্দ্রনাথের বাংলাকেই পুনর্নির্মাণ করতে চায় বিজেপি। কিন্তু এ কি আদৌ সম্ভব? বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদের মাঝে ইতিহাসগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ান ঠিকই। কিন্তু আদর্শগতভাবে তিনি কি এদের মধ্যিখানে দাঁড়াতে পারেন?বঙ্কিমে মুগ্ধতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতের সর্ব ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনিই 'বন্দেমাতরম'কে কর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অনেকেই বঙ্কিমের বিরুদ্ধে একাধিক নেতিবাচক মুসলিম চরিত্রায়নের জন্য মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ এনে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অভিযোগের সারবত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিন্তু এই ধরনের অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। শিলাইদহে জমিদারি সামলানোর সময় তিনি মুসলিম প্রজাদের কল্যাণার্থে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এক মুসলমান নারীর কষ্ট ও যন্ত্রণা নিয়ে লিখেছেন 'মুসলমানীর গল্প'।একইভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দর্শনের সঙ্গে কোনো মিলই নেই রবীন্দ্রদর্শনের। স্বাধীনতার প্রাক্কালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলা ভাগের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল হিন্দু হোমল্যান্ড। বিজেপিও দাবি করে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা। রবীন্দ্রনাথ উল্টোদিকে বঙ্গভঙ্গ রুখে দেওয়ার জন্য গান বেঁধে রাস্তায় নেমেছিলেন। জাতীয়তাবাদী একজন নেতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অথচ জাতীয়তাবাদে কণামাত্র আস্থা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। 'ন্যাশনালিজম' শীর্ষক বক্তৃতামালায় তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের বিপদগুলি। উগ্রজাতীয়তাবাদই জন্ম দেয় ফ্যাসিজমের। জীবনের শেষ লগ্নে মুখ্যত ভ্রাতুষ্পুত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আস্থা রেখেছিলেন লাল ফৌজের উপর। এইরকম একজন মানুষের উত্তরাধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ভাবা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার ধারণা থেকে আসলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সোনার বাংলার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন গান্ধীজির রামরাজ্যের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিজেপির রামরাজ্যের ধারণা। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন, মনে হয়, তিনিই হতেন বিজেপির সবচেয়ে বড় শত্রু।কেন এই কথাটি বললাম? বললাম কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের কিছুটা পড়েছি। অবশ্য বেশি কিছু পড়তে হবে না। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি কী ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন-
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

কবিতাটির অন্তিম আহ্বানটি ছিল এমনতর

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবারে-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এই যে-ভারতমাতা, এই ভারতমাতা সকলের মা, বর্জনে নয় তিনি অন্তর্ভুক্তিতে বিশ্বাসী। অথচ বিজেপির সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কথা থাকলেও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে লঘুদের উপর অত্যাচারের কথা সাম্প্রতিক অতীতে বারবার খবরকাগজের শিরোনাম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা; বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।বিভাজনের যে-রাজনীতি এই নির্বাচনে বিজেপি করেছে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীতে। 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, এ-কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড় অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্য ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরও একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।যতই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিজেপির সরকার এই বাংলায় শপথ নিক, এই আদর্শকে কি বিজেপি আদৌ গ্রহণ করতে পারবে? ইতোমধ্যেই দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মুসলিমদের উন্নয়নের দায়িত্ব বিজেপি নেবে না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও নির্বাচনে জিতেই বলেছিলেন, একজন মুসলিমও ওঁকে ভবানীপুরে ভোট দেয়নি, এই জয় হিন্দুদের জয়। অথচ সত্যটি হলো এই জয় যতখানি হিন্দু ঐক্যের জয় ঠিক ততখানিই মমতার অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের রায়।অনেকেই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রজয়ন্তীকে বেছে নেওয়া হলো নিখুঁত পরিকল্পনা করে। আগামীতে প্রতি ২৫ বৈশাখ সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হবে। ব্রাত্য হয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। এই আশঙ্কাকে কিন্তু সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে এইবারই প্রথম সম্ভবত সরকার রবীন্দ্রজয়ন্তী আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করল না। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে, তিনটি অরাজনৈতিক সংগঠনকে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্ যাপনের অনুমতিও সরকার দেয়নি। বলা বাহুল্য, এ এক অশনিসংকেত।মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার দেখে সকাল থেকে একটি প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে। লেখকদের অনেককেই আজ নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন, তাঁকে কি বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাত? সৌঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দেওয়া হলো গার্ড অফ অনার

সকালের শিরোনাম

কল্যাণ দত্ত

প্রথম নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু আধিকারিকের খুবই আড়ম্বারের সঙ্গে দেওয়া হলো 'গার্ড অব অনার'। সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোমবারই প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক করেন তিনি। সোমবার মোট তিনটি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে এদিন সকালে চিনার পার্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকাল সাড়ে নটা নাগাদ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বাড়ি যান। ফুলমালায় তাঁকে স্বাগত জানান স্থানীয়রা। এরপর শমীক-কে সঙ্গে নিয়ে একই গাড়িতে রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁকে স্বাগত জানাতে সেজে ওঠে সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়। ফুল, বরণডালায় রাজ্য বিজেপি দপ্তরে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। ২০৭টি পদ্মের মালায় তাঁকে বরণ করা হয়। কুলো হাতে মুখ্যমন্ত্রী-কে অভ্যর্থনা জানান মহিলারা। এখানে একপ্রস্থ সাংগঠনিক বৈঠক সারেন শুভেন্দু। সাংগঠনিক বৈঠক সেরে নবান্নে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হয়। এরপর ১৪ তলায় নিজের দপ্তরে পৌঁছন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে পৌঁছে নবনির্বাচিত ৫ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, ক্ষুদিরাম টুডু, অশোক কীর্তনীয়া এবং নিশীথ প্রামাণিক। আজই নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক। জানা গিয়েছে, এদিন নবান্নে তিনটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে সচিবদের সঙ্গে, পরে জেলাশাসক এবং বিকেলে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন,রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জোনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এর আগে রবিবার নবান্নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রবিবার খতিয়ে দেখে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশ। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ এবং হাওড়ার অখিলেশ চতুর্বেদী পৌঁছে যান নবান্নে। সঙ্গে ছিলেন পুলিশের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকও। প্রথমেই দুই সিপি-র নেতৃত্বে নবান্ন চত্বর খতিয়ে দেখে পুলিশ। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর নিরাপত্তা কীরকম থাকবে, যেখানে তিনি বৈঠক করবেন সেই সভাঘরের নিরাপত্তা কেমন, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। পরে নবান্নের সভাঘরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি বৈঠকও সারেন পুলিশ আধিকারিকরা।

খবর

পাহাড়ের বুকে মৈত্রীর মহামিলন

শিমলায় রিনপোচের আধ্যাত্মিক পাঠে সমবেত শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত শৈলশহর শিমলা এমিতেই তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে পাইন আর দেবদারুর জঙ্গলে ঘেরা এই পাহাড়ি শহরের বাতাসে মিশেছে এক অন্যরকম প্রশান্তি। পার্থিব কোলাহল থেকে অনেক দূরে, শিমলার বুকে এখন শুধুই মন্ত্রোচ্চারণ আর আধ্যাত্মিকতার গভীর অনুরণন। সপ্তম নামখাই ন্যিংপো রিনপোচের পাঁচ দিন ব্যাপী বিশেষ বৌদ্ধ ধর্মীয় পাঠ এবং নির্দেশনার সাক্ষী হতে এই মুহূর্তে শিমলায় জড়ো হয়েছেন শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গৈরিক আর মেরুন বসনে আবৃত সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে গোটা শহরের পরিবেশ যেন এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন ভোরে যখন কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ে পাহাড়ের গায়ে, ঠিক সেই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় মননের এই এক অভূতপূর্ব যাত্রা। বাতাসে ধূপ ও মাখনের প্রদীপের স্নিগ্ধ গন্ধ আর লামাদের গম্ভীর কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মের নিংমা সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় গুরু হলেন সপ্তম নামখাই ন্যিংপো রিনপোচে। তাঁর প্রজ্ঞা, দর্শন এবং জীবনবোধের পাঠ নিতে শুধু হিমাচল প্রদেশ নয়, বরং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, ভুটান, নেপাল এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও বহু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থী ছুটে এসেছেন এই শৈলশহরে। এই পাঁচ দিনের ধর্মীয় সমাবেশে মূল উপজীব্য হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শান্তি অন্বেষণ, করুণা এবং বিশ্বজগতের প্রতি অহিংসার বার্তা। আধুনিক যুগের ইঁদুর দৌড় এবং যান্ত্রিক জীবনের বাইরে বেরিয়ে কীভাবে মানুষ তার নিজের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে, কীভাবে আত্মদর্শনের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব; সেই গূঢ় তত্ত্বই অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল ভাষায় তুলে ধরছেন রিনপোচে। তাঁর প্রতিটি কথায় মুগ্ধ হয়ে পিন-পতন নিস্তব্ধতায় শুনছেন উপস্থিত সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষ।বৌদ্ধ দর্শনে এই ধরনের সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা জমায়েত নয়, বরং প্রাচীন জ্ঞান ও ঐতিহ্যের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিখুঁতভাবে হস্তান্তরের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। নামখাই ন্যিংপো রিনপোচের মতো একজন উচ্চমার্গের গুরুর সান্নিধ্য লাভ করা যেকোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা শিক্ষার্থীর কাছেই এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই পাঁচ দিন ধরে মূলত ধ্যান, মন্ত্র জপ এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন জটিল অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলছে। গুরু এবং শিষ্যের এই নিবিড় আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে শিমলার এই সমাবেশ যেন এক জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সন্ন্যাসীরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, কীভাবে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করে একাগ্রতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, সেই বিষয়ে রিনপোচের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা পাচ্ছেন।হিমাচল প্রদেশ বরাবরই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ধর্মশালা থেকে শুরু করে স্পিতি বা শিমলা; এই রাজ্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন মঠ এবং স্তূপ। শিমলায় আয়োজিত এই পাঁচ দিনের সমাবেশ সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই এক নবতর সংযোজন। বর্তমান বিশ্বে যখন চতুর্দিকে শুধুই সংঘাত, হানাহানি, যুদ্ধ এবং অসহিষ্ণুতার চরম পরিবেশ, তখন রিনপোচের এই অহিংসা এবং সর্বজনীন মৈত্রীর বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপস্থিত সন্ন্যাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন যে, এই ক'দিনের নিবিড় পাঠ তাঁদের মনের সমস্ত সংশয় দূর করে এক নতুন আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধান দিয়েছে। পার্থিব জীবনের যাবতীয় মোহ এবং আসক্তি ত্যাগ করে কীভাবে গৌতম বুদ্ধের দেখানো পথে হেঁটে নির্বাণ লাভের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তার এক সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত রূপরেখা তাঁরা এই সমাবেশ থেকে লাভ করেছেন। পাঁচ দিনের এই আধ্যাত্মিক মহাযজ্ঞ শেষে সন্ন্যাসীরা যখন নিজেদের মঠে বা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবেন, তখন রিনপোচের দেওয়া এই শান্তির বার্তাই তাঁরা ছড়িয়ে দেবেন সমাজের প্রতিটি স্তরে। শিমলার বাতাসে হয়তো তখন আর সরাসরি এই মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাবে না, কিন্তু মানুষের মনে এই আধ্যাত্মিক পাঠের রেশ এবং শান্তির বার্তা রয়ে যাবে আরও বহু বহুদিন।

গেরুয়া আলোয় ঝলমল রাজ্য সচিবালয় নবান্ন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

এতদিন রাজ্য সচিবালয় নবান্নকে সাদা-নীল আলোর সাজেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল রাজ্যবাসী। তবে ২০২৬ সালে সরকার পরিবর্তনের পর নবান্নের ছবিটাই যেন বদলে যায় । রবিবার সন্ধ্যায় গেরুয়া রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে রাজ্য সচিবালয় ভবন, যা দূর থেকেও স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে।গঙ্গার ধারে অবস্থিত নবান্ন ভবনে লাগানো গেরুয়া আলোকসজ্জা পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবেও এই দৃশ্যকে দেখছেন অনেকে।সন্ধ্যা নামতেই পুরো সচিবালয় চত্বর গেরুয়া আলোয় ঢেকে যায়। বিদ্যাসাগর সেতু ও আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ এই নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করেন। অনেকে আবার মোবাইল ফোনে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দিও করেন।

দীর্ঘদিন ধরে নীল-সাদা রঙের পরিচয়ে পরিচিত নবান্ন এখন নতুন রঙে সেজে উঠে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পাঠকের কলমে

সম্পাদক সমীপেষু

সাহিত্যক্ষেত্রে সাফল্যের শীর্ষে তরুণ প্রকাশক বৈদূর্য্য পাড়িয়াপরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে যে পাহাড় টলানো যায়, তা আবারও প্রমাণিত হলো। আর এবারে এই দৃষ্টান্ত রাখলেন প্রান্তিক এলাকার এক তরুণ। পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রামে তাঁর জন্ম, নাম বৈদূর্য্য পাড়িয়া। গ্রামে ছেলেবেলাটা কাটলেও পড়াশোনার তাগিদে সপরিবারে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন তিনি। স্কুলশিক্ষা শেষ করে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন ভিসি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। প্রান্তিক অঞ্চলে জন্ম নিলেও কৈশোর থেকেই তাঁর চোখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন, মনে বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বাড়ির শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে আজন্ম বিজ্ঞানমনস্ক তরুণটির সাহিত্যানুরাগ জন্ম দেয় এক সুচিন্তনের। যখন তাঁর বয়স মাত্র ২১, সম্পূর্ণ স্বচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তিনি গড়ে তোলেন আস্ত এক প্রকাশনী সংস্থা, নাম রাখেন 'গপ্পোবাগীশ'। ২০২১ সালে রোপন হওয়া সেই চারা বৃদ্ধি পেয়ে যেন আজ মহীরূহ হওয়ার পথে। গোড়ার দিকে কলকাতা বইমেলায় জায়গা না মিললেও গতবছর থেকে ৫০ বর্গফুটের স্টল পাচ্ছে তাঁর সংস্থা। বৈদূর্য্যর নিরলস সাধনায় মাত্র ৫ বছরেই একক ও সংকলন মিলিয়ে আইএসবিএন যুক্ত প্রায় পাঁচশো বই প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে যখন মুঠোফোনে মজে গোটা প্রজন্ম, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ সত্যই প্রশংসনীয়। শুধু তাই নয়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বর্তমান সংস্কৃতি জগতের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য এবং অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিয়ে সাহিত্যের প্রথম সারিতে আসা নয়, বরং সুযোগ না পাওয়া বহু প্রতিভাকে সাহিত্যের আঙিনায় স্থান করে দেওয়া।

প্রকাশনীর পাশাপাশি নিজের সাহিত্যচর্চাতেও যথেষ্ট পরিণত তিনি। তাঁর লেখনীর মুন্সিয়ানা পাঠকমনে সাড়া ফেলতে বাধ্য। একাধারে প্রকাশক, সম্পাদক এবং অপরধারে কবিসত্তা-বিজ্ঞানের এই ছাত্রটিকে যেন অনেকাংশেই এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বৈদূর্য্যর সাহিত্যমার্গের এই জয়যাত্রা বর্তমান বাংলা বিমুখ প্রজন্মের কাছে হোক এক অনুপ্রেরণা।

নাম - অনীশ দাস
পরিচিতি - লেখক ও প্রাবন্ধিক
ঠিকানা- ৪২, পাইকপাড়া সেকেন্ড রো, কলকাতা- ৭০০০৩৭

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:46 Page 3

নবান্নে ডাবল ইঞ্জিন গতির ছোঁয়া

প্রথম দিনেই বাংলায় খুলল আয়ুষ্মানের দরজা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বদলের হাওয়ায় এবার প্রশাসনিক স্তরেও আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হল বঙ্গ রাজনীতি। নবান্নের অলিন্দে দীর্ঘদিনের কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আবহের অবসান ঘটিয়ে এবার সটান প্রবেশ করল ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আর দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সেই বন্ধুত্বের বার্তাকে শুধু সিলমোহর দেওয়াই নয়, রীতিমতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বন্যা বইয়ে দিল নতুন প্রশাসন। রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ঐতিহাসিক সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দীর্ঘ টালবাহানা এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শেষে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের মেগা স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'। একইসঙ্গে রাজ্যের আপামর জনতার জন্য প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা, বিশ্বকর্মা প্রকল্প, পিএম শ্রী, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজ্জ্বলা যোজনার মতো একগুচ্ছ কেন্দ্রীয় মেগা প্রকল্পের দরজা এক লহমায় খুলে দেওয়া হল।

নবান্নে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই সরকার কোনও ব্যক্তিগত অহংকারের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং নিরেট প্রশাসনিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে চলবে। আর সেই নীতির প্রথম ও প্রধান শর্তই হল সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন। পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার সংঘাতের কারণে যে প্রকল্পগুলো থেকে রাজ্যের মানুষ দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছিলেন, এবার তা সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেওয়ার পালা শুরু হল। আয়ুষ্মান ভারতের চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য স্বাস্থ্যসচিব এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের উপদেষ্টাদের অবিলম্বে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এবং সত্তরোর্ধ্ব বয়স্ক মানুষজন চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন, যা এতদিন স্রেফ রাজনৈতিক অভিমানের কারণেই বাংলার মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ফিয়ার আউট, ট্রাস্ট ইন' বা ভীতিমুক্ত ও আস্থাশীল সমাজের বার্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নয়নই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

তবে শুধু স্বাস্থ্য বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই নয়, জাতীয় সুরক্ষা এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাতেও প্রথম দিনেই কড়া পদক্ষেপের জোরালো ইঙ্গিত মিলেছে। সীমান্ত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সবুজ সংকেত দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে মুখ্যসচিব এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে এই জমি হস্তান্তরের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। অনুপ্রবেশ রুখতে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি, পুরনো আইনি কাঠামোর খোলনলচে বদলে ফেলে এবার এ রাজ্যেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার মতো নতুন কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আইনগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্যও এদিন নবান্ন থেকে এসেছে পরম স্বস্তির খবর। বিশেষ করে স্কুল শিক্ষকতার চাকরির ক্ষেত্রে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একধাক্কায় পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই এই উদ্যোগ, যা রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষিত ও যোগ্য বেকারের মুখে হাসি ফোটাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসনিক স্তরেও বড়সড় রদবদল আনা হয়েছে। রাজ্যের আমলারা এবার থেকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও নিয়মিত অংশ নেবেন, যা এতদিন কার্যত বন্ধ ছিল। বিগত সরকারের আমলে আটকে থাকা জনগণনার কাজও অবিলম্বে শুরু করার জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে বর্তমান প্রশাসন।রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠক থেকে। বিগত বছরগুলিতে রাজনৈতিক পালাবদলের লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে একটা বড় প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, পুরনো সরকারের চালু করা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎ আদতে কী হবে? সেই সংশয় চিরতরে দূর করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আশ্বস্ত করেছেন যে, জনস্বার্থে চালু থাকা কোনও কল্যাণমূলক প্রকল্পই এই সরকার বন্ধ করবে না। তবে প্রতিটি স্তরে নিশ্চিত করা হবে নিখাদ স্বচ্ছতা। কোনও মৃত ব্যক্তি বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাতে রাজ্যের প্রকৃত নাগরিকদের প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করতে না পারে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে। সব মিলিয়ে, নবান্নের প্রথম দিনেই নতুন সরকার বুঝিয়ে দিল, এখন থেকে অহেতুক সংঘাত বা বৈরিতা নয়, বরং দিল্লির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নয়নের এক নতুন ও স্বচ্ছ গতিপথেই হাঁটতে চলেছে বঙ্গভূমি।

বিপদে পড়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' করছেন মমতা, জোটবার্তাকে বিঁধলেন অধীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর কাছেই মাথা নোয়াতে হবে। জোটপ্রস্তাবকে ব্যঙ্গ করে এ ভাবেই তৃণমূলনেত্রীকে বেনজির আক্রমণ শানালেন প্রদেশ কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি অধীর চৌধুরী। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর বাম, অতিবাম ও কংগ্রেসকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই আবেদনকে তীব্র কটাক্ষ করে অধীর বলেন, রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের কাছে 'হাতজোড়' করা ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই দিদির। আমি স্রেফ দেখতে চাই, মমতা রাহুল গান্ধীর কাছে হাতজোড় করছেন। তৃণমূলের জোটবার্তাকে নেহাতই 'বিপন্ন সময়ের আর্তনাদ' বলে দেগে দিয়েছেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ। অধীরের দাবি, রাজ্য রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়েই এখন সুর নরম করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম জমানাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এক সময় তিনি নকশালদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিলেন। এখন পায়ের তলার জমি সরতেই হতাশায় ভুগছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলনেত্রীর জোটের আহ্বান নিয়ে অধীরের খোঁচা, এখন দিদি বিপদে পড়েছেন, তাই 'বাঁচাও বাঁচাও' করে সবাইকে ডাকছেন। বিকেল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত মমতা তাঁর দফতরে যে কাউকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বহরমপুরের রবিনহুড খ্যাত নেতার টিপ্পনী, ওই সময় ওঁর বাড়িতে কারা দেখা করতে যাচ্ছেন, সেটা আমরা দেখতে চাই। তা হলেই বোঝা যাবে বাংলার মানুষ তাঁকে আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে এখনও স্বীকৃতি দিচ্ছেন কি না। অধীরের সাফ কথা, দিদি হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী করবেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি। তবে এ টুকু নিশ্চিত, আগামিদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাহুল গান্ধীর কাছে হাতজোড় করেই দাঁড়াতে হবে।জোটের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধতেও ছাড়েননি অধীর। অভিষেকের বাসভবন 'শান্তিনিকেতন'-কে তিনি 'মিউজিয়াম' বা জাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অধীর বলেন, শুনছি, খেকাবাবুর বাড়ি নাকি এখন দর্শনীয় স্থান। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হওয়ার দৌলতে কী বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, তা দেখতেই মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। সেখানে কেমন প্রাসাদোপম বাড়িঘর বানানো যায়, মানুষ তা দেখছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নিশানা করে কংগ্রেস নেতার ভবিষ্যদ্বাণী, খোকাবাবুর বাড়ি যেমন মিউজিয়াম হয়েছে, দিদির বাড়িও খুব শীঘ্রই মিউজিয়াম হয়ে যাবে।তৃণমূলনেত্রী জানিয়েছিলেন, অ-বিজেপি শক্তিকে একজোট করতে তাঁর কোনও ইগো নেই। কিন্তু সেই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধীরা।

অধীরের আগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও মমতার জোটবার্তাকে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি উদ্ধৃত করেছিলেন। এবার অধীর চৌধুরী আরও এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন। তবে অধীরের এই বিস্ফোরক আক্রমণের প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে এক ছাতার তলায় আসার প্রস্তাব দিলেও রাজ্য রাজনীতিতে জোটের ভবিষ্যৎ যে বেশ অন্ধকার, অধীরের আক্রমণেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফাইল ফটো।

মোদীর বার্তায় সক্রিয় বাস সিন্ডিকেট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মোদীর বার্তায় সক্রিয় বাস সিন্ডিকেট

দেশের জ্বালানি সংকট রুখতে এবার ব্যক্তিগত গাড়ির রাশ টানার পক্ষে সওয়াল করল বাস সংগঠনগুলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপচয় রোধের বার্তার রেশ ধরেই চার চাকা ও দু'চাকার ক্ষেত্রে 'অড-ইভেন' বা জোড়-বিজোড় নীতি কার্যকরের প্রস্তাব দিয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস। সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই কড়া পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি সাশ্রয় হবে এবং মানুষ গণপরিবহণে বেশি নির্ভরশীল হবেন। শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অকারণে ডিজেল ও পেট্রল খরচ না করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মেট্রো ও গণপরিবহণ ব্যবহারের ওপর। সেই সুরেই বাস সিন্ডিকেটের দাবি, ছোট গাড়ি ও বাইকের সংখ্যা বিপুল হওয়ায় জ্বালানির অপচয় বাড়ছে। একটি গণপরিবহণে বহু যাত্রী একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারেন, যা জ্বালানি সাশ্রয়ের অন্যতম পথ। এই প্রেক্ষাপটে সংগঠনের স্পষ্ট বক্তব্য, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। ছোট চারচাকা ও দু'চাকার গাড়ির সংখ্যা দেশে বিপুল। সেই তুলনায় একটি গণপরিবহণে একসঙ্গে বহু মানুষ যাতায়াত করতে পারেন। তাই জ্বালানি সাশ্রয়ের স্বার্থে এখনই 'অড অ্যান্ড ইভেন' নিয়ম চালু করা উচিত।'প্রস্তাবিত নীতি অনুযায়ী, একদিন জোড় ও অন্যদিন বিজোড় সংখ্যার গাড়ি রাস্তায় নামার অনুমতি পাবে। এতে রাজপথে ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ কমবে।

পাশাপাশি 'পার্ক অ্যান্ড রাইড' ব্যবস্থা চালুর দাবিও জানানো হয়েছে। যেখানে শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি রেখে সাধারণ মানুষকে বাস বা মেট্রোয় যাতায়াত করতে হবে। এতে যানজট ও জ্বালানি; দু'টিই বাঁচবে বলে মনে করছে সংগঠন। ডিজেল সংকটে গণপরিবহণ ব্যাহত হলে দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

তাই বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণে কেন্দ্র ও রাজ্যকে দ্রুত আলোচনায় বসার আবেদন জানিয়েছে বাস সংগঠনগুলি।

ঘরছাড়া করা উচিত', সুভাষ সরোবরে প্রাতঃভ্রমণে ফের বেলাগাম দিলীপ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

গরমের মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে রাজনীতির পারদ। আর সেই উত্তাপ ছড়ানোর অলিখিত দায়িত্বটি যেন ফের নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে সুভাষ সরোবরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে শাসকদলের কর্মীদের রীতিমতো 'ঘরছাড়া' করার হুঁশিয়ারি দিলেন মেদিনীপুরের এই বিজেপি নেতা। রাজনীতির ময়দানে তাঁর বাচনভঙ্গি সবসময়ই একটু চাঁচাছোলা, কিন্তু এ দিন সকালে যে ভঙ্গিতে তিনি সুর চড়ালেন, তাতে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। মূলত এলাকার এক শ্রেণির নেতা-কর্মীর দাদাগিরি এবং দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনেই এ দিন ফুঁসে ওঠেন তিনি।

সুভাষ সরোবরের শান্ত সকালে চা-চক্রের আড্ডায় বসে দিলীপবাবু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, আগামী দিনে শাসকদলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুর আরও চড়া হবে। তিনি সাফ জানান, সাধারণ মানুষকে যারা অতিষ্ঠ করে তুলছে, তাদের রেয়াত করার দিন শেষ। এ দিনের মন্তব্যে তিনি সুকৌশলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিছক মৌখিক প্রতিবাদ নয়, বরং রাস্তায় নেমে সরাসরি সংঘাতের পথেই হাঁটতে চলেছে গেরুয়া শিবির।

শাসকদলের নেতাদের উদ্দেশে তাঁর এই সরাসরি হুঙ্কার যে নিছকই প্রাতঃভ্রমণের খোশগল্প নয়, বরং এক গভীর রাজনৈতিক ইঙ্গিতবাহী, তা তাঁর শরীরী ভাষা থেকেই স্পষ্ট। এর আগেও বহুবার তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, কিন্তু এ দিনের 'ঘরছাড়া' করার হুমকি যেন সেই বিতর্কের আগুনে নতুন ঘৃতাহুতি দিল। এখন দেখার, দিলীপের এই তপ্ত দাওয়াইয়ের জবাবে শাসক শিবির পাল্টা কী চাল চালে।

চন্দ্রনাথ রথ খুনে গ্রেফতার ৩ শার্প শ্যুটার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল তদন্তকারী দল। পুলিশ সূত্রে খবর,

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জন শার্প শ্যুটারকে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের গ্রেফতারের পর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।রবিবার গভীর রাত থেকেই ভবানীভবনে ধৃতদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই শার্প শ্যুটারদের কে বা কারা 'সুপারি' দিয়েছিল, সেই বিষয়টিই এখন তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু। খুনের নেপথ্যে বড় কোনও চক্র কাজ করেছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তদন্তকারীদের অনুমান, পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই তাঁদের মোবাইল ফোন, যোগাযোগের নথি এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয়ও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।পুলিশের একাংশের দাবি, আন্তঃরাজ্য যোগসূত্রের বিষয়টিও সামনে আসতে পারে। সেই কারণেই উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘ নজরদারি ও গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে।আজ, সোমবার ধৃত ৩ জনকে বারাসত আদালতে পেশ করা হয় ।

তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে বলে সূত্রের খবর।চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার শার্প শ্যুটারদের গ্রেফতারের পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজ্য রাজনীতির।

মোথাবাড়ি কান্ড ঃ এনআইএ-কে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মোথাবাড়ি কান্ড ঃ এনআইএ-কে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনায় এ বার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-কে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী দু'মাসের মধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শেষ করতে হবে। তদন্ত শেষ হয়ে থাকলে দ্রুত চার্জশিট পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এনআইএ-র আইনজীবী আদালতে জানান যে তদন্ত চলছে এবং পরবর্তী শুনানিতে সর্বশেষ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। সেই প্রেক্ষিতেই প্রধান বিচারপতি বলেন, 'তদন্ত শেষ হয়ে থাকলে চার্জশিট জমা দিন।' শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, আইন তার নিজস্ব পথেই চলবে।গত এপ্রিল মাসে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মালদহের মোথাবাড়ি ও সুজাপুর এলাকা। এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতর আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। বিচারকদের দীর্ঘক্ষণ বন্দি করে রাখার ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় দেশজুড়ে। বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এর আগেই এনআইএ আদালতকে জানিয়েছিল যে, এই ঘটনার মূল চক্রান্তকারীকে তারা গ্রেফতার করেছে। সোমবার এনআইএ-র দেওয়া স্টেটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, ধৃতদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে কি না। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এখন আমরা জানতে চাই, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল কি? আমরা চাই না, বিষয়টি শুধু কাগজেকলমে সীমাবদ্ধ থাকুক।তদন্তের পাশাপাশি বিচারকদের নিরাপত্তা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা আপাতত বজায় থাকবে। তবে পুলিশ সুপার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে কারও ক্ষেত্রে আর কোনও প্রাণের ঝুঁকি বা হুমকির আশঙ্কা নেই, তবে সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যেতে পারে। আপাতত বিচারকদের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুলিশ সুপারের ওপর।

মোথাবাড়ির উত্তপ্ত পরিস্থিতির নেপথ্যে গভীর কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করতেই এনআইএ-কে এই চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত।

কলকাতা মেট্রোর প্রকল্পে গতি, কেন্দ্র রাজ্যের সমন্বয়ে তহবিল-অনুমোদন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা মেট্রোর একাধিক লাইনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির খবর এসেছে। ভারত ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনি, গোলাপি ও সবুজ লাইনের প্রকল্পগুলি দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। অতীতের জমি অধিগ্রহণ, যানজট ও তহবিলের সমস্যাগুলি সমাধানের দিকে পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হয়েছে। ভারত সরকার ২ মে নীল লাইনের সিগন্যালিং, ট্রাকশন সাবস্টেশন ও থার্ড-রেল সিস্টেম আপগ্রেডে ৬৭১.৭২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এতে পিক-আওয়ারে ট্রেনের ব্যবধান ৫ মিনিট থেকে ২.৫ মিনিটে নামানোর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কালিঘাট, এসপ্লানেডসহ সাতটি নতুন সাবস্টেশনে শক্তি ব্যবস্থা জোরদার হবে। কমলা লাইনের চিংড়িঘাটায় ইএম বাইপাসে ১৫ মে থেকে রাত্রিকালীন ট্রাফিক ব্লক মঞ্জুর। সপ্তাহান্তে মধ্যরাত থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত পিয়ার ৩১৭-৩১৯-এর মধ্যে ৩৬৬ মিটার ভায়াডাক্ট গ্যাপ পূরণের কাজ শুরু হচ্ছে। আরভিএনএল-এর তত্ত্বাবধানে ৮-৯ মাসে নিউ গাড়িয়া-এয়ারপোর্ট লাইন সেক্টর ভি-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সিজিও-তে সুজিত, সঙ্গে আইনজীবী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোট মিটতেই ফের ইডির মুখোমুখি সুজিত বসু। সোমবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিলেন বিধাননগরের তৃণমূল বিধায়ক। তবে এবারের হাজিরার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম ইডি দফতরে পা রাখলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবীও।পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁকে তলব করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। এর আগে ভোটের আবহে গত ১ মে শেষবার হাজিরা দিয়েছিলেন সুজিত। নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণে একাধিকবার এড়িয়ে গেলেও আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত সিজিও-তে আসতে বাধ্য হন তিনি। তদন্তের স্বার্থে এর আগে সুজিতের বাড়ি, অফিস এবং তাঁদের ধাবাতেও তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা। এমনকি তাঁর ছেলে সমুদ্র ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরও বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।বারবার তলব প্রসঙ্গে সুজিতের দাবি স্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, এই মামলায় সিবিআই ইতিমধ্যে চার্জশিট জমা দিয়েছে এবং সেখানে তাঁর নাম নেই। সুজিতের কথায়, 'যে মামলায় আমাকে তলব করা হচ্ছে, ওই মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই।

তফসিলি শংসাপত্রে 'দুর্নীতি', হুশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু'র

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

তফসিলি শংসাপত্র বিলিতে 'দুর্নীতি' রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামছেন নয়া মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। তৃণমূল জমানায় এই নিয়ে 'ব্যাপক অনিয়ম' হয়েছে বলে সরব হয়েছেন তিনি। রবিবার বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিজেপি বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়েছেন, জালিয়াতি রুখতে তাঁর নজরদারি থেকে রেহাই পাবেন না অভিযুক্ত আধিকারিকেরা। মন্ত্রিত্বের শুরুতেই দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলাই এখন তাঁর পয়লা লক্ষ্য।শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার এই সদস্যের নিশানায় মূলত ভুঁইফোড় শংসাপত্রধারীরা। ক্ষুদিরামের অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বহু ভুয়ো ও গরমিল থাকা এসসি সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে। এইসব শংসাপত্র ব্যবহার করে অনেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন।' এই প্রবণতা রুখতে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, 'ভুয়ো শংসাপত্রের ভিত্তিতে যাঁরা সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের সুবিধা বাতিল করা হবে। শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন হবে অন্যতম লক্ষ্য।' জালিয়াতির নেপথ্যে থাকা সরকারি কর্মীদেরও 'ছাড় পাবেন না' বলে সতর্ক করেছেন তিনি।পেশায় শিক্ষক ক্ষুদিরাম এবার তৃতীয় বারের চেষ্টায় রানিবাঁধ থেকে জয়ী হয়েছেন। শনিবার শপথ নেওয়ার পর রবিবার নিজের এলাকায় জাহের থানে আদিবাসী রীতিতে বরণ করা হয় তাঁকে। সেখানেই তিনি জানান, দুর্নীতির পাশাপাশি আদিবাসী পড়ুয়াদের হস্টেল ও আশ্রমগুলির ভোল বদলাতে তিনি তৎপর। নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন এবং রাজ্যের শিক্ষার হারানো গরিমা ফেরানোই তাঁর কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্ধমান বাণীপীঠ স্কুলের এই শিক্ষক ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাদামাটা। বর্ধমানের খাঁপুকুরে ভাড়া বাড়িতে স্ত্রী মালতী ও কন্যা চন্দ্রাণীকে নিয়ে তাঁর সংসার। স্ত্রী নিজে আশাকর্মী হওয়ায় নিচুতলার মানুষের সমস্যার সঙ্গে তিনি পরিচিত। সেই অভিজ্ঞতাই ভোটের প্রচারে স্বামীর হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রীর সাফ কথা, পিছিয়ে পড়া সমাজের উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই হবে তাঁর কাজের প্রধান দিশা। টু দ্য পয়েন্ট কাজে বিশ্বাসী ক্ষুদিরামের এই সক্রিয়তা ঘিরে এখন তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। ছবি সংগৃহিত।

পর্যটনকেন্দ্র না কি কৃষ্ণের 'অস্ত্রভাণ্ডার'!

আনন্দমঠ ইকো হাবে মিলল অস্ত্র, তদন্তে নতুন সরকার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

সরকারি টাকায় তৈরি পর্যটনকেন্দ্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে সেখানে সমাজবিরোধীদের আখড়া গড়ে তোলার এক বিস্ফোরক চিত্র সামনে এল জলপাইগুড়ির গৌরীকোণে। অভিযোগের কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তিস্তাপাড়ের 'আনন্দমঠ ইকো ট্যুরিজম হাব' ছিল কৃষ্ণবাহিনীর গোপন ডেরা, যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে চা গাছ কাটার বড় ছুরি, কুঠার, রড ও লাঠিসোঁটা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান' এবং রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের ১ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে এই ইকো ট্যুরিজম হাবটি তৈরি হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল গজলডোবার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পর্যটন বাড়ানো। কিন্তু বাস্তবে সেখানে পর্যটকদের বদলে দেখা যেত কৃষ্ণবাহিনীর দাপট। সরকারি জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম দিয়ে 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' বোর্ড লাগিয়ে সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে সেখানে মদের আসর বসত এবং বহিরাগত সমাজবিরোধীরা ডেরা বেঁধে থাকত। এমনকি ভোটের আগে সেখানে রহস্যময় যাতায়াতও লক্ষ্য করেছিলেন বাসিন্দারা। কৃষ্ণ দাস ফেরার হওয়ার পর এলাকার মানুষ যখন ওই ট্যুরিজম হাবে ঢোকেন, তখন কটেজের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। এলাকার বাসিন্দা মানু রায় ও নীরোদ রায়দের বক্তব্য, আমরা জানতাম এটা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখন পালিয়ে যাওয়ার পর জানছি এটা সরকারি প্রজেক্ট। এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় হামলার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হতো। এই বিষয়ে বারোপাটিয়া নতুনবস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা ওরাওঁকে যোগাযোগ করা হলে, তিনি সাংবাদিক পরিচয় পেয়েই ফোন কেটে দেন এবং পরে মোবাইল বন্ধ করে দেন। সরকারি জমিতে কার নির্দেশে ওই প্রবেশ নিষেধের বোর্ড লাগানো হয়েছিল, তা নিয়ে এখন বড় প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমানে রিসর্টের আশেপাশে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ১ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই সরকারি সম্পত্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়েছিল, সেই পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেই একে দ্রুত চালু করা হোক। নতুন সরকার এই 'অস্ত্রভাণ্ডার' ও দুর্নীতির তদন্ত করবে বলে আশাবাদী গৌরীকোণের মানুষ।

শিলিগুড়িতে বিএসকে কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

দার্জিলিং জেলায় ১৩৭ জন বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মী বর্তমানে এক চরম দোটানার মধ্যে রয়েছেন। একদিকে নতুন সরকারের অধীনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অডিট হওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে পূর্বতন সরকারের আমলে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি; সব মিলিয়ে বিএসকে কেন্দ্রগুলোর অন্দরে এখন অস্থিরতার আবহ। বিজেপি নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বিএসকে-তে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে প্রাধান্য না দিয়ে রাজনৈতিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে যে, তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের আত্মীয়-স্বজন বা ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতাদের অনেকেই এই 'বিনা শ্রমে'র চাকরি পেয়েছিলেন। ফাঁসিদেওয়ার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু স্পষ্ট জানিয়েছেন, তত্‍ণমূলের সময় সব ক্ষেত্রেই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্যরা বঞ্চিত হয়েছেন। বিএসকে-র বিষয়টিও নতুন সরকার খতিয়ে দেখ বে।দ রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তন হতেই বিএসকে কর্মীদের একাংশ মুখ খুলতে শুরু করেছেন। নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়া ব্লকের একাধিক কর্মীর অভিযোগ, তাঁদের দিয়ে জোর করে তৃণমূলের মিটিং, মিছিল এবং নির্বাচনী প্রচার করানো হতো। কাজ হারানোর ভয়ে এতদিন তাঁরা চুপ থাকলেও এখন তাঁরা জানাচ্ছেন যে, তাঁরা কেবল নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার কাজটুকু শান্তিতে করতে চান। এক কর্মীর কথায়, আমাদের ওপর রাজনৈতিক রঙ লাগানো হয়েছিল, কিন্তু আমরা চাই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় মানুষের সেবা করতে। প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশের মতে, সরকার বদলালেও নাগরিক পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না। তবে বিএসকে কর্মীরা যদি প্রকৃতই কম্পিউটার এবং ডিজিটাল কাজে দক্ষ হন, তবে নতুন সরকারের অধীনে তাঁদের কাজের সুযোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু নথিপত্রে গরমিল বা অযোগ্য উপায়ে নিয়োগ প্রমাণিত হলে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে চাকরি যাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। মাটিগাড়া ব্লকের এক বিএসকে কর্মী উদ্বেগের সুরে বলেন, নতুন সরকার এই প্রকল্প চালু না রাখলে আমরা সমস্যায় পড়ব। তবে আমরা চাই স্বচ্ছভাবে কাজ করতে। অন্যদিকে, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল জানিয়েছেন, প্রকল্প রাখা বা না রাখা নতুন সরকারের বিষয়, তবে মানুষের সেবার জন্যই এটি চালু করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে, বিএসকে কর্মীদের ভাগ্য এখন নতুন সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

ছক্কা মারলেন শুভেন্দু

১ পৃঃ পর

মন্ত্রকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সরকারি চাকরি পাওয়ার বয়স পাঁচ বছর বৃদ্ধি করল রাজ্যের বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন, ২০১৫ সালের পর রাজ্যে সরকারি চাকরিতে কোনও নিয়োগ হয়নি। তাই প্রচুর শিক্ষিত যুবক-যুবতীর বয়স চলে গিয়েছে। সে কথা মাথায় রেখে সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়ঃসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হল'। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠক। তিনি বলেন, 'পরবর্তী সোমবার আমরা মন্ত্রিসভার আরও একটি বৈঠক করব।আরজি কর-সহ নারী নির্যাতন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, পে কমিশন, মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), এরিয়ারের বিষয়ে আমরা ওই দিন আলোচনা করব'। সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিএসএফ-কে আমরা জমি হস্তান্তরে অনুমোদন দিলাম। ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল। ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-এর হাতে প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়া হবে'। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, সোমবার থেকেই এই প্রকল্পে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ।

গুজরাত হওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ

১ পৃঃ পর

ইঞ্জিন সরকারের সামনে এখন এটাই সবচেয়ে বড় অ্যাসিড টেস্ট। নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জটা কিন্তু একেবারেই সরল, অথচ যথেষ্ট রুক্ষ এবং কঠিন। খাতা-কলমের হিসেব বলছে, বর্তমানে মাথাপিছু আয়ের (ঞ্ঝত্রন ঞ্ঝখদ্ধঞ্ঠখ জ্জ— ত্বদ্রদ্বত্র) নিরিখে দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে কার্যত তলানিতে, অর্থাৎ ষোড়শ স্থানে ধুঁকছে পশ্চিমবঙ্গ। এই গভীর খাদের কিনারা থেকে রাজ্যকে টেনে তুলে হরিয়ানা (যারা বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে) বা গুজরাতের (পঞ্চম স্থান) সমকক্ষ করে তোলাই এখন নতুন প্রশাসনের মূল এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, এই দুই রাজ্যে দীর্ঘদিনের সুশাসন এবং শিল্পমুখী নীতির ইতিবাচক প্রভাব তাদের অর্থনীতিতে আজ ভীষণভাবে স্পষ্ট। গত দেড় দশক ধরে বাংলার মসনদে আসীন থাকলেও তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল যে কতটা করুণ ছিল, জাতীয় স্তরের পরিসংখ্যানই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। দেশের সমস্ত বড় রাজ্যগুলির মধ্যে এই হার সর্বনিম্ন তো বটেই, এমনকি তা সর্বভারতীয় গড় বৃদ্ধির হার ৬.১ শতাংশের (২০১১-১২ সালের স্থির মূল্যের ভিত্তিতে) চেয়েও অনেকটাই তলানিতে অবস্থান করছে। তবে বাংলার এই অর্থনৈতিক অধোগতির দায় যে কেবল একটি নির্দিষ্ট সরকারের বা গত পনেরো বছরের, তা বললে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে এবং ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। বিগত সিকি শতাব্দীর (২০০০-০১ থেকে ২০২৫-২৬) সামগ্রিক খতিয়ান ঘাঁটলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের গড় জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ, যেখানে জাতীয় স্তরে এই গড় ছিল ৬.৩ শতাংশ। এই দীর্ঘমেয়াদি পিছিয়ে পড়ার কারণেই মাথাপিছু আয়ের নিরিখে একাদশ স্থান থেকে ক্রমশ পিছিয়ে আজ ষোড়শ স্থানে এসে ঠেকেছে একসময়ের শিল্পসমৃদ্ধ এই রাজ্য। ক্রমাগত শিল্পায়নের খরা, কর্মসংস্থানের অভাবে মেধা পাচার এবং সর্বোপরি ভোটের বৈতরণী পার হতে দেদার অনুদান প্রকল্পের খয়রাতিই রাজ্যের কোষাগারকে কার্যত ফোকলা করে দিয়েছে। কর্মসংস্থান বা স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নের বদলে সাময়িক ভাতার এই মায়াজাল বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে।

এবার সেই অভিশাপ থেকে মুক্তির পালা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মতে, নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে অনুদান-নির্ভর অর্থনীতির খোলস সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে বেরিয়ে এসে শিল্প ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। বাংলার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে এখন আর সস্তা আবেগের রাজনীতি নয়, প্রয়োজন নিরেট এবং বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক সংস্কার।

গুজরাত বা হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলি যদি কেবল সুনির্দিষ্ট নীতি এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছার জোরে শিল্পে জোয়ার আনতে পারে, তবে বিপুল মানবসম্পদ ও অমিত সম্ভাবনাময় বাংলা কেন পারবে না? নবান্নের শীর্ষাসনে বসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এখন সেই কঠিন প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে হবে। পূর্বের আকাশে পদ্ম ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু সেই পদ্মের সুবাস বাংলার প্রতিটি কোণে, বিশেষত রাজ্যের ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিতে কতটা প্রাণসঞ্চার করতে পারে, আগামী দিনগুলোই তার উত্তর দেবে। স্রেফ রাজনৈতিক পালাবদল নয়, বরং সুশাসনের নিরিখেই মাপা হবে বাংলার এই নতুন পথচলা।

ওএমআর শিট প্রকাশ্যে আসতেই আশার আলো '১৬-র 'যোগ্য' চাকরিহারাদের পুনর্বহালের দাবি তুঙ্গে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি মামলা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম বড় কলঙ্ক। দীর্ঘ আইনি লড়াই, হাজার হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর কান্না এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষে এক নতুন মোড় এল এই ঘটনায়। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের ঠিক পরপরই, নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের শপথগ্রহণের দিনেই স্কুল সার্ভিস কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে ২০১৬ সালের সেই বহুচর্চিত ওএমআর শিট জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। কমিশনের এই নাটকীয় পদক্ষেপের ফলে 'যোগ্য' অথচ চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে নতুন করে আশার আলো সঞ্চার হয়েছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ২০২৫ সালে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর ফলে যারা প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিলেন এবং পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদেরও 'অযোগ্য'দের সঙ্গে একই তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়। নিজেদের সততা ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে তাঁদের পুনরায় ২০২৫ সালে পরীক্ষায় বসতে হয়। চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীদের বক্তব্য, যদি ওএমআর শিটগুলো আগে প্রকাশ করা হতো, তবে 'চাল আর কাঁকর' অর্থাৎ যোগ্য ও অযোগ্যদের অনায়াসেই আলাদা করা যেত। তাঁদের নতুন করে এই 'অগ্নি'পরীক্ষায় বসতে হতো না। শিলিগুড়ির অনামিকা রায়ের মতো অনেক যোগ্য প্রার্থীই ২০২৫-এর পরীক্ষায় পুনরায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অনামিকা আক্ষেপ করে বলেন, তযদি ওএমআর আগে প্রকাশ করা হতো, তবে আজ আমার চাকরি যেত না। সুপ্রিম কোর্টও ওএমআর প্রকাশের কথা বলেছিল, কিন্তু কমিশন তখন তা শোনেনি। এই একই প্রশ্ন তুলছেন আরও অনেক চাকরিহারা। তাঁদের অভিযোগ, কমিশন আগে জানিয়েছিল যে ২০১৬ সালের যাবতীয় নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, যদি নথি নষ্টই হয়ে থাকে, তবে রাতারাতি তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা সম্ভব হলো কীভাবে? যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের সেলিম জাফরের মতে, সরকার বদলাতেই কমিশনের এই দ্রুত ভোলবদল প্রমাণ করে যে, এতদিন রাজনৈতিক চাপেই প্রকৃত তথ্য গোপন করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের ওএমআর প্রকাশের ফলে ২০২৫-এর নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও সরব হয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই স্বচ্ছতা আগে থাকলে তাঁদের ১০ নম্বর পিছিয়ে থেকে প্রতিযোগিতায় নামতে হতো না। ববিতা সরকার, যিনি একদা পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতার জায়গায় চাকরি পেয়েছিলেন এবং পরে যাঁর চাকরিও চলে গিয়েছিল, তিনিও মনে করেন যে কমিশন চাপের কারণেই আগে ওএমআর প্রকাশ করেনি। বর্তমানে যোগ্য চাকরিহারারা চাইছেন, এই ওএমআর শিটগুলো বিশ্লেষণ করে একটি স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করা হোক। তাঁদের দাবি, যোগ্যদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করে ২০১৬ সালের প্যানেলটিকে আংশিকভাবে বাঁচানো হোক এবং যাঁদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, তাঁদের দ্রুত চাকরিতে পুনর্বহাল করা হোক। নতুন সরকারের আমলে এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

মানিব্যাগ ফিরে পেলেন মানিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

খোয়া যাওয়া মানিব্যাগ ফিরে পেলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মানিক অরোরা। এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন তিনি। শনিবার এক অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন পান। নিজেকে অ্যাম্বুল্যান্স মালিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তিনিই হারানো ওই ওয়ালেট কলকাতায় দেখা করে ফিরিয়ে দেন মানিককে। ওয়ালেটে থাকা অধিকাংশ কার্ড ও পরিচয়পত্র ফিরে পেলেও কোনও টাকা পাননি মানিক। তিনি বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্স মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার ফোন নম্বর কোথা থেকে পেয়েছেন? তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি। শুধু জানিয়েছেন, অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাওয়ার পথে মানিব্যাগটি পেয়েছিলেন।' মানিক আরও বলেন, 'বিজেপি সরকার আসতেই চুরি যাওয়া ব্যাগ ফেরত দেওয়া শুরু হয়েছে। এবার চুরি করাও বন্ধ হবে।' গত মাসের ২৬ তারিখ ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন মানিক। মিছিল শেষে নজরে আসে, তাঁর ভাইয়ের কাঁধে থাকা ব্যাগের চেন কাটা। ভেতরে ওয়ালেট নেই। এরপর তিনি গত ২৭ তারিখ কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতেও জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছিল।

মেধাবী ছাত্রের গ্রামেই চরম অন্ধকারঃ বাড়ছে শিশু শ্রম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাকুলিয়া

চাকুলিয়া ব্লক অফিস থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে নিজামপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিসিন্ধারা গ্রাম। তিন বছর আগে আবু শামা যখন উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় হলেন, তখন প্রতিশ্রুতি আর অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মেধার জয়গান আজ কেবলই স্মৃতি। আজও গ্রামের শিশুদের ৩ কিলোমিটার দূরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যেতে হয়, নতুবা পড়াশোনা ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে। গ্রামের নারীদের সঙ্গে বিড়ি বাঁধতে দেখা গেল অসংখ্য নাবালিকাকে। কেন তারা স্কুলে যায় না? সাফিয়া খাতুন ও আসনারাদের সোজাসাপ্টা জবাব; গ্রামে স্কুল নেই, তাই পড়ার সুযোগও নেই। একটু বড় হতেই তারা মায়ের হাতে হাত মিলিয়ে বিড়ি বাঁধতে বসে যায়। ছেলেরা জীবনের তাগিদে কেরালা বা বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। গোলাম বা আবদুল কাদিরের মতো মেধাবীরা আজ রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে।

অভিভাবক ওয়াসিম আক্রামের ক্ষোভ, তত কিলোমিটার দূরের স্কুলে ছোট শিশুদের পাঠাতে বুক কাঁপে। রাস্তা খারাপ, তার ওপর শিশু চুরির ভয়। বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশে বেসরকারি মাদ্রাসায় টাকা দিয়ে পড়াতে হচ্ছে।

কেবল সার্টিফিকেটের জন্য তাকে সরকারি স্কুলে ভর্তি দেখিয়ে রাখতে হয়।দ আবু শামাও ফোনে আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, তস্কুল না থাকায় আমি যে কষ্ট করেছি, তা যেন অন্য কেউ না করে। গ্রামে প্রচুর মেধা আছে, সুযোগ পেলে ওরাও জ্বলে উঠবে।দ নিসিন্ধারা গ্রামে প্রায় ২ হাজার মানুষের বাস। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাসিবুর রহমান স্বীকার করে নিয়েছেন, স্কুল না থাকাটা এই অঞ্চলের সবথেকে বড় সমস্যা। বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, তজমির সমস্যার জন্য স্কুল আটকে রয়েছে।

অন্যদিকে, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন ও স্কুল পরিদর্শক নাওসিন বেক যথারীতি 'খোঁজখবর নেওয়ার' বা 'ওপরমহলে জানানোর' পুরনো রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আবু শামার সাফল্য যে গ্রামের মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছিল, প্রশাসনিক উদাসীনতায় আজ তা ধিকিধিকি জ্বলছে। পড়াশোনা ছেড়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি নিসিন্ধারা গ্রামের উন্নয়নের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন সচেতন বাসিন্দারা।

আইসি-কে 'হুমকি' ও চরম উত্তেজনা চোপড়া থানায়ঃ ভাইয়ের গ্রেপ্তারি ঘিরে রণক্ষেত্র বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চোপড়া

চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর অধিকারীর ভাই সুব্রত অধিকারীকে গ্রেপ্তার করাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তাল হয়ে উঠল চোপড়া থানা এলাকা। ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো একাধিক মামলায় অভিযুক্ত সুব্রতকে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি চা বাগান থেকে পাকড়াও করে পুলিশ। খবর পেয়েই অনুগামীদের নিয়ে থানায় হাজির হন শঙ্কর অধিকারী, যা ঘিরে তৈরি হয় তুলকালাম পরিস্থিতি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, থানায় ঢুকেই খোদ আইসি কেশব বড়ালের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা। আইসি-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি তাঁকে 'চোর-ছ্যাঁচড়' বলে সম্বোধন করেন শঙ্কর। অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তিনি আইসি-কে বদলির হুমকিও দেন। যদিও পুলিশের পাল্টা দাবি, শঙ্কর অধিকারীকে কোনো হুমকি দেওয়া হয়নি, বরং আইন মেনেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিং জানিয়েছেন, তসুব্রত অধিকারী ওরফে ইসমাইল ওরফে ডেনড্রাইটের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে।

শিলিগুড়ির একটি ডাকাতির মামলায় ২০২৫ সালের আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘ তল্লাশির পর এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে শঙ্কর অধিকারীর পাল্টা তোপ, তত্‍ণমূলের টাকা খেয়ে আইসি বিক্রি হয়ে গিয়েছেন। বিজেপি কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হয়রান করছে পুলিশ। আমার ভাইয়ের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ থাকলেও পুলিশ শুধু আমার বাড়িতেই ঘুরছে।দ যদিও পুলিশ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, গুলি চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনায় খোদ বিজেপি শিবিরের অন্দরেই অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি অসীম বর্মণ জানিয়েছেন, বিষয়টি দলীয় স্তরে আলোচনা করা হবে।

অন্যদিকে, চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, তসুব্রতর বিরুদ্ধে বহু মামলা রয়েছে, পুলিশ স্রেফ আইনানুগ কাজ করেছে।দ দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে মাঝিয়ালির চা বাগান থেকে সুব্রত ওরফে ইসমাইল ধরা পড়লেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চোপড়ার রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে।

দুর্নীতির ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি বিধায়কের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফাঁসিদেওয়া

বিধাননগরের বন্ধ হয়ে থাকা আনারস প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রটি ঘিরে দানা বেঁধেছে দুর্নীতির অভিযোগ। রবিবার ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সাফ জানিয়েছেন, নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর কলকাতা থেকে ফিরলেই তিনি এই কেন্দ্রের পুরোনো ফাইল খুলবেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার এই কেন্দ্রের বরাদ্দের নামে বিপুল দুর্নীতি করেছে, যার ফলে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আজ মরচে ধরছে। ২০১০ সালে বাম আমলে তৎকালীন এসজেডিএ চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূল সরকারের আমলেও ঘটা করে ফের উদ্বোধন হয়। কিন্তু অনুন্নত রাস্তা ও ব্যবসায়িক অনাগ্রহের অজুহাতে সেটি কোনোদিনই সচল হয়নি। বর্তমানে ভবনটি আগাছায় ঢাকা পড়েছে এবং দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। উদ্যানপালন দপ্তর ও এসজেডিএ-র অধীনে থাকা এই প্রকল্পের এমন হাল দেখে ক্ষুব্ধ স্থানীয় চাষিরা। বিধায়ক দুর্গা মুর্মু জানান, তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছেন যাতে কেন্দ্রটিকে পুনরায় চালু করা যায়। তাঁর দাবি, তত্‍ণমূল এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের নামে যে দুর্নীতি করেছে, তা অবর্ণনীয়। আমরা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখব। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে এর ভোল বদলে দেওয়া সম্ভব হলেও রাজ্য সরকার তা করেনি।দ কলকাতা থেকে ফিরে তিনি আবারও এলাকাটি পরিদর্শন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বিধাননগর এলাকার হাজার হাজার চাষি আনারস সংরক্ষণের অভাবে ক্ষতির মুখে পড়েন। বিধায়কের মতে, এই কেন্দ্রটি চালু হলে চাষিরা ফড়েদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন এবং সরাসরি ন্যায্যমূল্যে ফল বিক্রি করতে পারবেন। জ্যাম, জেলি বা প্রক্রিয়াজাত আনারস বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এলাকার শিক্ষিত বেকারদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ফলন বেশি হলে আনারস পচে নষ্ট হওয়া রোধ করা যাবে। বর্তমানে বিধাননগর আনারস ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বে থাকা তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ বিধায়কের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তএটি ভালো উদ্যোগ, আমরা একে সাধুবাদ জানাব।দ দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক উদাসীনতা কাটিয়ে বিধাননগরের এই 'শ্বেতহস্তী' প্রকল্পটি কি শেষ পর্যন্ত লাভের মুখ দেখবে? দুর্গা মুর্মুর তদন্তের হুঁশিয়ারিতে এখন তটস্থ সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুবশ্রীর টাকা না মেলায় দুশ্চিন্তায় শিলিগুড়িবাসী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

রাজ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষের কাছে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন; 'টাকা কি আদেও ঢুকবে?' মাসের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুবসাথীর টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না ঢোকায় বিপাকে পড়েছেন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা। ভোটের ইশতেহারে বিজেপি ৩০০০ টাকার 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর প্রতিশ্রুতি দিলেও, সেই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা। শহরের মাদানি বাজারের বাসিন্দা নীলিমা রায় পেশায় পরিচারিকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১০০০ টাকা দিয়ে তিনি একটি মাসিক ফান্ড চালাতেন। তাঁর আক্ষেপ, তসময়মতো টাকা না দিলে ফাইন দিতে হবে। বিপদে ওই টাকাটাই ভরসা ছিল।দ একই সুর প্রধাননগরের হিরণবালা সরকারের গলায়। চপের দোকান চালিয়ে ছেলের টিউশন ফি মেটাতেন এই ভাতার টাকায়। হিরণবালা চিন্তিত মুখে বললেন,

তনতুন সরকার ৩০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু এখন তো হাজার টাকাটাও পাচ্ছি না। আদেও কি নতুন করে ফর্ম তুলতে হবে?দ শুধু মহিলারা নন, বেকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। দেশবন্ধুপাড়ার অর্ঘ্য বৈদ্য যুবসাথীর দেড় হাজার টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতেন। এপ্রিল মাসের টাকা পেলেও মে মাসে এখনও কোনও মেসেজ আসেনি। অর্ঘ্যর কথায়, ততিন হাজার টাকা পাওয়ার আশায় মনে হচ্ছে পুরনো দেড় হাজার টাকাটাও হাতছাড়া হতে বসেছে।দ ভোটের ময়দানে তৃণমূলের প্রকল্পগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিজেপি ডাবল ভাতার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর এখনও ভাতা বন্টন প্রক্রিয়া মসৃণ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দক্ষিণ ভারতনগরের প্রদীপ রায়ের মতো চাকরিপ্রার্থীদের মনেও। তাঁদের প্রশ্ন, যদি ভাতার টাকা দিতেই এত বিলম্ব হয়, তবে স্বচ্ছ নিয়োগ ও বড় মাপের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হবে? প্রশাসনিক স্তবে

. এখনও ভাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় আপাতত আশঙ্কার প্রহর গুনছেন ভক্তিনগর থেকে শিবমন্দিরের 'লক্ষ্মী'রা। নতুন সরকার কবে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর দরজা খোলে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গ।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের 'দাদাগিরি' নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপের দাবি সরব শিলিগুড়িবাসী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

খাতায়-কলমে কাজ কেবল পুলিশকে সহায়তা করা, কিন্তু বাস্তবে তাঁরাই যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। শিলিগুড়ির রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের চেয়েও বেশি দাপট এখন নীল পোশাকের সিভিক ভলান্টিয়ারদের। সরকারি নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করে বাইক থামিয়ে নথিপত্র পরীক্ষা থেকে শুরু করে টোটো চালকদের ওপর লাঠি চালানো; সিভিকদের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ জমা হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই এবার এই 'অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা'র অবসান চাইছেন শহরবাসী। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের গাড়ি বা বাইক থামিয়ে নথিপত্র পরীক্ষা করা কিংবা জরিমানা করার কোনো আইনি অধিকার নেই। কিন্তু শিলিগুড়ির নৌকাঘাট থেকে শিবমন্দির; সর্বত্রই ছবিটা উল্টো। বাবুপাড়ার বাসিন্দা নবজিৎ সরকার জানান, তবাইকের কাগজ দেখতে চাইলে নিয়ম জানতে চাওয়ায় আমার সঙ্গে উল্টে ঝগড়া শুরু করে দেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার।দ অভিযোগ উঠেছে যে, নিয়ম রক্ষার বদলে ক্ষমতার অপপ্রয়োগই এখন তাঁদের প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে টোটো চালকদের ওপর সিভিকদের দুর্ব্যবহার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় টোটোতে লাথি মারা বা লাঠি দিয়ে আঘাত করার মতো গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন চালকরা। বিবেকানন্দপল্লির সৌরভ চৌধুরী জানান, জলপাই মোড়ে প্রকাশ্যে টোটোতে সিভিক ভলান্টিয়ারের লাথি মারার দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। আইনজীবী মণীশ বারির অভিযোগ, সিভিকদের দাপট এখন 'টাকা তোলা'র পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু

১ পৃঃ পর

ভোটের ফলপ্রকাশের পর এদিনই প্রথম সিজিও-তে যান তিনি। রাতে সুজিতের আইনজীবী জানান,

তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতার করা হলেও পুত্র সমুদ্র বসু তখনও ইডি দফতরেই ছিলেন। উল্লেখ্য, ভোটের আগে বার বার তলব করা হলেও প্রচারের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়েছিলেন সুজিত। শেষ পর্যন্ত হাই কোর্টের নির্দেশে তিনি

তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন। তদন্তের স্বার্থে আগেই সুজিতের বাড়ি, অফিস এমনকি পরিবারের ধাবাতেও তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাঁর ছেলে সমুদ্র-সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়। যদিও গ্রেফতারির আগে সুজিতের দাবি ছিল, 'সিবিআইয়ের জমা দেওয়া চার্জশিটে আমার নাম নেই'। তবে সেই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজল না।

দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় রাতেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তদন্তকারীরা। এতে রাজ্যের শাসক শিবিরের অস্বস্তি আরও বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কাঁচা পাতার উৎপাদন ব্যয় জানতে ময়দানে টি বোর্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

কাঁচা চা পাতার সঠিক দাম না পেয়ে মাঝেমধ্যেই রাস্তায় পাতা ফেলে বিক্ষোভ দেখান উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এই বঞ্চনা রুখতে এবং চাষিদের জন্য 'মিনিমাম সাস্টেনেবল প্রাইস' বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করে দিতে এবার কোমর বেঁধে নামল টি বোর্ড। কিলোপ্রতি কাঁচা পাতার উৎপাদনে আসলে কত খরচ হয়, তা নিখুঁতভাবে জানতে শুরু হয়েছে এক মেগা সমীক্ষা। চাষিদের প্রকৃত খরচের হিসাব বের করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া'-কে। এই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছেন। এরপর জলপাইগুড়িতেও এই কাজ চলবে। এই রিপোর্ট টি বোর্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে জমা পড়বে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'সিস্টা' -র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কাঁচা পাতা উৎপাদনের খরচ আকাশছোঁয়াঃ

১। ২০২২-২৩ঃ ১৮.৫১ টাকা/কেজি
২। ২০২৩-২৪ঃ ১৯.৭৮ টাকা/কেজি
৩। ২০২৪-২৫ঃ২০.৫০ টাকা (অনুমান) সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমিকের মজুরির কথা মাথায় রেখে এই হিসাব করা হয়েছে। অথচ বর্তমানে চাষিরা প্রতি কেজি পাতায় মাত্র ১৩-১৪ টাকা পাচ্ছেন, যা উৎপাদন খরচের চেয়েও অনেক কম।

সিস্টা-র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন ব্যয়ের ওপর অন্তত ৫০ শতাংশ লাভ থাকা উচিত। সেই হিসেবে কাঁচা পাতার দাম কিলোপ্রতি অন্তত ৩০ টাকা হওয়া উচিত।

প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় জানা গেলে এমএসপি নির্ধারণ করা সহজ হবে। চাষিদের অভিযোগ, টি বোর্ডের 'মিনিমাম বেঞ্চমার্ক প্রাইস' থাকলেও বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর একাংশ তা মানছে না। ফলে ভরা মরশুমেও 'অভাবী বিক্রি'র শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। টি বোর্ডের এই নতুন উদ্যোগ যদি শেষ পর্যন্ত সহায়ক মূল্য এনে দিতে পারে, তবেই উত্তরবঙ্গ ও অসমের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চা চাষির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধার অবসানে স্বস্তিতে উত্তরবঙ্গ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হতেই শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রসারের পথে থাকা দীর্ঘদিনের 'ভয়' ও 'বাধা' কেটেছে বলে মনে করছে বিজ্ঞান ভারতী। সোমবার জলপাইগুড়িতে আয়োজিত সভায় উপস্থিত উত্তরবঙ্গের প্রায় ৫০০ শিক্ষক ও অধ্যাপক দাবি করেন, এতদিন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কিছু শিক্ষকের জোরজুলুমে প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোর জন্য কোনো উন্নয়নমূলক প্রস্তাব শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো যেত না। পাঠালেও রাজনৈতিক প্রভাবে তা বাতিল করে দেওয়া হতো। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সভাপতি অজয় মুখে ।পাধ্যায় বলেন, তআমরা মাত্র কয়েকদিন হলো ভয়মুক্ত হয়েছি। এখন ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে মন খুলে কাজ করার সুযোগ মিলবে।দ সভার শুরুতেই ভারতমাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংগঠনের জাতীয় সচিব কম্পিলা এস শাস্ত্রী ও জাতীয় গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য জজাতি কেশরী নায়েক। তাঁদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে কাজের সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছিল আগের সরকার। সভায় সংগঠনের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে, উত্তরবঙ্গজুড়ে ৭৮ হাজার কর্মসংস্থানমুখী স্কিল উন্নয়নের একটি বড় প্রকল্পের অনুমোদন দেয়নি পূর্বতন তৃণমূল সরকার। বিজ্ঞান ভারতীর উত্তরবঙ্গের সম্পাদক কনককান্তি বৈশ্য জানান, এবার শহরের পাশাপাশি বনবস্তি ও চা বাগান এলাকার শিক্ষিত বেকারদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। জেলায় জেলায় বিশিষ্টজনদের নিয়ে সায়েন্স সামার ক্যাম্প ও সেমিনার আয়োজন করা হবে। রোবোটিক্স ও ড্রোন প্রযুক্তির প্রসারের পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আকর্ষণীয় বিষয় হলো, ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিজ্ঞান ভারতীর ডিজিটাল কমিউনিটি ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে শিক্ষক-অধ্যাপকদের যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সভার নেতৃত্বরা জানান, আগে প্রকাশ্যে কর্মসূচি করতে বাধা দেওয়া হলেও এখন 'সায়েন্স অন হুইলস' বা

'খেল খেল মে'-র মতো মেধা অন্বেষণ কর্মসূচিগুলো আরও বড় আকারে গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দেওয়া হবে। নতুন সরকারের হাত ধরে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলোর খোলনলচে বদলে যাবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞান ভারতীর সদস্যরা।

শিলিগুড়িতে 'নোটা'-র কাছেও হার বামেদের!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাসে এক সময়ের অপরাজেয় দুর্গ হিসেবে পরিচিত বামফ্রন্টের এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কেবল পরাজয় নয়, বরং এক চরম অস্তিত্ব সংকটের বার্তা নিয়ে এসেছে। যে শহর কয়েক দশক ধরে বামপন্থী আন্দোলনের এপিসেন্টার ছিল, যেখানে 'অশোক মডেল' একদা সারা রাজ্যের নজর কেড়েছিল, সেই শিলিগুড়িতেই এবার বাম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে 'নোটা'-র নিচে নেমে গিয়েছে। এই নজিরবিহীন ধস বাম শিবিরের অন্দরে প্রবল উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নির্বাচন কমিশনের বুথভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী মোট ভোট পেয়েছেন মাত্র ৯,১৬৮টি। শিলিগুড়ির মতো রাজনৈতিক সচেতন শহরে এই সংখ্যাটি অবিশ্বাস্যভাবে কম। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, শহরের প্রায় ২২টি বুথে বাম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে 'নোটা'-র ভোট বেশি। বুথভিত্তিক পরিসংখ্যান ১১ নম্বর বুথে যেখানে বাম প্রার্থীরা মাত্র ৫টি ভোট পেয়েছেন, সেখানে নোটা পেয়েছে ১০টি। ৪৮ নম্বর বুথে চিত্রটি আরও ভয়াবহ; সেখানে বামেদের ঝুলিতে মাত্র ১টি ভোট পড়লেও নোটা পেয়েছে ৪টি। এছাড়া ৯১, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৬, ১১০ এবং ১৩৭ নম্বর বুথগুলোতেও একই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সিঙ্গেল ডিজিট ভোট শিলিগুড়ির ৪৮, ৯১ এবং ১০৬ নম্বর বুথে সিপিএম প্রার্থী মাত্র একটি করে ভোট পেয়েছেন। শিলিগুড়ির 'অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রী' তথা বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যের নিজস্ব ২০ নম্বর ওয়ার্ডেও বামেদের দুর্গ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। এই ওয়ার্ডে সিপিএম পেয়েছে মাত্র ৩১৪টি ভোট, যেখানে বিজেপি পেয়েছে ২,২৩৩টি। প্রার্থীর নিজের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডেও তিনি তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন। বামেদের এই করুণ দশা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, বামপন্থীদের ঐতিহ্যবাহী ভোটব্যাঙ্ক কেবল সরেই যায়নি, বরং মানুষের কাছে তারা এখন বিকল্প হিসেবেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। এই ভরাডুবি নিয়ে বাম শিবিরে গভীর ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে। অশোক ভট্টাচার্যের মতে, আরএসএস-এর সুপরিকল্পিত প্রচার এবং মানুষের মধ্যে 'প্রথমে রাম, তারপর বাম' তত্ত্বের প্রভাব এই ফলের পিছনে দায়ী। তৃণমূলকে সরাতে মরিয়া ভোটাররা এবার বামপন্থীদের ওপর ভরসা না রেখে সরাসরি বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন। বামেদের বিশাল র‍্যালি বা 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' যে তরুণ প্রজন্ম বা সাধারণ ভোটারদের মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে, তা এই ফলাফল থেকে পরিষ্কার। শিলিগুড়ির মতো শহরে নোটার কাছে বামেদের হার কেবল একটি নির্বাচনী পরাজয় নয়, এটি একটি সংগঠনের নৈতিক বিপর্যয়। ৪ মে-র ফলাফল প্রকাশের পর বহু বাম সমর্থক যেভাবে অন্য শিবিরে যোগ দিচ্ছেন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন, তাতে দল কীভাবে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁরা মানুষের রায়কে সম্মান জানাচ্ছেন এবং লড়াই জারি রাখবেন। তবে তৃণমূল ও বিজেপির দ্বিমুখী লড়াইয়ে শিলিগুড়িতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এখন বামেদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। শিলিগুড়ির সচেতন নাগরিক সমাজ এখন প্রশ্ন তুলছে; যে শহর এক সময় বামপন্থার দিশারি ছিল, সেই শহরের মানুষের মনের কথা বুঝতে কি তবে ব্যর্থ হলেন পোড়খাওয়া বাম নেতৃত্ব? উত্তর খুঁজতে এখন ঘরোয়া পর্যালোচনাই ভরসা আলিমুদ্দিনের।

উত্তরকন্যায় ৩০০ কোটির মেগা দুর্নীতি!

'মহাসিন্ডিকেট' ও কাটমানি রাজের ফাইল খুলছে নতুন সরকার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

উন্নয়নের গালভরা প্রতিশ্রুতির আড়ালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কি তবে কোটি কোটি টাকার লুঠ হয়েছে? প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর সময়কালে হওয়া প্রায় ৩০০ কোটি টাকার কাজ নিয়ে এমনই জোরালো সন্দেহ দানা বাঁধছে। ক্ষমতা বদলের পরেই উত্তরকন্যার অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে নানা অনিয়ম ও 'সিন্ডিকেটরাজ'-এর কথা। দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে ইতিমধ্যেই নবান্ন ও উত্তরকন্যা; দুই স্তরেই ফাইলের ধুলো ঝাড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা আনতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ ।মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, তওদের পাপের ভার আমরা বইব না। যারা কাটমানি খেয়েছে, তাদের প্রত্যেককে শাস্তি পেতে হবে। উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের টাকায় যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফুলেফেঁপে উঠেছে, তাদের খুঁজে বের করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। অভিযোগের তির মূলত দপ্তরের টেন্ডার প্রক্রিয়ার দিকে। অভিযোগ, যোগ্য ঠিকাদারদের সরিয়ে দিয়ে নিজেদের পছন্দের আটজন ঠিকাদারকে কোটি কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা, কালভার্ট ও পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছে, যা উদ্বোধনের আগেই বিকল হয়ে পড়ছে। এমনকি সরকারি আধিকারিকদের যোগসাজশে 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' ম্যানেজ করে কোটি কোটি টাকার বিল পাশ করানো হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ হলো, খ ।তা-কলমে অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে নেই; এমন কিছু 'ভৌতিক' প্রকল্পের হদিসও মেলার সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় রয়েছেন উদয়ন ঘনিষ্ঠ চৌধুরীহাট এলাকার এক প্রভাবশালী ঠিকাদার এবং কোচবিহারের এক অবাঙালি ঠিকাদার। অভিযোগ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দপ্তরের যাবতীয় কাজ এঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। এমনকি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভাতেও এই সিন্ডিকেটের হাত ছিল বলে দাবি দপ্তরের কর্মীদের একাংশের। দুর্নীতির জট ছাড়াতে প্রতিটি পুরোনো ফাইল ধরে ধরে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোন প্রকল্পের জন্য কত বরাদ্দ হয়েছিল এবং কাজগুলো বর্তমানে কী অবস্থায় আছে, তা সরেজমিনে দেখার জন্য 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন' শুরু হচ্ছে। মালদা থেকে কোচবিহার; বিস্তীর্ণ এলাকার প্রকল্পগুলি এখন তদন্তের আওতায়।

যুদ্ধের বারুদে থমকাল মধ্যপ্রাচ্যে আম রপ্তানি

বিকল্প হিসেবে ইউরোপের বাজারে নজর মালদার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

গাছে আমের অভাব নেই, স্বাদেও নেই খামতি। কিন্তু গোল বেঁধেছে পরিবহণে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিমান পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এবং বিমানে পণ্য পরিবহণের ভাড়া আকাশছোঁয়া হওয়ায় মালদার আমের বিদেশ যাত্রা বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। গত বছর যে আম কুয়েত, আবুধাবি বা বাহরিনের বাজারে রাজত্ব করেছিল, এ বছর তার ভবিষ্যৎ কার্যত বিশ বাঁও জলে। গত মরশুমে মালদা থেকে প্রায় ১৪ মেট্রিক টন হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ ও ল্যাংড়া আম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠানো হয়েছিল। এ বছর চাহিদাও ছিল তুঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিয়মিত ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। বিমানের ভাড়া মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুম্বইয়ের রপ্তানিকারকদের সঙ্গে আলোচনার পর মালদার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নেওয়া প্রায় অসম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যের দরজা আপাতত বন্ধ হতে বসলেও মালদার আমের জন্য খুলে গিয়েছে ইউরোপের দুয়ার। চলতি বছর মালদার আম পাড়ি দিচ্ছে সুইডেন, বেলজিয়াম, লন্ডন ও নিউজিল্যান্ডে। প্রথম পর্যায়ে হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ ও ল্যাংড়া মিলিয়ে মোট ২০ মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর ও আম ব্যবসায়ী প্রসূন চিতলাঙ্গিয়া যৌথ উদ্যোগে এই নতুন বাজার ধরার পরিকল্পনা সফল করেছেন। বিদেশের

> গাছে আমের অভাব নেই, স্বাদেও নেই খামতি। কিন্তু গোল বেঁধেছে পরিবহণে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিমান পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এবং বিমানে পণ্য পরিবহণের ভাড়া আকাশছোঁয়া হওয়ায় মালদার আমের বিদেশ যাত্রা বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। গত বছর যে আম কুয়েত, আবুধাবি বা বাহরিনের বাজারে রাজত্ব করেছিল, এ বছর তার ভবিষ্যৎ কার্যত বিশ বাঁও জলে।

পাশাপাশি দেশের ভেতরেও বাজার বাড়াতে তৎপর জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। এতদিন মুম্বইয়ের বাজারে মালদার আমের সেভাবে চল ছিল না। তবে এবার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে সেখানে বাজার তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলের গুণমান ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে চাষিদের 'ফ্রুট ব্যাগিং' বা বিশেষ প্যাকেট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন আধিকারিক সামন্ত লায়েক। এতে আমের রঙ ও আকৃতি ভালো হওয়ায় বিদেশের বাজারেও চাহিদা বাড়ছে। মরশুমের শেষের দিকে আমচাষিদের লক্ষ্মীলাভ নিশ্চিত করতে হিমসাগর-ল্যাংড়ার পর ফজলি ও বৃন্দাবনি আমও বিদেশে রপ্তানির রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছে প্রশাসন।

তিন বছর ধরে তালাবন্ধ পলাশবাড়ির আরআই অফিস

'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারে চালুর আশায় স্থানীয়রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

সরকারের পটপরিবর্তন হলেও আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের পলাশবাড়িতে একটি সরকারি ভবন আজও ব্রাত্য হয়ে পড়ে রয়েছে। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় তিন-চার বছর আগে ঘটা করে তৈরি করা হয়েছিল আরআই (রিভিনিউ ইন্সপেক্টর) অফিস। কিন্তু নির্মাণের পর একদিনের জন্যও সেই অফিসের দরজা খোলেনি। বর্তমানে অফিসের চারপাশে আগাছা ও ঝোপজঙ্গলের দাপট দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়। বিজেপির অভিযোগ, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে স্থানীয় স্তরে 'দাদাগিরি' এবং জমি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই তৎকালীন শাসকদলের একাংশের আপত্তিতে ভবনটি তৈরি হওয়ার পরেও ব্যবহারের অনুমতি মেলেনি।

বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ায় এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতও বিজেপির দখলে থাকায় সেই বাধা আর থাকবে না বলে মনে করছেন বিজেপি নেতৃত্ব। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুপর্ণা বর্মন জানান, তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ভবনের কাজ শেষ হয়েছিল। তিনি বলেন, তবর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের একটি ছোট্ট ঘর থেকেই আরআই অফিসের কাজকর্ম চালাতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের যেমন অসুবিধা হয়, তেমনই কাজের পরিবেশও বিঘ্নিত হয়। নবনির্মিত ভবনটি যাতে অবিলম্বে চালু হয়, তার জন্য আমি প্রশাসনের ওপরমহলে যোগাযোগ করব।

যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গিরিন্দ্রনাথ বর্মন জানিয়েছেন, ভবন নির্মাণের সময় তিনি বর্তমান পদে ছিলেন না, তাই কে বা কারা বাধা দিয়েছিল তা তাঁর জানা নেই। তবে তিনি যোগ করেন, তবিজেপির জনপ্রতিনিধিরা যদি নিয়ম মেনে অফিসটি চালুর চেষ্টা করেন, তবে তা ভালো উদ্যোগ।

এখন পলাশবাড়ির বাসিন্দারা চাইছেন, স্রেফ রাজনীতির দড়ি টানাটানিতে যেন সরকারি সম্পদ নষ্ট না হয়।

দ্রুত এই ভবনটি চালু হলে জমি-জমা সংক্রান্ত কাজের জন্য গ্রামবাসীদের আর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ভিড় করতে হবে না।

২৪ ঘণ্টার উৎকণ্ঠার পর উদ্ধার ছাত্রের দেহ

সাদুল্লাপুর নদীঘাটে বিষাদের সুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়াই কাল হলো। একদিনের দীর্ঘ তল্লাশির পর সোমবার সকালে মালদার সাদুল্লাপুর নদীঘাট থেকেই উদ্ধার করা হলো ১৫ বছর বয়সী কিশোর অরূপ দাসের নিথর দেহ। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে এই মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল জেলাবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্র অরূপ দাসের বাড়ি মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলা উপর বাগান এলাকায়। সে মালদা টাউন হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। রবিবার দুপুরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে চেপে সাদুল্লাপুর এলাকায় ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল অরূপ।

কিন্তু নদীতে নামামাত্রই স্রোতের টানে গভীর জলে তলিয়ে যায় সে। বন্ধুদের চিৎকারে স্থানীয়রা

ছুটে এসে উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও কোনও হদিশ মেলেনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। রবিবার দুপুর থেকে স্পিড বোট নামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়।

নকশালবাড়ির লাল মাটি এখন গেরুয়া ঘাঁটি!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নকশালবাড়ি

যেখানে জন্ম হয়েছিল সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের, সেখানেই বিজেপির নজিরবিহীন উত্থান। প্রায় উধাও বামের ভোট, রাজনৈতিক ভূগোল বদলের ইঙ্গিত দেখছে জাতীয় মহল। একসময় যে নকশালবাড়ির নাম শুনলেই মনে পড়ত সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ, লাল রাজনীতি আর চারু মজুমদারের আন্দোলনের ইতিহাস; সেই নকশালবাড়িই এখন বিজেপির সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটিগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে বিজেপির বিপুল ভোটপ্রাপ্তি ঘিরে জাতীয় স্তরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা। জাতীয় সংবাদমাধ্যমেও উঠে এসেছে এই কেন্দ্রের ফলাফল। দুই-তৃতীয়াংশ ভোট বিজেপির ঝুলিতে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯০৫ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর মালাকারকে তিনি হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৬৫ ভোটে। তৃণমূল যেখানে প্রায় ৬২ হাজার ভোটে আটকে গিয়েছে, সেখানে বামেরা কার্যত নিশ্চিহ্ন। সিপিএম প্রার্থী ঝরেন রায়ের ঝুলিতে মাত্র ৮ হাজার ৫৮৫ ভোট। কংগ্রেসও ৫ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যে নকশালবাড়ি আন্দোলন থেকে একসময় দেশের অতি-বাম রাজনীতির জন্ম হয়েছিল, সেই কেন্দ্রেই এখন বাম ভোট প্রায় উধাও। তলাল দুর্গদ থেকে তগেরুয়া ল্যাবরেটরিদ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, উত্তরবঙ্গের সামাজিক সমীকরণ, তফসিলি জাতিভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনমত এবং বাম ভোটের সম্পূর্ণ ভাঙন; এই চারটি কারণ বিজেপিকে বিপুল সুবিধা দিয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। একসময় এখানে বামপন্থী সংগঠনগুলির প্রবল প্রভাব ছিল। কিন্তু গত এক দশকে সেই জমি দ্রুত হারিয়েছে বামেরা। ২০১১ সালে কংগ্রেস এই কেন্দ্র জিতেছিল। ২০১৬ সালে বিজেপি তৃতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু ২০২১ থেকেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। সেই নির্বাচনে বিজেপি প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোট পায়। আর ২০২৬-এ সেই ব্যবধান আরও বিস্ফোরক আকার নেয়। নকশাল আন্দোলনের জন্মভূমিতে বামের পতন ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এই অঞ্চল থেকেই। জমি আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক ধারা তৈরি হয়েছিল, তা একসময় গোটা দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু প্রায় ছয় দশক পর সেই একই ভূখণ্ডে বামপন্থী দলগুলির ভোট কার্যত প্রতীকি পর্যায়ে নেমে এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটা শুধু একটি কেন্দ্রের ফল নয়; বরং বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলের বড় ইঙ্গিত। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন যে স্থায়ী ভিত্তি তৈরি করেছে, এই ফলাফল তারই প্রতিফলন। তৃণমূল বনাম বিজেপি, বামেরা প্রান্তে ঃ এই ফল আরও একবার স্পষ্ট করেছে যে বাংলার মূল লড়াই এখন কার্যত তৃণমূল বনাম বিজেপি। বাম ও কংগ্রেস জোট রাজ্যের বহু কেন্দ্রে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। নকশালবাড়ির মতো ঐতিহাসিক কেন্দ্রেও সেই পতন প্রকট হওয়ায় রাজনৈতিক অভিঘাত আরও গভীর বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

MOTOR, TRANSFORMER
WINDING & SERVICES

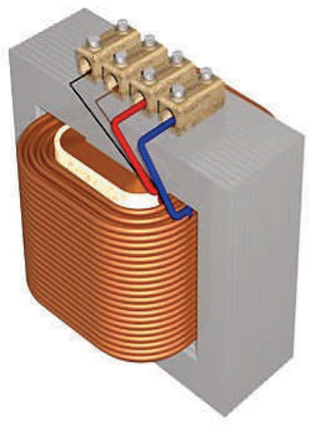

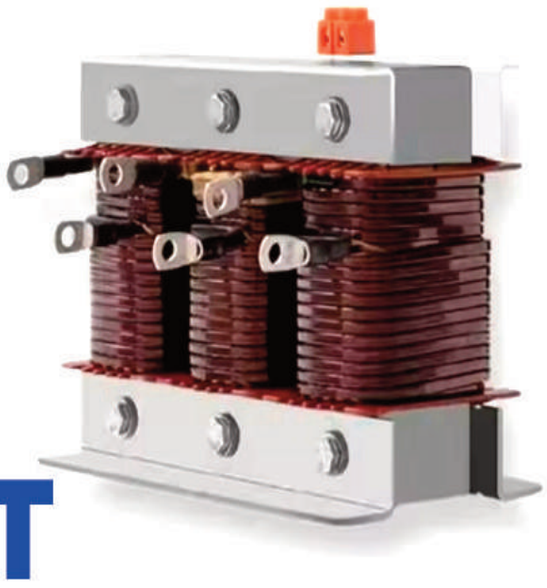

VENKAT
INDUSTRIES
Sister Concern
Krishna Electric
J P AVENUE, DURGAPUR

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:46 Page 6

সস্তায় বিদ্যুতের খোঁজে সবুজে শান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

উন্নয়নের রথকে দুরন্ত গতিতে ছোটাতে এবং আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার স্পন্দন টিকিয়ে রাখতে বিদ্যুতের কোনও বিকল্প নেই। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের চোখ রাঙানি এবং কার্বন নিঃসরণের কড়া বিধিনিষেধের কারণে চিরাচরিত জীবাশ্ম জ্বালানির যুগ এখন কার্যত অস্তাচলে। সারা বিশ্বই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে জোরকদমে ঝুঁকছে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য বা গ্রিন এনার্জির দিকে। ভারতও সেই আন্তর্জাতিক দৌড়ে নিজেদের প্রথম সারিতে তুলে আনতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল পরিকাঠামো। কেবলমাত্র সৌর বা বায়ু বিদ্যুতের বিপুল উৎপাদন বাড়িয়ে দিলেই তো হবে না, সেই উৎপাদিত সবুজ শক্তিকে দেশের প্রতিটি প্রান্তের সাধারণ মানুষের ঘরে বা কলকারখানায় সুশৃঙ্খলভাবে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন একটি অভেদ্য ও আধুনিক সঞ্চালন ব্যবস্থা। এবার সেই পরিকাঠামো বা 'গ্রিন এনার্জি করিডর' নির্মাণেই বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নি করার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-র 'অ্যানুয়াল বিজনেস সামিট ২০২৬'-এ অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় নবীন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের (এমএনআরই) সচিব সন্তোষ কুমার সারেঙ্গী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের ক্লিন এনার্জি বা স্বচ্ছ শক্তিতে উত্তরণের পথকে মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে পরিকাঠামোয় এই মেগা লগ্নি এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। বিশ্ব বাজারে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করতে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে হলে সস্তায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল ট্রান্সমিশন গ্রিডের স্থায়িত্ব। সূর্য ডুবলে বা হাওয়ার গতিবেগ কমে গেলে বিদ্যুতের জোগান যাতে আচমকা ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা ভীষণ দরকার। এমএনআরই সচিব জানিয়েছেন, সবুজ শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গ্রিডের স্থায়িত্ব নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা মেটাতেই এই 'গ্রিন এনার্জি করিডর'-এ ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করবে ভারত। তাঁর মতে, শক্তি উত্তরণের কৌশল শুধু নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মেগাওয়াট বা গিগাওয়াট বাড়ানোর পরিসংখ্যানে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। সমান্তরালভাবে সমান গুরুত্ব দিয়ে নজর দিতে হবে এর সহায়ক পরিকাঠামো নির্মাণের দিকেও। যার মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক স্টোরেজ ব্যবস্থা বা ব্যাটারি, পুরোনো গ্রিডের খোলনলচে বদলে আধুনিকীকরণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালনের একটি অত্যন্ত দক্ষ ও নিশ্ছিদ্র নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এই পরিকাঠামোর অভাবেই অনেক সময় উৎপাদিত বিদ্যুতের অনাকাঙ্ক্ষিত অপচয় হয়, যা ঠেকাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিখুঁত পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। বর্তমান বিশ্বে জ্বালানির দামের যে প্রবল অস্থিরতা চলছে, তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে শিল্পোৎপাদন এবং বিনিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে। আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্লা দিতে হলে ভারতের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো ছাড়া এই মুহূর্তে কোনও বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গ টেনে সন্তোষ কুমার সারেঙ্গী জানান, বিদ্যুতের দাম সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হলে নবায়নযোগ্য শক্তির গোটা ভ্যালু চেনে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উন্নত কর্মদক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। সঞ্চালন পরিকাঠামো যত উন্নত ও আধুনিক হবে, সাধারণ মানুষের কাছে তত সস্তায়, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। আর সেটাই বর্তমান ভারতের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বৃদ্ধি ও বিশ্বমঞ্চে স্বনির্ভরতার মূল চাবিকাঠি। নবায়নযোগ্য শক্তির মহার্ঘ সম্পদগুলি যাতে তাদের পূর্ণ ক্ষমতায় ব্যবহৃত হয়, তার জন্য গ্রিড ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তির বিকল্প নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালানোর কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। শুধু সরকারি উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না থেকে এই সুদূরপ্রসারী সবুজ বিপ্লবে দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রকেও সমান তালে এগিয়ে আসার ডাক দেওয়া হয়েছে। সিআইআই-এর ওই একই অধিবেশনে অংশ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের ডিরেক্টর জেনারেল আশিস খান্না অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন। তিনি জানান, সাপ্লাই চেন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে বৈচিত্র্য আনতে গোটা বিশ্ব এখন ভারতের দিকেই ভরসার চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

ওড়িশায় গাড়ি কেনার ফাঁদে অপহৃত ডোমকলের দুই ব্যবসায়ী,

ত্রাতা সেই হুমায়ুন কবীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা

ভুবনেশ্বর

সস্তায় ওড়িশা থেকে পুরনো গাড়ি কিনে বীরদর্পে বাড়ি ফিরবেন;এমনই এক সাদামাটা স্বপ্ন নিয়ে গত ৬ মে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের আলিনগর গ্রাম থেকে ঘর ছেড়েছিলেন দুই ব্যবসায়ী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা ও রকি সরকার। কিন্তু ভুবনেশ্বরের কুর্দা থানা এলাকায় পৌঁছতেই সেই রঙিন স্বপ্ন যে এমন শিউরে ওঠা দুঃস্বপ্নে বদলে যাবে, তা হয়তো তাঁদের অতি বড় শত্রুও কল্পনা করেনি। ওড়িশার মাটিতে পা রেখে এক লক্ষ টাকা বায়না দেওয়ার ঠিক পরেই শুরু হয় মূল অপরাধের চালচিত্র। অভিযোগ, কালো কাঁচ তোলা এক রহস্যময় গাড়ি নিমেষের মধ্যে তাঁদের গন্তব্য বদলে পৌঁছে দেয় এক নির্জন বাগানের অন্দরে। সেখানে অভ্যর্থনা বলতে ছিল শুধুই পিস্তলের বাঁট আর অকথ্য মারধর। ফোন কেড়ে নিয়ে ডোমকলের বাড়িতে তাঁদের আর্তনাদ শুনিয়ে শুরু হয় মুক্তিপণের দরকষাকষি। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা যমের দুয়ারে কড়া নাড়ার পর, শেষমেশ রবিবার সকালে নিজের ভিটেতে পা রেখে তাঁরা যেন এক নতুন জন্ম খুঁজে পেলেন। ভুবনেশ্বরের কুর্দা থানা সংলগ্ন এলাকায় যখন এই রুদ্ধশ্বাস অপহরণ নাটক চলছিল, তখন যোজন দূরে ডোমকলে রেজ্জাক মোল্লার স্ত্রী রেবেকা সুলতানার কানে আসছিল স্বামীর হাহাকার আর ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা অচেনা কণ্ঠের আস্ফালন।

বিপদের এই চরম অন্ধকার থেকে পথ পেতে তিনি শেষমেশ স্মরণাপন্ন হন ডোমকলের পরিচিত মুখ তথা প্রাক্তন পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীরের। খবর পাওয়ামাত্রই প্রাক্তন এই দুঁদে পুলিশকর্তা দাবার ঘুঁটি সাজাতে দেরি করেননি। ওড়িশা পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা)-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তৈরি করেন উদ্ধারের নীল নকশা। ওড়িশা পুলিশের এই অতর্কিত তৎপরতা আর ভিনরাজ্যের পুলিশের সাঁড়াশি চাপের আঁচ পেতে দেরি করেনি অপহরণকারীরাও। বিপদ বুঝে গত শুক্রবার রাতে দুই ব্যবসায়ীকে মাঝরাস্তায় ফেলে দিয়েই চম্পট দেয় তারা। গাড়ির বায়নার এক লক্ষ, নগদ ১৬ হাজার আর প্রাণ বাঁচাতে স্ত্রীর পাঠানো আরও এক লক্ষ; সব মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে স্বাধীনতা ফিরলেও, রকি ও রেজ্জাকের চোখে এখন প্রাণ ফিরে পাওয়ার গভীর কৃতজ্ঞতা।

পকেট এখন গড়ের মাঠ হলেও, অক্ষত শরীরে প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এখন আলিনগর গ্রামের চায়ের আড্ডার প্রধান মুখরোচক খবর।

বড়সড় কোনো অঘটন ঘটার আগেই প্রাক্তন পুলিশকর্তার সময়োচিত এই দাওয়াই এবং ওড়িশা পুলিশের সমন্বয় যে দুই প্রাণকে ফিরিয়ে আনল, তা মানছে সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মহলও। খোয়া যাওয়া অর্থ উদ্ধারে এখন আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবারটি।

সোমনাথ মন্দিরের চূড়ায় কুম্ভাভিষেক

প্রধানমন্ত্রীর, অমৃত পর্বে সাজো সাজো রব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সোমনাথ

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'সোমনাথ অমৃত পর্ব'-এ অংশ নিয়ে বিশেষ মহাপুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত এই পুণ্যতীর্থে তিনি মন্দিরের চূড়ায় ঐতিহ্যবাহী কুম্ভাভিষেক সম্পন্ন করেন। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সোমনাথের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবার দেশের ১১টি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র থেকে আনা জল দিয়ে মন্দিরের চূড়ায় জলাভিষেক করা হয়। পুণ্যসলিলা তীর্থবারি ও মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যলগ্নে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মন্দিরের ধ্বজা উত্তোলন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। এ দিন মন্দিরের ভক্তিপূর্ণ আবহের মাঝেই আকাশের বুকে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সাক্ষী হন উপস্থিত দর্শনার্থীরা। ভারতীয় বায়ুসেনার 'সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক টিম' সোমনাথের আকাশে তাদের চোখধাঁধানো কসরত প্রদর্শন করে। একইসঙ্গে আকাশপথে কপ্টার থেকে মন্দিরের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়, যা এই উৎসবের গাম্ভীর্যকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। পুজার্চনা এবং বায়ুসেনার এই বর্ণময় প্রদর্শনীর পর প্রধানমন্ত্রী মন্দির চত্বরে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন। এর আগে, সোমনাথে পৌঁছে হামিরজি গোহিল সার্কেল পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য রোডশোয়ে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। রাঙ্গ স্তার দু'ধারে অপেক্ষারত অগুনতি সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাসের মাঝেই তিনি লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। স্বাধীন ভারতে সর্দার প্যাটেলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই এই সোমনাথ মন্দিরের নবজন্ম ঘটেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে আয়োজিত এই অমৃত পর্ব তাই একাধারে যেমন দেশবাসীর অটুট আস্থার উদযাপন, তেমনই এক অবিস্মরণীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি জাতির বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বিকাশের লক্ষ্যে 'জি-রাম-জি', গ্রামীণ

রোজগারে এবার ১২৫ দিনের অমোঘ কবচ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে অবশেষে বিজ্ঞাপিত হলো 'বিকশিত ভারত-জি রাম জি' আইন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই আইনের আওতায় এখন থেকে দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার বছরে অন্তত ১২৫ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১ জুলাই থেকেই দেশজুড়ে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হতে চলেছে। দিল্লির অলিন্দে এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে, কারণ একে নিছক একটি সরকারি প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' গড়ার পথে এক শক্তিশালী সোপান হিসেবেই দেখছে সরকার। এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ছিল এক পরিচিত ছক। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং গ্রামীণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেই পুরোনো কাঠামোয় আমূল বদল আনল কেন্দ্র। 'জি রাম জি' বা 'গ্রামীণ রোজগার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্যারান্টি' আইনের মাধ্যমে কাজের দিন সংখ্যা তো বাড়লই, সেই সঙ্গে কাজের গুণমান এবং স্বচ্ছতার ওপর দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, এই ১২৫ দিনের গ্যারান্টি স্রেফ খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ থাকবে না; গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে এই শ্রমকে যুক্ত করা হবে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে গ্রামের ছোটখাটো রাস্তাঘাট ও সেচ খাল সংস্কার; সবটাই এখন থেকে এই নতুন আইনের অধীনে আরও সুসংহতভাবে পরিচালিত হবে। বিশেষত, যে সমস্ত এলাকায় মরসুমি বেকারত্ব প্রবল, সেখানে এই বাড়তি ২৫ দিনের কাজ সাধারণ মানুষের পেটে ভাতের সংস্থান করতে বড়সড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। প্রশাসনিক স্তরে এই আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকেই নতুন পোর্টালের মাধ্যমে কাজের আবেদন গ্রহণ করা হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারকে এখানে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে কোনো স্তরেই দুর্নীতির ছায়া না পড়ে। আধার সংযুক্তিকরণ এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে আরও নিশ্ছিদ্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই আইন কার্যকর হলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা গ্রামীণ বাজারে চাহিদার জোয়ার আনবে। একে একাধারে সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্যধারে আর্থিক সংস্কারের এক যুগলবন্দি হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে শুধু কাজের দিন বাড়ানোই নয়, এই আইনের নামের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এক সুগভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঞ্জনা। 'জি-রাম-জি' নামটির মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সরকারি মহলের দাবি, এই আইন বাস্তবায়িত হলে গ্রাম থেকে শহরে পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল অনেকটাই কমবে। গ্রামের মানুষ যদি নিজের ভিটেতেই বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় নিশ্চিত রুজি-রুটির সংস্থান পান, তবে তাঁদের ঘর ছাড়ার প্রবণতা কমবে, যা পরোক্ষভাবে শহরাঞ্চলের পরিকাঠামোর ওপর চাপও লাঘব করবে। এই আইনের আওতায় নারীশক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেও একাধিক বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে গ্রামীণ ভারতের মায়েরা আরও বেশি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। এই মেগা প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যদিও তহবিলের জোগান এবং স্বচ্ছতা রক্ষা নিয়ে অতীতে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে, তবে নতুন আইনে সেই ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য কঠোর নজরদারির কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন; প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজের বরাদ্দ এবং মজুরি মেটানোর দায়বদ্ধতা নিতে হবে। শিবরাজ
সিং চৌহান এদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন, ১ জুলাই থেকে ভারতের গ্রামগুলো এক নতুন ভোরের সাক্ষী হতে চলেছে। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে সরকারি পক্ষের দাবি, এটি কোনো নির্বাচনী চমক নয়, বরং অন্ত্যোদয় বা সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটির মুখে হাসি ফোটানোর এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।
এখন দেখার, ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে ১ জুলাই যখন আসবে, তখন ভারতের কয়েক কোটি গ্রামীণ মানুষের জীবনে 'জি-রাম-জি' আইন কতটা উন্নয়নের সুবাতাস বয়ে আনতে পারে।
আপাতত নজরে নবান্ন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত; সর্বত্রই এই নতুন আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ব্যস্ততা।

যুদ্ধ-সঙ্কটে অর্থনীতি বাঁচাতে সোনা কেনায় রাশ টানার আর্জি

দেশবাসীকে ত্যাগের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সেকেন্দ্রাবাদ

আন্তর্জাতিক আঙিনায় যুদ্ধের কালো মেঘ এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দামের জেরে এবার দেশবাসীকে এক অভূতপূর্ব ত্যাগের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে দেশের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে সুরক্ষিত রাখতে আগামী এক বছর সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে করোনা কালের স্মৃতি উসকে ফের 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে কাজের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনারও পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদদের অন্দরে।
বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটার কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে রীতিমতো আগুন লেগেছে। ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ৭০ ডলার থেকে একলাফে বেড়ে প্রায় ১২৬ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির আঁচ থেকে সাধারণ ভারতীয়দের এতদিন অনেকাংশে সুরক্ষিত রাখা গেলেও, এবার পরিস্থিতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক, প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই তা স্পষ্ট। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্বের বহু দেশে ইতিমধ্যেই জ্বালানির দাম রেকর্ড ছুঁয়েছে।
এই অবস্থায় ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুরক্ষিত রাখতে হলে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং কিছু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা একান্ত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর আর্জির মধ্যে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে সোনা কেনা নিয়ে তাঁর বার্তা। এ দেশের বিবাহ বা উৎসবের মরশুমে বিপুল পরিমাণ সোনার চাহিদা থাকে, যার সিংহভাগই বহুমূল্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মোদীর মতে, আগামী এক বছর যদি মানুষ অন্তত বিয়ের মতো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সোনা কেনা স্থগিত রাখেন, তবে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে বিশাল অঙ্কের সাশ্রয় হবে এবং অর্থনীতির ওপর চাপ অনেকটাই কমবে।
এর পাশাপাশি, নিত্যদিনের যাতায়াতে পেট্রল ও ডিজেলের বিপুল ব্যবহার কমাতে তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন সংস্থাকে অনলাইন মিটিং, ভিডিও কনফারেন্স এবং বাড়ি থেকে কাজের পদ্ধতি ফের জোরকদমে চালু করার কথা বলেছেন তিনি। শুধু সোনা বা জ্বালানিই নয়, দৈনন্দিন জীবনে অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসবহুল খরচ কমানোর দিকেও জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে আমদানিকৃত বিদেশি ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি, কৃষকদের প্রতিও তাঁর আবেদন, তাঁরা যেন বিদেশ থেকে আনা রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনেন।
জাতীয় স্বার্থে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এই চরম ডামাডোলের মধ্যে দেশবাসীর এই সম্মিলিত পদক্ষেপগুলিই যে আগামীর অর্থনৈতিক ঝড়ের মোকাবিলায় ভারতের প্রধান ঢাল হতে চলেছে, সেকেন্দ্রাবাদের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

'অপারেশন সিন্দুর'-এর বর্ষপূর্তিতে ভারতকে ফের 'যন্ত্রণাদায়ক' প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের সামরিক অভিযান 'অপারেশন সিন্দুর'-এর ঠিক এক বছর পূর্তিতে ভারতকে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিলেন পাকিস্তানের চিফ অফ আর্মি স্টাফ, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। রাওয়ালপিন্ডিতে সেনা সদর দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এই হুমকি দেন। পাক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আসিম মুনির তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের 'দুঃসাহসিক' পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার পরিণতি হবে ক্ষুব্ধঅত্যন্ত ব্যাপক, বিপজ্জনক, সুদূরপ্রসারী এবং যন্ত্রণাদায়ক। অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:47 Page 7

নতুন সরকারে ঘুচবে কৃষকদের দুর্দশা, আশাবাদী সোনামুখীর ‘কৃষক বিধায়ক’

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

কৃষক বিধায়ক, দু'বারের বিধায়ক তবুও রুটিন করে সাইকেল চালিয়ে সকালে নিজের জমিতে চাষাবাদ করে জনসেবায় নিয়োজিত হন সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। তাঁর দাবি, এতদিন কৃষকরা বঞ্চিত ছিল, আলুর দাম থাকেনি; বিজেপি সরকার আসায় কৃষকদের সমস্যার সমাধান হবে, কৃষকদের পাশে থাকবে বিজেপি সরকার। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। কৃষক পরিবারের সন্তান। সোনামুখী ব্লকের কুরুমপুর গ্রামে বাড়ি। ছোট থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবা ও দাদার হাত ধরে জমিতে চাষাবাদ করা; এভাবেই চলত জীবন-জীবিকা। ১৯৯৬ সালে যখন তাঁর ১৮ বছর পূর্ণ হয়, তার আগে থেকেই রাজনীতির ময়দানে তাঁর হাতেখড়ি। বিভিন্ন সময়ে বিজেপির বিভিন্ন পদ তিনি সামলেছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার ভোটের ময়দানে নামেন। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরাকে ১০,৮৮৮ ভোটে হারিয়ে বিধানসভায় পৌঁছান দিবাকর ঘরামী। পাঁচটা বছর বিধায়ক হয়ে এলাকার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাওয়া, এলাকার উন্নয়ন এবং শক্ত হাতে সংগঠন সামলানোর জন্য বিজেপি পুনরায় ২০২৬-এ তাঁর ওপরেই ভরসা করে। ২০২৬-এর ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়েও ২৯,৪১০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী ডক্টর কল্লোল সাহাকে হারিয়ে আবারো বিধানসভায় যান তিনি। অর্থাৎ, দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক। দিবাকর ঘরামীর দাবি, তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক হলেও চাষের জমি তাঁকে টানে। চাষ করার আনন্দ একটা আলাদা অনুভূতি। তাই তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সাইকেলে করে নিজেদের জমিতে গিয়ে ধান, পটলসহ বিভিন্ন সবজির পরিচর্যা করে আবার দলীয় কাজে ও জনসেবায় নিয়োজিত হন। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে কৃষকরা বারংবার বঞ্চিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আলুসহ বিভিন্ন সবজির দাম সেভাবে পাচ্ছে না কৃষকরা। তবে মানুষের ভালোবাসায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বিজেপি রাজ্যের মসনদে এসেছে। তিনি মনে করছেন এবার কৃষকদের সেই দুর্দশা দূর হবে, কৃষকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তিনি জানান, তিনি আশাবাদী কৃষি সংক্রান্ত যাঁর জ্ঞান রয়েছে তিনিই বিজেপির কৃষিমন্ত্রী হবেন এবং কৃষকদের সমস্যার সমাধান করবেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের কৃষকদের যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে, এবার সমস্ত প্রকল্পই চালু হবে। একজন কৃষক হয়ে তিনি জানান, বিজেপি সরকার কৃষকদরদি সরকার, কৃষকদের পাশে থাকবে তাঁদের সরকার।

‘আমাদেরই গ্রামের সন্তান আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী’

খুশির জোয়ার খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

“রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে যেন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষজনের দাবি, বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল এই গ্রামেই। সেই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে নিজেদের গর্বের মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন গ্রামের বাসিন্দারা।”

রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে যেন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষজনের দাবি, বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল এই গ্রামেই। সেই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে নিজেদের গর্বের মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের প্রবীণদের কথায়, প্রায় পাঁচশো বছর আগে কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু চক্রবর্তী পরিবারের একটি অংশ মেদিনীপুরে পাড়ি দেয়। পরবর্তীকালে সেই পরিবারই ‘অধিকারী’ উপাধি গ্রহণ করে এবং কাঁথি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার গড়ে ওঠে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ড. সর্বজিত যশ জানিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার মূলত চক্রবর্তী উপাধিধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। তাঁর কথায়, ‘শ্রীচৈতন্যদেব রাঢ় পরিক্রমা শেষে ওড়িশার পথে যাওয়ার সময় শুভেন্দুবাবুর পূর্বপুরুষদের একজন তাঁর সঙ্গী হন।চৈতন্যদেবের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ‘অধিকারী’ উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সেই উপাধিই তাঁদের পদবি হয়ে ওঠে’। ড. যশ আরও জানিয়েছেন, কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রাম শুধু শুভেন্দু অধিকারীর পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবাহী নয়, এই গ্রাম রাঢ় বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের খ্যাতনামা কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মও এই গ্রামেই। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামী রমারানি দেবীর সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এই গ্রামের ইতিহাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভেন্দু অধিকারীর পারিবারিক জীবনযাপন নিয়েও বহু কৌতূহল রয়েছে। তাঁর এক খুড়তুতো কাকা অল্প বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী নিজেও ছোটবেলা থেকেই কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতি শনিবার নিয়ম করে মিশনে যেতেন, সেখানেই খাওয়া-দওয়া করতেন। পরিবারের অনেকেই মনে করতেন, তিনি হয়তো একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। কিন্তু সময়ের স্রোতে তিনি রাজনীতির পথ বেছে নেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত সেই মানুষটিই আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই খবর পৌঁছাতেই খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে বইছে আনন্দের হাওয়া। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে আলোচনা, উচ্ছ্বাস, স্মৃতিচারণা। অনেকেই বলছেন, ‘এ যেন আমাদের গ্রামেরই এক সন্তান আজ বাংলার শাসক’। চক্রবর্তী বংশের বর্তমান উত্তরপুরুষ বিশ্বরূপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ‘এটা সত্যিই গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ঘটনা। ইতিহাস গবেষক ড. সর্বজিত যশ আমাদের বিষয়টি জানানোর পর গোটা গ্রাম আনন্দে ভরে উঠেছে’। তিনি আরও বলেন, ‘শুভেন্দুবাবুর পূর্বপুরুষরা এই গ্রামে ছিলেন।

তাই আমরা চাই উনি একবার সময় করে আমাদের গ্রামে আসুন। কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ইতিহাস, তাঁর নামে তৈরি হওয়া অসমাপ্ত সংগ্রহশালা এবং গ্রামের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁকে জানাতে চাই’। উল্লেখ্য, প্রতি বছর বাংলা মাঘ মাসের ২৬ থেকে ২৮ মাঘ পর্যন্ত কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে ঘনরাম চক্রবর্তী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে সেই মেলা জানুয়ারি মাসেই আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয়দের আশা, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যদি একবার তাঁর পূর্বপুরুষদের ভিটেতে আসেন, তাহলে গ্রামের ঐতিহ্য নতুনভাবে রাজ্যের সামনে উঠে আসবে। একই সঙ্গে ঘনরাম চক্রবর্তীর নামে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালার উন্নয়নও হতে পারে। গ্রামের মানুষের কথায়, ‘আজ শুধু একজন রাজনৈতিক নেতার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নয়, এটা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর আত্মপরিচয়েরও স্বীকৃতি’।

সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুরকে খুন, গ্রেপ্তার জামাইসহ গ্রেপ্তার ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাদুড়িয়া

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা বাদুড়িয়া থানা এলাকার তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। রবিবার রাতে বাদুড়িয়া থানা এলাকার তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ভাটার রাস্তায় কাজী মোজাফফার আহমেদ (৪৯)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

পাশাপাশি সেখান থেকে মৃত ব্যক্তির বাইক এবং একটি চার চাকার গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ। বাদুড়িয়া থানার পুলিশ মৃত কাজী মোজাফফার আহমেদের জামাইসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায়; মৃত কাজী মোজাফফার আহমেদের মেয়ের সাথে স্বরূপনগর থানা এলাকার বাঁকড়ার বাসিন্দা শামীম গাজীর বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর শামীম গাজীর সাথে মৃত কাজী মোজাফফার আহমেদের মেয়ের গন্ডগোল, ঝামেলা ও পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত। এই নিয়ে বহুবার মীমাংসা করার চেষ্টা করলেও কোনো সমাধান না হওয়ায় কাজী মোজাফফার আহমেদ তার মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়িতে রাখেন। এরপর বেশ কয়েকবার শ্বশুর এবং জামাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি; গতকাল রাতে কাজী মোজাফফার আহমেদ মোটরসাইকেল নিয়ে তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ভাটার রাস্তায় যান।

সেই সময় সেখানকার রাতপ্রহরীরা দেখতে পান যে কাজী মোজাফফার আহমেদকে জোর করে বাইক থেকে নামিয়ে চার চাকার গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে কয়েকজন। সেই রাতপ্রহরী তখন তড়িঘড়ি এলাকার মানুষকে খবর দেন। এলাকার মানুষ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখেন কাজী মোজাফফার আহমেদের চার চাকার গাড়ির পাশে পড়ে আছেন। এলাকার মানুষ তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং কাজী মোজাফফার আহমেদকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় মানুষের দাবি, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করে তার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যাতে খুনের মোটিভ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এলাকার মানুষ দেখে ফেলায় তা আর সম্ভব হয়নি।

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে এবং মৃতের জামাইসহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জামাই দুজন সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুরকে খুন করিয়েছে এবং নিজেও ঘটনাস্থলে ছিল। এই ঘটনার পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

গেরুয়া আলোকসজ্জা নবান্নেও

রাজ্যে পালাবদলের পর নীল-সাদা রঙের বদলে এবার গেরুয়া আলোকসজ্জায় সেজে উঠল নবান্ন। রবিবার রাতে নতুন রঙের আলোয় সেজে ওঠে নবান্ন।

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

রাজ্যে পালাবদলের পর নীল-সাদা রঙের বদলে এবার গেরুয়া আলোকসজ্জায় সেজে উঠল নবান্ন। রবিবার রাতে নতুন রঙের আলোয় সেজে ওঠে নবান্ন। এর আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণের সংস্কারের জন্য নবান্নে রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার বিধানসভা ভোটে রাজ্যের পালাবদলের পর সচিবালয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহাকরণে। সোমবার বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় নবান্নে। তার আগেই গেরুয়া আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে নবান্ন।

পঞ্চায়েত মানুষের জন্য’, তালা খুলে বার্তা বিজেপি বিধায়কের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

ভোটের ফল প্রকাশের পর একাধিক পঞ্চায়েতে তালা ঝোলানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সোমবার পূর্বস্থলী দক্ষিণের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার নিজে উপস্থিত থেকে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট, সমুদ্রগড় ও নশরতপুর পঞ্চায়েতের তালা খুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে কয়েকটি পঞ্চায়েতে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্মে সমস্যার মুখে পড়ছিলেন। এদিন পঞ্চায়েতগুলিতে গিয়ে প্রাণকৃষ্ণ তপাদার প্রশাসনিক পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘পঞ্চায়েত মানুষের জন্য। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ রাখা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েতের দরজা খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে।’ এদিন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশা, এর ফলে এলাকার নাগরিক পরিষেবা ফের আগের ছন্দে ফিরবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নবনির্বাচিত বিধায়কের এই পদক্ষেপ পূর্বস্থলী দক্ষিণের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করছে। নশরতপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কানন বর্মন জানান, বিধায়ক তাঁকে ফোন করেছিলেন। বলেছেন পঞ্চায়েতে গিয়ে পরিষেবা দিতে। তাঁর এই কাজে ভালো লাগছে।

মহারাষ্ট্রে কালনার নাগরদোলনা ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
রাজকুমার ঘোষ
কালনা

মেলায় নাগরদোলনার ব্যবসা করতে গিয়ে ভিন রাজ্যে খুন হলেন কালনার এক ব্যবসায়ী। মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে ব্যবসা সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে কালনা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামসুন্দরপাড়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতের নাম অভিজিৎ কর। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অমরাবতীতে তাঁর পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে শ্রবণ কর জানান, গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর বাবা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নাগরদোলনার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অমরাবতীর একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি চলছিল। সেই সময়ই এই হামলার ঘটনা ঘটে। শ্রবণ করের অভিযোগ, ব্যবসার পার্টনারদের সঙ্গে আর্থিক হিসাবনিকাশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। তাঁদের অনুমান, সেই বিরোধের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার পর মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার অভিজিৎ করের দেহ কালনায় আনা হয় রাতে। দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফলহারিণী কালীপুজো ২০২৬ ঃ নির্ঘণ্ট ও মাহাত্ম্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দশম মহাবিদ্যার প্রথম শক্তি তিনি। চার হাত, এক হাতে খড়্গ, গলায় নরমুণ্ড, রক্তচক্ষু;মা কালীর পরিচিত রূপ এটাই। তবে মায়ের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে মা পূজিত হন। কখনও তিনি কৌশিকী, তিনিই আবার দীপান্বিতা, তিনিই মা চণ্ডী। প্রতিটি অমাবস্যায় মা পূজিত হন। জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় কালী মা পূজিত হন ফলহারিণী নামে। হিন্দু মতে বিশ্বাস করা হয়, ফলহারিণী কালীপুজো করলে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে ও শুভফল পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১৬ মে ভোর ৫টা ১৩ মিনিটে অমাবস্যা শুরু। তিথি শেষ মধ্যরাত ১টা ৩১ মিনিটে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে, অমাবস্যা তিথি শুরু ১৫ মে, শুক্রবার ভোর ৪টে ১ মিনিটে। তিথি শেষ পরদিন ১৬ মে, মধ্যরাত ১টা ৪৯ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে। জ্যোতিষমতে ফলহারিণী পুজোর দিন বিশেষ একটি নিয়ম মানলে ব্যক্তিগত সিদ্ধিপূরণ হতে পারে। স্রেফ একটি মরশুমি ফল দিয়ে প্রথমে দেবীর পুজো দিতে হবে, তারপর দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নিজের মনের কথা জানাতে হবে। পুজো শেষে নির্দিষ্ট ফলটি বাড়িতে এনে রেখে দিন। কোনওভাবেই ওই ফল খাওয়া যাবে না, এমনকি আগামী এক বছর ওই বিশেষ ফল খেতে পারবেন না ব্রতী। যদি এক বছরের মধ্যেই নিজের মনস্কামনা পূরণ হয়, তাহলে প্রসাদী ফলটিকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে। তারপর মায়ের পুজো দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ওই ফল খাওয়া যেতে পারে।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁইথিয়া

বীরভূমের সাঁইথিয়ায় এক বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। আহত বিজেপি কর্মীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। বিজেপির অভিযোগ, সাঁইথিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রাসকালীতলা পাড়া এলাকায় সাহেব দাস নামে এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করে তৃণমূল কর্মী বুবাই ধর। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। আহত বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী, গ্রামে গ্রামে মিষ্টি বিলি গেরুয়া শিবিরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির সন্তান শুভেন্দু অধিকারী। সেই আনন্দে কাঁথি ১ ব্লকের মাজিলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়চুনফলি সংসদসহ বিভিন্ন সংসদের বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিতরণ করলেন এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকবৃন্দ। এই মিষ্টি বিতরণে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী রঞ্জিত বর, শিক্ষক দেবদাস প্রধান, রবি বরসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পাশাপাশি রামনগর ২ ব্লকের মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কল্যাণপুর সংসদসহ বিভিন্ন সংসদে আবির মেখে এই মিষ্টি বিতরণ করে জয় উৎসব করলেন কর্মী-সমর্থকবৃন্দ।

বিজয় মিছিলে গেরুয়া আবিরে রাঙল মন্তেশ্বর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো মন্তেশ্বরেও এখন উৎসবের আবহ। বিশেষ করে ২৬৩ নম্বর মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয়কে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস যেন ক্রমশ বাড়ছেই। এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজা ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকেই মন্তেশ্বর এবং সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়েছে বিজয় উদযাপন। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর সেই উচ্ছ্বাস আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। সোমবার মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত উনটিয়া গ্রামে কালীমাতার পুজো দিয়ে বিজয় মিছিলে অংশ নেন নবনির্বাচিত বিধায়ক সৈকত পাঁজা। উনটিয়া গ্রাম কমিটির উদ্যোগে এবং জেলার বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা পার্থ হাতির নেতৃত্বে বরফলাশন এক নম্বর অঞ্চলে এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। গেরুয়া আবিরে রাঙিয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান কর্মী-সমর্থকেরা। চারিদিকে ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। উনটিয়া কালী মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় বিজয় মিছিল। এরপর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া পরিক্রমা করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শেষ হয় এই কর্মসূচি। গোটা মিছিল জুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বহু মানুষ এই মিছিলে অংশ নেন। হাতে গেরুয়া পতাকা নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে কচিকাঁচারাও। প্রবীণরাও আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শামিল হন আনন্দে। কর্মসূচি চলাকালীন উপস্থিত সাধারণ মানুষ এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঝালমুড়ি ও লাড্ডু বিতরণ করা হয়। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় গোটা বিজয় মিছিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মন্তেশ্বরের এই বিজয় মিছিল শুধু রাজনৈতিক সাফল্যের উদযাপন নয়, বরং গ্রামীণ বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়ার প্রতিফলনও বটে। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিজেপির প্রভাব যে উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই কর্মসূচি যেন তারই বার্তা দিল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক সৈকত পাঁজা, জেলা কমিটির সদস্য পার্থ হাতি, এসি ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি নন্দ মাল সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

নিয়ম মেনে বর্ধমান স্টেশনে চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের জবরদখল উচ্ছেদে বড়সড় অভিযান চালাল রেলওয়ে পুলিশ ও প্রশাসন। রবিবার রাত থেকে স্টেশন চত্বরে নামানো হয় বুলডোজার। একের পর এক ভেঙে ফেলা হয় অস্থায়ী দোকানপাট ও ঘরবাড়ি। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ তারিখ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই স্টেশন এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। সেই সময় বেশ কিছু দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে এবং বহু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ৭ তারিখ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর পক্ষ থেকে দোকানদারদের নোটিশ দেওয়া হয়। জানানো হয়, ৮ তারিখের মধ্যে জায়গা খালি না করলে প্রশাসনের তরফে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। সেই নোটিশের পর রবিবার রেলওয়ে পুলিশ, আরপিএফ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। বুলডোজার দিয়ে পুরো এলাকা পরিষ্কার করা হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। স্থানীয় দোকানদারদের একাংশ জানান, তাঁদের আগেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই আজ দোকান সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তবে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাঁদের দীর্ঘদিনের জীবিকা হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারও চায়ের দোকান, কারও ছোট খাবারের স্টল, আবার কারও দৈনন্দিন আয়ের একমাত্র ভরসা ছিল এই দোকানগুলো। এদিকে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা আগেই জানিয়েছিলেন, ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের পুনর্বাসনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যাতে কারও রুজি-রুটি পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়, সেই বিষয়েও নজর দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। স্টেশন চত্বরে এই উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জবরদখলের কারণে স্টেশন এলাকায় যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। আবার অন্যদিকে বহু মানুষের বক্তব্য, পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা ছাড়া এই উচ্ছেদে সমস্যায় পড়বেন গরিব ব্যবসায়ীরা। এখন প্রশ্ন, উচ্ছেদের পর ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের ভবিষ্যৎ কী হবে এবং পুনর্বাসনের আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই নজর সকলের।

এসএসসিতে 'অযোগ্য' সোমনাথ, এখন কলেজের বিভাগীয় প্রধান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির কঙ্কালসার চেহারাটা যত প্রকাশ্যে আসছে, ততই চোখ কপালে ওঠার জোগাড় বঙ্গবাসীর। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র সামনে আসতেই কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে স্বচ্ছতার দাবি। এবার প্রকাশ্যে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় ১৪৭৩ নম্বরে থাকা সোমনাথ রায় এখন রীতিমতো কলেজের অধ্যাপক! শুধু নয়, তিনি বর্তমানে সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়ের এডুকেশন বা শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। সম্প্রতি ওএমআর শিট প্রকাশিত হওয়ার পরই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। জানা যায়, ৫৫ নম্বরের পরীক্ষায় সোমনাথবাবু উত্তর দিয়েছিলেন মাত্র ৩২টি প্রশ্নের। তার মধ্যে আবার ১১টি উত্তরই ছিল ভুল। নিখাদ অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হওয়ার কথা ২১। কিন্তু জাদুবলে সেই নম্বর একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩-এ! আর এই ভেলকিবাজির সৌজন্যেই মেধা তালিকার শীর্ষে জ্বলজ্বল করছিল তাঁর নাম। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়াই তিনি সবং কলেজের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ২০২২ সালে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পূর্ণ হয়। প্রশ্ন উঠছে, এসএসসির 'অযোগ্য' তালিকায় থাকা একজন ব্যক্তি কোন জাদুবলে কলেজ সার্ভিস কমিশন উত্তীর্ণ হয়ে সোজা অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে গেলেন? অভিযোগের তির রাজ্যের শাসকদলের দিকেই। তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সোমনাথ রায় প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। কলেজে যোগ দেওয়ার পরই নিয়ম ভেঙে তাঁকে টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদে বসানো হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করে তাঁদের অন্যত্র বদলি করার হুমকিও নাকি দিয়েছিলেন স্বয়ং মানস ভুঁইয়া। এই পরিস্থিতিতে সবং কলেজের অধ্যক্ষ ড. তপন দত্ত অবশ্য দায় এড়িয়ে জানিয়েছেন, সোমনাথ রায় তাঁদের এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক, এর বাইরে কে কী প্রশ্ন করছেন তা নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের এক প্রাক্তনী কটাক্ষ করে বলেছেন, ক্লাসে পড়ানোর সময় ওই অধ্যাপকের আত্মবিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করার কথা ভাবছেন কলেজের প্রাক্তনী ও প্রাক্তন অধ্যাপকদের একাংশ। সোমনাথ রায়ের এই কীর্তি সামনে আসার পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন শাসকদলের নেতার পরিবারের সদস্যদের নামও জড়িয়েছে এই ওএমআর দুর্নীতিতে। ঘাটালের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত পাঁজার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা পাঁজার নামও রয়েছে 'দাগি' বা 'টেনটেড' শিক্ষকদের তালিকায়, যার ক্রমিক সংখ্যা ১০৭১। এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। যদিও সুজিতবাবুর দাবি, তাঁর মেয়ে মেধাবী এবং তিনি নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন, তাই আইনি পথেই তাঁরা লড়াই করবেন। অন্যদিকে, মেদিনীপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ পাণিগ্রাহীর আত্মীয়া দীপা পাণিগ্রাহীর নামও রয়েছে এই তালিকায়, যাঁর স্থান ৪২৫ নম্বরে। তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষিকা ছিলেন। যদিও ইন্দ্রজিৎবাবু এই প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে, নিয়োগ দুর্নীতির এই নয়া মোড় জেলার রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভেষজ উদ্যানের উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
অভিজিৎ হাজরা
উলুবেড়িয়া

শ্যামপুর উত্তর চক্রর অন্তর্গত কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী জন্ম জয়ন্তী উৎসবে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রর অন্তর্গত বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি ভেষজ উদ্যান করে দেওয়া হলো। ভেষজ উদ্যানটি উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক ও বেলুড় মঠের ট্রাস্টি বডির মেম্বার স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ড. অর্ণব দত্ত, শ্যামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মধুরিমা দাস, কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামাণিক সহ শিক্ষকবৃন্দ, বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত সহ একাধিক বিশিষ্ট জন ও বিদ্যালয়ের অবিভাবক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। দিলীপ কুমার সাহা বলেন 'শ্যামপুরের মতো একটি প্রত্যন্ত একটি গ্রামে কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী জন্ম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষকে দু'দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যালয়ের শিশুদের পরিবেশ, প্রকৃতি ও ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে'। এই প্রসঙ্গে বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত ও কাঁঠালদহ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামাণিক একে অপরের হাতধরাধরী করে বিদ্যালয় শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রাজদূত সামন্ত বলেন 'বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির নিরিখে মানুষের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে এবং অগ্নিমূল্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ রুখতে আমরা বিদ্যালয়ে ভেষজ উদ্যান নির্মাণ করে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত ও সচেতন করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচিতে বিগত কয়েক বছর ধরেই ভেষজ উদ্ভিদ এর গুনাগুন সম্পর্কে সচেতন ও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মধ্যে থাকা মানুষকে ভেষজ উদ্ভিদ বিতরণ করে চলেছি। কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী জন্ম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমাদের বিদ্যালয় থেকে এই বিদ্যালয়ে ভেষজ উদ্যান করার সুযোগের মাধ্যমে আমাদের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ প্রামাণিক কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি'।

অনুবাদক নেই তাই কুড়মালি ভাষায় শপথের আর্জি খারিজ ৫ বিধায়কের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

অনেক আন্দোলনের পরে তৃণমূল আমলেই কুড়মালি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিধানসভার সচিবালয়ে ওই কুড়মালি ভাষার কোনো অনুবাদকই নেই। তাই জঙ্গলমহলের বিজেপির ৫ কুড়মি বিধায়ক কুড়মালি ভাষায় শপথ নিতে চাইলেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। ওই বিধায়করা এই বিষয়ে বিধানসভার সচিবালয়ে যোগাযোগ করলে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু ও সাঁওতালি ভাষার মধ্যেই শপথ পাঠের ভাষা নির্বাচন করতে হবে। আর এই নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপির কুড়মি বিধায়করা। সমাজমাধ্যমেও সেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো বলেন, 'তৃণমূল সরকার ২০১৮ সালে নোটিফিকেশন জারি করে আমাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এখন দেখছি বিধানসভার সচিবালয়ে কুড়মালি ভাষার অনুবাদক নেই। তাহলে তো সরকারি আদেশনামা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে'।

জঙ্গলমহলে বিজেপির ৫ কুড়মি বিধায়ক হলেন পুরুলিয়ার জয়পুরের বিশ্বজিৎ মাহাতো, বলরামপুরের জলধর মাহাতো, বাঘমুণ্ডির রহিদাস মাহাতো, ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের রাজেশ মাহাতো ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির বিমান মাহাতো। তিনি সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে জানিয়েছেন, 'কুড়মালি ভাষাতে শপথ গ্রহণের জন্য নিয়মমতো বিধানসভা সচিবালয়ে মেল করি, সেই মেলের উত্তর হিসেবে সচিবালয় জানায় যে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু ও সাঁওতালির মধ্যে শপথ পাঠের ভাষা সিলেক্ট করতে হবে। পাল্টা যখন যোগাযোগ করি তখন জানতে পারি যে ধাপ্পাবাজ তৃণমূল সরকার কুড়মালি ভাষাকে সেকেন্ড অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও সচিবালয়ে ট্রান্সলেটের কোনো ব্যবস্থাই রাখে নাই। এরকম একটা অবস্থায় আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে সচিবালয়ের সাথে সহযোগিতা করে কুড়মালি তেই শপথ নিতে পারি'।

পুরানো বিবাদে রক্তারক্তি, আক্রান্ত একই পরিবারের ৬

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসেরগঞ্জ

পুরাতন বিবাদকে কেন্দ্র করে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে মহিলা, শিশু সহ বাড়ির সদস্যদের মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রবিবার মধ্যরাতে বাড়িতে প্রবেশ করে হাসুয়া সহ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ঘনশ্যামপুর গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন মহিলা সহ একই পরিবারের ছয় সদস্য। যদিও ঝামেলার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘনশ্যামপুর গ্রামের উমর ফারুক নামে এক ব্যক্তির পরিবারের এক মহিলাকে বারংবার উত্যক্ত করাকে কেন্দ্র করে মাস খানেক আগে ঝামেলার সৃষ্টি হয় প্রতিবেশী গোলাপ শেখের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। অভিযোগ, গোলাপ শেখের ভাই আলাওল শেখ নামে ওই যুবক দিনের পর দিন ওই মহিলাকে উত্যক্ত করছে। বিষয়টি নিয়ে ঝামেলার এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। উভয় পক্ষই সামসেরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। দিন কয়েক আগেই সেই কেসের নোটিশ আসে গোলাপ শেখের পরিবারে। অভিযোগ, তারপরেই কার্যত মারমুখী হয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। কয়েক দিন থেকেই ঝামেলার উৎপত্তি ও আশঙ্কা করে রবিবার বিকেলেই তড়িঘড়ি আরও একটি কমপ্লেন দায়ের করেন আক্রান্ত উমর ফারুকের পরিবার। কিন্তু অভিযোগ, কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করেই রবিবার গভীর রাতে বাড়ির সদস্যরা যখন ঘুমাচ্ছিলেন ঠিক তখনই হঠাৎ গোলাপ শেখ এবং ইব্রাহিম শেখের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জনের দুষ্কৃতী দল উমর ফারুকের বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালায়। মহিলাদের চুল কেটে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। হাসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়েছে বাড়ির কয়েক জন সদস্যকে। রাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের প্রথমে অনুপনগর হাসপাতাল এবং পরে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করা হয়। আক্রান্ত পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জখমদের নাম উমর ফারুক, হাজিকুল শেখ, ফরিদা বিবি, আসিয়া খাতুন, টুকটুকি খাতুন এবং আব্দুল্লাহ শেখ। ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কয়েক জন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ডায়মন্ড হারবারে 'দখলমুক্তি' অভিযান, তালা ভেঙে পরিষেবা চালু বিজেপির

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল
ডায়মন্ড হারবার

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই একের পর এক এলাকায় উত্তেজনার ছবি সামনে আসছে। তারই মধ্যে সোমবার সকালে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে তৈরি হলো নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা সহ চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দেয় একদল দুষ্কৃতী। এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা ভেঙে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালু করার দাবি করেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পাশাপাশি ধনবেড়িয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল গেটে তালা ঝুলতে দেখা যায় সোমবার সকালে। প্রতিদিনের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার কাজে আসা সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত ও পুরসভার দরজায় তালা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য বহু মানুষ সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সমস্ত দপ্তর বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে সকালেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় পৌঁছে যান বিজেপি নেতা তথা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। প্রথমে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এবং পরে একে একে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে তালা ভাঙার উদ্যোগ নেন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা। বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই কারণেই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায়। 'জনগণের অফিসে তালা চলবে না', 'দুর্নীতিবাজদের জবাব দেবে মানুষ', 'জয় শ্রীরাম' ইত্যাদি স্লোগানে সরব হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। তালা খোলার পর বহু সাধারণ মানুষকে ভিতরে প্রবেশ করে কাজ করতে দেখা যায়। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। এ বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'গণনার দিন দুপুর থেকেই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী নিজেদের রং বদলাতে শুরু করে। মুখে গেরুয়া আবির মেখে, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে তারা বিজেপির নাম ভাঙিয়ে একের পর এক পঞ্চায়েত ও পুরসভায় তালা মেরে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং বিজেপিকে বদনাম করা। আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, বিজেপি কখনও সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করার রাজনীতি করে না।' তিনি আরও বলেন, 'আজ সকালে আমরা এলাকাবাসীর অনুরোধে এখানে এসেছি। মানুষের সমস্যা দেখে আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি। তাই সমস্ত পঞ্চায়েত ও পুরসভার তালা খুলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করেছি। সাধারণ মানুষের সুবিধাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যারা এই ধরনের নোংরা কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজেপির পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। তবে তারা কোনওরকম হিংসার পথে না গিয়ে প্রশাসনিক পরিষেবা সচল রাখার পক্ষেই রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, পরিবর্তনের পরে বহু জায়গায় কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় বদলে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে, যাতে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায়। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পাল্টা অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে। যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। ফলে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসনও। সোমবার সকাল থেকে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা ও চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে পরিষেবা পান, সেই বিষয়েও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। দলবদল, কার্যালয় দখল, পতাকা পরিবর্তন থেকে শুরু করে একাধিক ঘটনায় বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তারই মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তবে সবকিছুর মধ্যেই সাধারণ মানুষের একটাই দাবি ; রাজনৈতিক সংঘাত নয়, স্বাভাবিক পরিষেবা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক।

বকেয়া বেতনের দাবিতে ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাটপাড়া

দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বেতন না মেলায় ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভে শামিল হলেন শ্রমিকরা। সোমবার তাঁদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে পুরসভা চত্বরে উপস্থিত হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত ভাটপাড়া পুরসভার বহু অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী গত দুই থেকে তিন মাস ধরে বেতন পাননি। এর ফলে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার। শ্রমিকদের দাবি, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই পুরসভায় প্রশাসনিক কাজকর্ম কার্যত শিথিল হয়ে পড়েছে। নিয়মিতভাবে কেউ পুরসভায় উপস্থিত না হওয়ায় পরিষেবাতেও প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বকেয়া বেতন দ্রুত মেটানোর দাবিতে সোমবার পুরসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিজেপি কর্মীদের একাংশ দাবি করেন, তাঁরা পুরসভা দখল করতে আসেননি, বরং সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পাশে দাঁড়াতেই এসেছেন। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, 'যদি পুরবোর্ড পুরসভা ঠিকভাবে চালাতে না পারে, তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। কর্মীরাই যদি কাজে না আসেন, তাহলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাবেন কীভাবে?' বিক্ষোভ চলাকালীন পুরসভা চত্বরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশেরও অভিযোগ, পুরসভার পরিষেবা আগের তুলনায় ব্যাহত হচ্ছে। নিকাশি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন একাধিক নাগরিক পরিষেবায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। এদিকে, বকেয়া বেতন কবে মেটানো হবে এবং পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম কবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভাটপাড়ায়।

তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলার অভিযোগ, উত্তপ্ত সাগর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গঙ্গাসাগর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে বিজেপির বিজয়া মিছিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। রবিবার গভীর রাতে সাগর দ্বীপের মুড়িগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানি ছাড়া এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। অভিযোগ, বিজেপির বিজয়া মিছিলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের এক বুথ সভাপতির বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এলাকায় বিজয়া উপলক্ষে একটি মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি। মিছিলটি কোম্পানি ছাড়া এলাকার ২৫ নম্বর বুথের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, মিছিলের সঙ্গে থাকা একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি কবাক শেখের বাড়িতে চড়াও হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখানো হয়। পরে বাড়ির বিভিন্ন অংশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় বুথ সভাপতি কবাক শেখ বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। তবে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির ভেতরেই ছিলেন। অভিযোগ, হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি নগদ টাকা, সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। আগুন লাগানোর ফলে বাড়ির একাংশ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা এবং এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনার পরেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দমকল কর্মীরাও পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে গোটা এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের এক মহিলা কর্মী-সমর্থক সাবিনা বিবি গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, 'গতকাল বিজেপির বিজয়া মিছিল চলছিল। হঠাৎ কয়েকজন আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। নগদ টাকা থেকে সোনার গয়না সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে। আমরা সম্পূর্ণ সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলা হয়।' তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করা হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়ানো এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এ বিষয়ে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা চঞ্চল পান্ডা বলেন, 'গতকাল বিজেপির পক্ষ থেকে একটি শান্তিপূর্ণ বিজয়া মিছিল করা হচ্ছিল। সেই মিছিল শেষ হওয়ার পরে শেখ রাজু নামে তৃণমূলের এক দুষ্কৃতী ও তার দলবল এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। বিজেপির কোনও কর্মী-সমর্থক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল সৃষ্টি করার জন্য এবং দলকে বদনাম করতেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। বিজেপি কখনও হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।' ঘটনার পর থেকে গোটা গঙ্গাসাগর এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকায় নতুন করে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়, তার জন্য কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঠিক কী কারণে এই হামলা হয়েছে, তার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সামনে আসছে। তারই মধ্যে গঙ্গাসাগরের এই ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক অশান্তির আবহ তৈরি করেছে। একদিকে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে টার্গেট করার অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে বিজেপি পাল্টা তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দিকেই আঙুল তুলছে। ফলে রাজনৈতিক চাপানউতোর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা সাগর উপকূল।

দুর্গাপুর মডেল আদালতে কর্মবিরতিতে আইনজীবীরা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুর মহকুমা মডেল আদালতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোমবার থেকে দুই দিনের কর্মবিরতি শুরু করলেন আইনজীবীরা। মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই কর্মবিরতি পালিত হচ্ছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, আদালতে বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, পাশাপাশি ন্যূনতম পরিষেবারও ঘাটতি রয়েছে। এর জেরে সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে পরিষেবা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলেন, '২৮ কোটি টাকার প্রকল্প ৩৮ কোটিতে পৌঁছে গেল। মাঝের টাকা কোথায় গেল, তার তদন্ত হওয়া দরকার। চেয়ার, এসি-সহ আসবাবপত্র কেনাতেও দুর্নীতি হয়েছে।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কবি দত্ত এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি জানান, আইনজীবীদের দাবি রাজ্য সরকারের নজরে আনা হবে এবং বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হবে। দুর্গাপুর মহকুমা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ বলেন, 'আইনজীবীদের বসার সঠিক জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হোক এবং দাবিগুলি পূরণ করা হোক।'

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:47 Page 9

নবান্নের নির্দেশে বদলি চার দুঁদে আমলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

ক্ষমতার পালাবদল বা প্রশাসনিক রদবদলের আবহে নবান্নের অন্দরে এবার আমলাতন্ত্রের ঘুঁটি নতুন করে সাজানোর পালা। প্রাক্তন মন্ত্রী বা উপদেষ্টাদের আপ্তসহায়ক হিসেবে যাঁরা এতদিন সামলেছেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তাঁদের এবার সরাসরি তলব করা হল রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পি অ্যান্ড এআর) দফতরে। রবিবার, ১০ মে রাজ্যপালের নির্দেশিকা জারি করে চার বর্ষীয়ান ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) অফিসারকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অবিলম্বে নতুন দফতরে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন হেভিওয়েটদের ছায়াসঙ্গী এই আমলাদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার এই পদক্ষেপকে নিছক রুটিন বদলি মানতে নারাজ ওয়াকিবহাল মহল। নবান্নের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তালিকার শুরুতেই রয়েছেন ১৯৯৪ ব্যাচের অফিসার দীপেশ বর্মন। যিনি এতদিন প্রাক্তন যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রীর আপ্তসহায়কের (পিএস) দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, তাঁকে এবার পি অ্যান্ড এআর দফতরে যোগ দিতে বলা হয়েছে। একই নির্দেশ গিয়েছে ২০০১ ব্যাচের দুঁদে অফিসার অনির্বাণ ধরের কাছেও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ডঃ অমিত মিত্রের আপ্তসহায়ক হিসেবে অর্থ দফতরে কর্মরত এই আধিকারিককেও এবার নতুন ঠিকানায় বদলি করা হল। এছাড়া এই তালিকায় রয়েছেন ১৯৯৫ ব্যাচের গোপাল হালদারও, যিনি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প এবং সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রীর আপ্তসহায়ক ছিলেন। এই রদবদল থেকে বাদ যাননি ১৯৯৬ ব্যাচের অফিসার স্বরূপ কুমার মালিকও। তথ্য ও সংস্কৃতি, কারিগরি শিক্ষা এবং পর্যটন দফতরের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রীর ওএসডি পদে থাকা এই আধিকারিকের পোস্টিংয়ের জায়গা আগের নির্দেশিকা থেকে আংশিক সংশোধন করে তাঁকেও কর্মীবর্গ দফতরেই যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যপালের আদেশে জারি হওয়া এই কড়া নির্দেশিকা বুঝিয়ে দিচ্ছে, প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে এখন দ্রুত বদলের হাওয়া। পুরনো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এই চার তুখোড় আধিকারিককে পি অ্যান্ড এআর দফতরে নিয়ে আসার নেপথ্যে আগামী দিনে তাঁদের জন্য কোন নতুন প্রশাসনিক ব্লু-প্রিন্ট লুকিয়ে আছে, নবান্নের অলিন্দে এখন সেটাই সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয়।

চন্দ্রকোনায় বিজেপির গান্ধীগিরি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চন্দ্রকোনা

বিজেপি নেতাদের গান্ধীগিরি! বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই পৌরসভায় নীল-সাদার পরিবর্তে গেরুয়া-সাদা রং করা হয়। এমনকি পৌরসভার সম্মুখে পৌর বিল্ডিংয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরাট বড় একটি কাট-আউট। কিন্তু হঠাৎ করে কয়েক দিনের মধ্যে ভোলবদল; ক্ষীরপাই পৌরসভার বিল্ডিংকে পুনরায় নীল-সাদা রঙে ভরিয়ে দেওয়া হল আগের মতোই। সরিয়ে নেওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর ছবি। জানা যায় ক্ষীরপাই পৌরসভা তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভা। কেন এমন হল? চন্দ্রকোনার বিজেপি বিধায়ক সুকান্ত দোলই বলেন, 'এটি বিজেপির কালচার নয়, তাই কর্মীরা যে কাজ করেছিল সে কাজ সমর্থনযোগ্য নয়। তাই আগের মতো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে পৌরসভাকে। আমাদের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ আমরা মান্য করে চলব।' তিনি আরও জানান, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথা জাতীয় দলের যে ধরনের বার্তা আসবে প্রত্যেকটি কার্যকর্তার উচিত সেই বার্তা মেনে চলা।

বিজেপির এই ধরনের কাজে প্রশংসা করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। তৃণমূল নেতৃত্ব ত্রিদিব চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে পরিবর্তন হওয়ার পর বিজেপির কর্মীরা পৌরসভার নীল-সাদা রং মুছে গেরুয়া করিয়েছিল ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের কথামতো দলের অনুশাসন মেনে আবারো পুনরায় আগের অবস্থায় পৌরসভার রং করে দেওয়া হয়েছে। দলের অনুশাসন মেনে বিজেপির কর্মীরা যে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে সেজন্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েতের তালা খুলে জনপরিষেবা চালু করল পদ্ম প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারুইপুর

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক পঞ্চায়েতে তালাবন্দি পরিস্থিতির অভিযোগ সামনে আসে। সেই আবহেই সোমবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পঞ্চায়েতের তালা খুলে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির দলীয় পতাকাও সরিয়ে ফেলা হয় তাঁর উপস্থিতিতেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের সময় সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করার কারণে বহু পঞ্চায়েতে স্বাভাবিক প্রশাসনিক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল।

সেই সময় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের কারণে পঞ্চায়েত ভবনগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তবে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরও বেশ কিছু জায়গায় সেই তালা আর খোলা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, রেশন, পানীয় জল সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। সোমবার সকালে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। প্রথমে পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে ফেলা হয়। এরপর পঞ্চায়েতের তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করা হয় এবং স্বাভাবিক পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কোনও রাজনৈতিক দখলদারিত্ব নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা পুনরায় চালু করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার কেন্দ্র।

তাই সেখানে রাজনৈতিক রং নয়, মানুষের স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনে পরিষেবা বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ যাতে আবার স্বাভাবিক পরিষেবা পান, সেই কারণেই আজ পঞ্চায়েত খোলা হয়েছে। আমরা চাই মানুষ নির্বিঘ্নে সরকারি সুবিধা পাক।' তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত মানুষের। এখানে কোনও রাজনৈতিক দখলদারিত্বের প্রশ্ন নেই। তাই পঞ্চায়েতের সামনে লাগানো দলীয় পতাকাও খুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনের পরে মানুষ নতুন আশার আলো দেখছেন। সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই আজ কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে।' এদিন পঞ্চায়েত চত্বরে উৎসবের আবহও চোখে পড়ে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দীর্ঘদিন পর পঞ্চায়েত খুলে যাওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষও। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বহু জরুরি কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল।

পঞ্চায়েত খুলে যাওয়ায় এখন সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। বিরোধীদের একাংশের দাবি, গোটা ঘটনাটির মধ্যেই রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তাদের মূল লক্ষ্য জনপরিষেবা স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েত ঘিরে উত্তেজনা, দলবদল ও দখল রাজনীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। তারই মধ্যে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির পতাকা সরিয়ে পরিষেবা চালুর এই ঘটনাকে অনেকেই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। এলাকায় যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং মানুষ স্বাভাবিক পরিষেবা পান, এখন সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

সরকারি দপ্তর থেকে মমতার ছবি সরালো বিজেপি- সরব কাজল, পাল্টা উদয়শঙ্কর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সিউরি

সরকারি দপ্তরে থাকবে না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। দাবি জানিয়ে বীরভূমের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে বিজেপির অ্যাকশন মুড। করিধ্যা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সিউড়ী পৌরসভা ও বীরভূম জেলা পরিষদে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নামিয়ে সেখানে লাগানো হলো ভারতমাতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে তাঁর জেলা পরিষদের সভাধিপতির অফিসে ঢুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরানো কতটা গণতান্ত্রিক? নাকি এটি ক্ষমতার দম্ভ! প্রশ্ন তুললেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখ। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার শপথ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার বীরভূম জেলায় অ্যাকশন মুডে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার বীরভূম জেলা বিজেপির তরফ থেকে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সিউড়ী পৌরসভায় যান বিজেপি নেতাকর্মীরা। সিউড়ী পৌরসভায় চেয়ারম্যানের রুম বন্ধ থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পরে পুরপ্রধান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি আসেন এবং তিনি বিজেপি নেতাদের বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি লাগানো হবে'। বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও ভারতমাতার ছবি চেয়ারম্যানের রুমে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই তাঁরা যান বীরভূম জেলা পরিষদে। সেখানে সভাধিপতির রুমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকায় ক্ষুব্ধ হন বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা পরিষদের কর্মচারীরা খুলে দেন মমতার ছবি। সভাধিপতির রুমে লাগানো হয় ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূম জেলার রাজনৈতিক মহলে। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ প্রশ্ন তোলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির অফিস ঘরে তাঁর অনুপস্থিতিতে কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি খুলে ফেলা হলো? কেনই বা প্রধানমন্ত্রীর ছবি সেখানে লাগানো হলো? এটা কি ক্ষমতার অপব্যবহার! ঔদ্ধত্য ও দম্ভ থেকে কি এমন করছে বিজেপি? এটাই কি গণতন্ত্র?' যদিও বীরভূম সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী জানান, 'বীরভূম জেলা পরিষদের অফিস ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছিল। যখন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আদর্শবিধি চলছে, ঠিক সেই সময় জেলা পরিষদের সভাধিপতির ঘরে কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো ছিল? এটা কি ঠিক? সকলের চাওয়া-পাওয়া অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতমাতার ছবি লাগানো হলো।' বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটিয়ে বিজেপির নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দপ্তরগুলির ক্ষমতায় তৃণমূল। খুব স্বাভাবিকভাবেই জোরপূর্বক বিজেপি এভাবে দখল করায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার স্বামী ও শাশুড়ি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাকাশিপাড়া

নেশার টাকা না পাওয়ায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়াডহরি সুপার মার্কেট এলাকায়।

ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামী ও মৃত গৃহবধূর শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম সুনীতি সর্দার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে ভরত মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই অশান্তি করত স্বামী। টাকার জন্য নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে নেশার জন্য স্ত্রীর কাছে টাকা চায় ভরত মণ্ডল। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

অভিযোগ, এরপরই সুনীতি সর্দারকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। রবিবার দুপুরের পর থেকে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে সন্দেহ হয় বাপের বাড়ির লোকজনের। পরে খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত খুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বামী ভরত মণ্ডল খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি। এরপরই পুলিশ ভরত মণ্ডল এবং মৃতার শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করে। মৃত গৃহবধূর পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই টাকার জন্য সুনীতির উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলছিল। রবিবারও একই কারণে অশান্তির জেরে এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিও তুলেছে পরিবার। সোমবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মল্লিকঘাট ফুলবাজারে অচলাবস্থা মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি সমিতির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

রাজ্যের বৃহত্তম কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজারের বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণে অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সোমবার 'সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি'-র পক্ষ থেকে রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, 'সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিনই বহিরাগত কিছু ব্যক্তি ফুলবাজার পরিচালন সমিতির অফিসে বিজেপি দলের পতাকা লাগিয়ে দিয়ে অফিসের ভিতরে কর্মরত কর্মচারীদের জোরপূর্বক বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ তারপর থেকে বাজারে প্রত্যহ ফুল বিক্রির জন্য নির্ধারিত টাকা আদায়সহ জঞ্জাল সাফাই প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। সে কারণে পুরো বাজারটিতে দুর্গন্ধসহ এক পুঁতিগন্ধময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে ফুলবাজারের বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে প্রত্যহ জঞ্জাল ও আবর্জনা পরিষ্কারসহ বাজারের সমস্ত রকম পরিষেবামূলক ব্যবস্থা চালু থাকে, সেই দাবিতে আজকের এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন গঙ্গার পাড়ের ওই ফুলবাজারটি প্রত্যহ ভোর ৩টে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বসে। ওই প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন রেলের খাদের এক কোণে মাত্র ৩৪০০ বর্গমিটার জায়গার উপর বসা এই ফুলবাজারে হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলা থেকে আনুমানিক ১২ থেকে ১৫ হাজার ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী প্রত্যহ ফুল কেনাবেচার কারণে আসেন। বাজারটি আয়তনে খুব ছোট হওয়ায় বহু ফুলচাষি বাজার সংলগ্ন স্ট্র্যান্ড রোডের দু'ধারে বসে ফুল কেনাবেচা করতে বাধ্য হন।

মাধ্যমিকে বাজিমাত সিউড়ির দৃষ্টিহীন সীতারামের কোঁড়া'র

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
সিউড়ি

সাপ-ব্যাঙের সাথে বসবাস। মা অন্ধ, বোন মানসিক ভারসাম্যহীন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কিনে দেওয়া ভ্যান চালিয়েই চলে সংসার। সেই পরিবারের ছেলেই মাধ্যমিকে স্কুলের টপার। ভৌত বিজ্ঞানে তার প্রাপ্ত নম্বর ১০০, গণিতে ৯৬, ইংরেজিতে ৯৭। আর তাতেই ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধছেন তার পরিবার। রাজ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তার নাম যে প্রথম ১০ জনের তালিকায় থাকবে, তা নিয়ে আশাবাদী তার শিক্ষক। সিউড়ি থানার অন্তর্গত কুলেরার বাসিন্দা সীতারাম কোঁড়া। জন্ম থেকেই দুটি চোখে দেখতে পায় না সে। মা রেখা কোঁড়াও সর্বদা বিচরণ করেন অন্ধকারের জগতে। ছোট বোন লিপিকা কোঁড়া মানসিক ভারসাম্যহীন। কুলেরা ক্যানেলের পাড়ে, ইরিগেশন দপ্তরের জায়গায় ছোট্ট একটি চালা বাড়িতেই বসবাস করে এই পরিবার। বাড়িতে নেই কোনো বিদ্যুৎ সংযোগও। বলা চলে সাপ-ব্যাঙের সঙ্গেই বসবাস তাদের। ছাত্রের বাবা গোপাল কোঁড়া আগে ভাড়ার রিকশা চালিয়ে সংসার চালাতেন। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে টোটোর প্রচলন হওয়ায়, রিকশা চালিয়ে যে টাকা আয় হতো, সেই টাকার প্রায় পুরোটাই ভাড়া বাবদ দিয়ে দিতে হতো মালিককে। তাতেই কখনো একবেলা আবার কখনো দুবেলা না খেয়েই কাটাতে হতো এই পরিবারকে। একদিন এই ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের এই দুরাবস্থা দেখতে পান সিউড়ির শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউশন ফর সাইটলেসের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ দাস। আর তারপরেই নিজে উদ্যোগ নিয়ে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে একটি ভ্যান (ট্রলি) কিনে দেন গোপাল বাবুকে। আর তা চালিয়েই এখন কোনোভাবে চলছে তাদের সংসার। সেই পরিবারের অন্ধ ছেলেই এবছর মাধ্যমিকে সর্বমোট ৬০৭ নম্বর পেয়েছে। ভৌত বিজ্ঞানে তার প্রাপ্ত নম্বর ১০০, ইংরেজিতে ৯৭, গণিতে ৯৬, ভূগোলে ৮৬, বাংলাতে ৮১, জীবন বিজ্ঞানে ৭৪ এবং ইতিহাসে ৭৩। স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের মধ্যেও সে হয়েছে প্রথম। আর তাতেই খুশির হাওয়া তার স্কুল এবং পরিবারে। এই বিদ্যালয় থেকে এ বছর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সুপল হেমরম। পিতৃহীন এই ছাত্রের বোনও চোখে দেখতে পায় না। মা দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৪২। এছাড়াও এই বিদ্যালয়ের মোট সাতজন মাধ্যমিক পাস করা পরীক্ষার্থীদের তালিকায় রয়েছে; আকাশ বাদ্যকর (৩৭৪), শনিরাম হেমরম (৪০৯), তাথৈ মিত্র (৪৭৫), ঝর্ণা সিংহ (৪৬৪), অর্পিতা কাহার (২২২)। বড় হয়ে স্টেশন মাস্টার হতে চায় সীতারাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইচ্ছা তাকে কলকাতায় পড়ার জন্য ভর্তি করার। তবে আর্থিক সংকট ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মা-বাবার যাতায়াতে অসুবিধা হবে বলে বাইরে পড়তে যেতে চায় না ওই ছাত্র। মা রেখা কোঁড়া ও বাবা গোপাল কোঁড়া বলেন, 'ছেলে যদি পড়তে চায় ও পড়ুক, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। সরকারের কাছে একটাই প্রার্থনা করব যেন ওকে একটা চাকরি দেয়। আর আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, তাই একটা সরকারি বাড়ি দিলে আমরা খুব উপকৃত হব।' প্রধান শিক্ষক সন্দীপ দাস বলেন, 'এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের পাশে আমরা রয়েছি। যদি তাদের পড়তে ইচ্ছা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েও তাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করব। এবং স্কুলের দুই মেধাবী ছাত্র সীতারাম কোঁড়া ও সুপল হেমরম যে রাজ্যের প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে থাকবে, তাও আমাদের বিশ্বাস। ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা সর্বদা ওদের পাশে আছি।'

শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা মানব গুহর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

মেমারি বিধানসভায় রাজনৈতিক পালাবদলের আবহের মধ্যেই শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক মানব গুহ। সোমবার মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি প্রীতম বিশ্বাস বিধায়কের বাড়িতে এসে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা জানান। এই সাক্ষাতে এলাকার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাতের পর বিধায়ক মানব গুহ বলেন, 'মেমারিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওসি প্রীতম বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে বলেই আমার বিশ্বাস'। তিনি আরও বলেন, 'মেমারিতে যারা রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি করে, তোলাবাজি, গুন্ডামি ও দুষ্কৃতীমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠি সঠিক জায়গায় চলবে; এটাই আমরা আশা রাখছি'। এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হলেও সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বার্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভোট-পরবর্তী সময়ে এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়কে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন অনেকে। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন বিধায়কের এই বার্তায় একদিকে যেমন প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, তেমনই অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থানেরও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কনেযাত্রীবাহী বাস ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম একাধিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

বীরভূমে বোলপুরে কনেযাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের সাথে ইটবোঝাই ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ। রক্তাক্ত বাসের যাত্রীরা। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য বোলপুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বোলপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পথ দুর্ঘটনায় জখম বেশ কয়েকজনকে ভর্তি করা হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে (বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে)। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বাসের স্টিয়ারিং ফেল হওয়ার ফলে ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা মারে। তবে পথচলতি মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন বোলপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন। ঘড়ির কাটায় তখন সকাল এগারোটা। পূর্ব বর্ধমানের কোমরপুর থেকে বোলপুর হয়ে একটি কনেযাত্রীবাহী বাস যাচ্ছিল। বোলপুরের টুরিস্ট লজ মোড় থেকে জামুনি যাওয়ার প্রভাত সরণি রোডে একটি ইটবোঝাই ট্রাক্টরের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। বেসরকারি বাসটির স্টিয়ারিং কেটে যাওয়ার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই কার্যত ট্রাক্টরটির সামনে গিয়ে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বোলপুর থানার পুলিশ। চলে উদ্ধারকাজ। দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীবাহী বাসটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামনের কাঁচ ভেঙে যায়। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে বাসের সামনের অংশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই বোলপুর শহরের পথচলতি মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হেরিটেজ শহরের বাসিন্দারা। বোলপুর-শান্তিনিকেতন শহরের বুক চিরে প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভারী যানবাহন চলে। কখনো বালি বোঝাই লরি, তো কখনো আবার পাথর বোঝাই ১৬ চাকার ডাম্পার, আবার কখনো রান্নার সিলিন্ডার ভর্তি লরি বা তেলের ট্যাঙ্কার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পথচলতি মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। বিগত কয়েক মাসে বোলপুর শহরে পথ দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। বোলপুরের স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় মুখার্জির অভিযোগ, 'তৃণমূল সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসন এই বিষয়টির ওপর নজর দেয়নি। সরকার পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠন হয়েছে। আশা করি নতুন সরকার রবীন্দ্রনাথের প্রাণের শহর বোলপুর-শান্তিনিকেতন নিয়ে ভাববে। শহরের রাস্তাঘাট খানাখন্দে ভরা। প্রতিনিয়ত যানজট ও দুর্ঘটনা ঘটছে। আমাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব বাইপাস তৈরি করে ভারী যানবাহন শহরের বুক দিয়ে চলাচল বন্ধ করতে হবে।'

ভোট-পরবর্তী শান্তি রক্ষায় বিজেপির সাংগঠনিক সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে সোমবার খণ্ডঘোষ পাঁচ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। সেহারাবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ লজে অনুষ্ঠিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সভায় মূলত ভোট-পরবর্তী সময়ে কোনওরকম হিংসাত্মক পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করা এবং এলাকায় অশান্তির কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়ার বিষয়ে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মীদের সংযত আচরণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে সভা থেকে। নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, কোনও উসকানিতে পা না দিয়ে আইন মেনে চলতে হবে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জ বিধানসভার ইনচার্জ মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভানেত্রী শম্পা মাথুর, পাঁচ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কৌশিক আশ, সাধারণ সম্পাদক অনুপম দাস ও অজিত সাঁতরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি মানিকচন্দ্র রায়, বিজেপি নেতা রথীন রায় সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। সভা শেষে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও এলাকায় শান্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সংগঠনের তরফে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কাঁথি পৌরসভায় বিজেপির বিক্ষোভ, উন্নয়ন বৈঠকে সৌমেন্দু অধিকারী

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
কাঁথি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল পরিচালিত কাঁথি পুরসভায় উন্নয়নের দাবিতে সোমবার দুপুরে বিজেপির পক্ষ থেকে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির অভিযোগ, পুরবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। 'ছাপ্পা মেরে জেতা কাউন্সিলররা লুটের রাজ চালাচ্ছেন' এই অভিযোগ তুলে পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। কাঁথির সাংসদ তথা কাঁথি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমেন্দু অধিকারী, বর্তমান বিজেপি কাউন্সিলর তাপস দোলাই ও সুশীল দাসের নেতৃত্বে পুর আধিকারিকদের নিয়ে একটি উন্নয়নমূলক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুর এলাকার নাগরিকদের কীভাবে উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। বিজেপির দাবি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই পুর এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সুষ্ঠু পরিষেবা পান। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বিজেপি কাউন্সিলর ও কর্মীরা স্লোগান তোলেন, 'পুরসভা চালাতে না পারলে গদি ছাড়ুন'।

এদিন শুভেন্দু অধিকারীর গড় তথা কাঁথি পুরসভা চত্বরে ছিল বাড়তি উন্মাদনা। বিজেপির দাবি, ২০২০ সালে নানা অপমান ও রাজনৈতিক চাপে সৌমেন্দু অধিকারীকে এই পুরসভা ছাড়তে হয়েছিল।

বর্তমানে সাংসদ হিসেবে তাঁর পুরসভায় আগমনকে ঘিরে পৌরসভার দরজা-জানালার পর্দা গেরুয়া-সাদা রঙে সাজানো হয় এবং ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয় গোটা চত্বর। বিজেপির আরও দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে কাঁথি পুরসভায়।

লরির ধাক্কায় পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধার

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

ঠাকুর পুজোর ফুল পাড়তে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধার। হাওড়ার বেলুড় থানার অন্তর্গত রামলোচন শায়ার স্ট্রিটে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সোমবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বাড়ির পাশেই ফুল তুলতে বেরিয়েছিলেন লালমণি মিশ্র (৬৭) নামের ওই বৃদ্ধা। তিনি যখন রাস্তার পাঁচিল ধারের গাছ থেকে ফুল পাড়ছিলেন তখন একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই ওই পাঁচিলে ধাক্কা মারে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পাঁচিল।পাঁচিলের নিচে চাপা পড়ে যান বৃদ্ধা।

আশেপাশের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। আহত বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বড় লরি সরু গলিতে কেন নিয়ে আসা হয়েছে এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। লরিচালক পলাতক। তবে, ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার বিষয়ে মৃতার ছেলে ঋষিকেশ মিশ্র বলেন, 'মা প্রতিদিনের মতো এদিনও ভোরে ফুল তুলতে গিয়েছিল। ওই সময় রাস্তায় কেউ ছিল না। ওখানে একটা পুজো হচ্ছিল। কিন্তু পুজো কমিটির কোনও রেসপন্স দেখা যায়নি। ওরা জিনিসপত্র নামিয়ে লরিটা ছেড়ে দেয়। সেটি সরু গলিতে ব্রেক ফেল করে অথবা টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে সরাসরি রাস্তার ধারে পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর পাঁচিলটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে মায়ের গায়ে পড়ে। মায়ের সারা শরীরের হাড় ভেঙে যায়। এই ঘটনার জন্য দায়ী পুজো কমিটি। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করলেও গাড়ির চালক পলাতক।' স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় কুমার মিশ্র বলেন, 'বেলুড়ের রামলোচন শায়ার স্ট্রিটে এদিন সকালে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচিলে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় পাঁচিলটি ভেঙে যায়। পাঁচিলের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার।

এরপর এলাকার মানুষ তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গাড়িটা মেলার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। রাস্তা ছোট থাকার জন্য গাড়ি ঘোরানোর মতো জায়গা ছিল না। শুধু তাই নয় যাদের মাল এনেছিল তারাও ঘটনার জন্য দায়ী।' এদিকে, এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:47 Page 10

প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষিকাকে ফেরানো হয়েছিল', অভিযোগ সৌমজিত মাইতির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধল। সাংবাদিক বৈঠকে নির্মল ঘোষকে আবেগপ্রবণ অবস্থায় দেখা যাওয়ার পরই সোশ্যাল মাধ্যমে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন শিক্ষা আধিকারিক সৌমজিত মাইতি। সৌমজিত মাইতি, যিনি একসময় খড়্গপুর চক্রের স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি লিখিত পোস্টে দাবি করেছেন; রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এক শিক্ষিকাকে তাঁর 'মাদার স্কুলে' ফেরানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই ঘটনাতেই সরাসরি নির্মল ঘোষের নাম টেনে আনেন তিনি। কী অভিযোগ? সৌমজিত মাইতির দাবি, ২০১৮ সালে খড়্গপুর মহকুমায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় এক শিক্ষিকাকে অন্য একটি স্কুলে 'লোকালি অ্যাডজাস্ট' করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, যে স্কুলে তাঁকে পাঠানো হয় সেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি এবং শিক্ষকের ঘাটতি ছিল।

অন্যদিকে, আগের স্কুলে ছাত্র কম থাকায় কার্যত বিশেষ কাজ ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি। সৌমজিতের বক্তব্য, ওই শিক্ষিকার স্বামী নিয়মিত তাঁর অফিসে এসে শিক্ষিকাকে আগের স্কুলে ফেরানোর জন্য চাপ দিতেন। কিন্তু প্রশাসনিক যুক্তি দেখিয়ে তিনি তা মানতে চাননি। 'প্রভাব খাটিয়ে অর্ডার করানো হয়েছিল' সোশ্যাল পোস্টে আরও গুরুতর অভিযোগ করে সৌমজিত মাইতি লেখেন, তৎকালীন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে শিক্ষিকাকে আগের স্কুলে ফেরানোর নির্দেশ জারি করানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, তিনি সেই নির্দেশ 'ক্যারি ফরওয়ার্ড' না করে কয়েকদিন আটকে রেখেছিলেন। পরে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে বাস্তব পরিস্থিতির কথা জানান। সেই সময় মেডিক্যাল গ্রাউন্ড দেখানো হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি কটাক্ষের সুরে লেখেন, 'স্কুলের সঙ্গে বাড়ি জুড়ে দিয়ে প্রাচীর বেষ্টিত করে ফেললেই তো হয়!' আত্মীয়তার অভিযোগও পোস্টে সৌমজিত মাইতি আরও দাবি করেন, পরে তিনি জানতে পারেন ওই শিক্ষিকার স্বামী নাকি নির্মল ঘোষের আত্মীয়। যদিও এই দাবির পক্ষে কোনও নথি বা প্রমাণ প্রকাশ্যে আনেননি তিনি।

শেষে নির্মল ঘোষকে উদ্দেশ করে তাঁর প্রশ্ন, 'এখন শুধু আপনি একজনকে দোষারোপ করছেন?' রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু এই পোস্ট সামনে আসতেই পশ্চিম মেদিনীপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরে রাজনৈতিক প্রভাব, বদলি ও অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে পুরনো অভিযোগ আবারও সামনে উঠে এল। তবে সৌমজিত মাইতির এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে নির্মল ঘোষের পক্ষ থেকে এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল ও ভাঙচুরের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল এবং দলীয় কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার দুপুর আড়াইটার সময় দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি রাজু সিং অভিযোগ করেন, রবিবার রাতে কয়েকজন বিজেপি কর্মী দলীয় কার্যালয়ে এসে তাঁকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। এরপর তাঁর কাছ থেকে কার্যালয়ের চাবি নিয়ে জোর করে অফিস খোলা হয় বলে দাবি। রাজু সিংয়ের অভিযোগ, এরপরই বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তিনি বলেন, 'বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব নিজেদের দলীয় কার্যালয় খোলার কথা বলছে। কিন্তু এখানে আমাদের উপর তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। এলাকার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।' অন্যদিকে, বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মন্ডল সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ঘটনায় বিজেপির আদি কর্মীদের কোনও ভূমিকা নেই। তৃণমূলের লোকজনই নিজেদের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমরাও পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছি।'

অঞ্চল কার্যালয়ের তালা খুলল বিজেপি

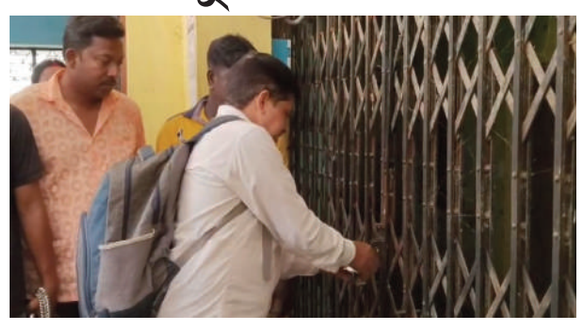

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল আসনে জয়লাভ করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। আর রাজ্যের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করার পর বিজেপি কর্মীরা গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া দুই নম্বর অঞ্চলের কার্যালয়ের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘ দেড় দশকের তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনীর দৌরাত্ম্য এবং সাধারণ মানুষ ও মা-বোনেরা হেনস্থার শিকার হয়েছেন। তৃণমূল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা তুলেছে এবং প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করেছিল, তাই বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই অঞ্চল কার্যালয়ে তালা লাগিয়েছিল। সোমবার অনুপ চণ্ডের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে পুনরায় তালা খুলে দেন। অনুপ চণ্ড অফিস কর্মীদের বলেন, 'নির্ভয়ে আপনারা নিজেদের কাজ করুন।

কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের সঙ্গে আছে ও থাকবে।'

সেই সঙ্গে এলাকার মানুষ যেন সঠিকভাবে পরিষেবা পায়, সেই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের নজর রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুরিয়া

রবিবার রাতে পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত জামুড়িয়া বিধানসভার শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামে তৃণমূল নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ তৃণমূলের। আর সেই খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব হাজরা। জামুড়িয়া মন্ডল ২-এর বিজেপি নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি বাড়িতে যান এবং তাঁদের সাথে কথা বলেন; তাঁদের আশ্বাস দেন যে এরপর আর কোনো রকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা হবে না। কিন্তু এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত তৃণমূল কর্মীরা জানান, তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল ও সিপিএম থেকে আসা নতুন মুখোশ পরা সদ্য বিজেপি। এ ব্যাপারে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব হাজরা বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দিয়েছি। যাঁরা বাড়ি ছেড়ে বাইরে আছেন তাঁরা যেন বাড়িতে আসেন এবং ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রশাসন সবসময় সজাগ আছে; কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসন পৌঁছাবে ঘটনাস্থলে।'

রেলের উচ্ছেদের নোটিশ, পাশে দাঁড়ালেন বিধায়িকা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

রেলের উচ্ছেদ নোটিশ ঘিরে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কে দিন কাটছে বর্ধমান স্টেশন চত্বরে ব্যবসা করা সবজি বিক্রেতাদের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রেলের জায়গায় অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করে আসছেন বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সম্প্রতি রেলের পক্ষ থেকে বাজার সরিয়ে ফেলার জন্য নোটিশ জারি হওয়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। জানা গিয়েছে, গত ৭ মে রেলের তরফে স্টেশন সংলগ্ন সবজি বাজার উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর থেকেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহু ব্যবসায়ীর দাবি, এই বাজারের ওপরই তাঁদের পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল। হঠাৎ করে ব্যবসার জায়গা হারালে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হবে তাঁদের। সোমবার বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন সরকার গঠনের পর রেলের এই পদক্ষেপ তাঁদের মধ্যে আশঙ্কা বাড়িয়েছে। তবে পরিস্থিতির মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন নবনির্বাচিত বিধায়িকা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। ব্যবসায়ীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে সমস্যার কথা জানানোর পর তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, 'পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করা হবে না।' পাশাপাশি ভবিষ্যতে কোনও সমস্যা তৈরি হলে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও বলেন তিনি। বিধায়িকার এই আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা এবং সেই ভরসাতেই আপাতত আগের মতোই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় মহলের একাংশের মতে, স্টেশন সংলগ্ন এই সবজি বাজার বহু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটার অন্যতম নির্ভরযোগ্য জায়গা। ফলে বাজার উচ্ছেদ হলে শুধু ব্যবসায়ীরাই নন, সমস্যায় পড়তে পারেন ক্রেতারাও। এখন ব্যবসায়ীদের নজর প্রশাসনের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে। পুনর্বাসনের সুস্পষ্ট রূপরেখা ছাড়া উচ্ছেদ প্রক্রিয়া না চালানোর দাবিও উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

চন্দ্রনাথ খুনে ধৃত ৩ জনের ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজত

সকালের শিরোনাম
রাকেশ শীল
বারাসাত

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে তিনজনকে গ্রেফতারের পর সোমবার ধৃতদের বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারপক্ষের আইনজীবী বিভাস চ্যাটার্জি জানান, 'আমাদের তরফে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছিল। বিচারক তাদের কথা ও সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার পর ধৃতদের ১৩ দিনের অর্থাৎ ২৪শে মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সিট (SIT) গঠন হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে তদন্ত চলছে, এই ঘটনায় আরও কারা যুক্ত সেই দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে, তল্লাশি অভিযান চলবে। এই ঘটনায় আর যারা যুক্ত তাদের খোঁজ চলছে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না।' উল্লেখ্য, চন্দ্রনাথ রথ খুনে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় ভিনরাজ্য থেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মায়াঙ্ক রাজ মিশ্র, রাজ সিং ও ভিকি মৌর্য। এদের মধ্যে দুজন মায়াঙ্ক রাজ মিশ্র ও রাজ সিং বিহারের বক্সারের এবং অন্যজনকে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের এদিন বারাসাত আদালতে তোলা হয়। আরও জানা গেছে, বালি টোলে ফাস্টট্যাগ পেমেন্টের সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অভিযান চালায়। তিন দুষ্কৃতী যারা শার্প শুটার, তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। জানা যায়, গাড়ির ফাস্টট্যাগ যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটেছে, সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে উত্তরপ্রদেশের নাম। তবে প্রশ্ন; কে এই সুপারি কিলারদের সুপারি দিয়েছিল চন্দ্রনাথকে খুন করার জন্য? কী উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রনাথকে সরিয়ে দেওয়ার? এমন হাজারো প্রশ্ন ঘুরছে। তদন্ত শেষে কী তথ্য উঠে আসে, তার দিকে তাকিয়ে সকলে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার আগে গত ৬ই মে রাতে মধ্যমগ্রামে তাঁর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর গাড়ির সামনে আচমকা আরেকটি গাড়ি এসে পথ আটকে দেয়। গাড়ি থামতেই দু'দিক থেকে মোটরবাইকে করে আসে হামলাকারীরা। এরপর খুব কাছ থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়। গুরুতর আহত হন চন্দ্রনাথ রথ, হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গুরুতর জখম হন গাড়িচালকও। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

অঙ্গনওয়াড়িতে তালা, পুলিশি হস্তক্ষেপে সুরাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ার বালিটিকুরি জাপানি গেট সংলগ্ন এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষাকেন্দ্রে তালা ঝোলানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে পড়ুয়ারা ওই শিক্ষাকেন্দ্রে এসে তালা ঝুলতে দেখে। এই নিয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি, একটি ক্লাবের নিচের ঘরে দীর্ঘদিন ধরেই ছোটদের পড়াশোনা চলত। হঠাৎ কেন্দ্র বন্ধ দেখে তারা পুলিশে খবর দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা খুলে দেয়। এরপর পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

'শুভেন্দু দা-ই পারবেন প্রকৃত উন্নয়ন আনতে' ঃ রথীন রায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের আবহে এবার আবেগঘন বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা রথীন রায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার আড়িন গ্রামের বাসিন্দা রথীন রায়, যিনি রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত, তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ করেছেন। নিজের পোস্টে রথীন রায় উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর 'হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ' থেকে তাঁর রাজনৈতিক পথচলার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তিনি দাবি করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, 'দাদার আপ্যায়নে ৩৭টি রাত্রি সহ ছয় বছরে ৬৪ দিন কোলাঘাটের অফিস থেকে কাঁথির বাংলো, মন্দারমণি অতিথি নিবাস থেকে হেস্টিংস পার্টি কার্যালয়ে আলোচনার পরম সৌভাগ্য হয়েছে'। পাশাপাশি তিনি আরও লেখেন, 'জানতাম শুভেন্দু দা-ই পারবেন প্রকৃত উন্নয়নের রেকাবি সাজিয়ে বাংলার জনগণকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করতে'। শুভেন্দু অধিকারীকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা নয়, সাধারণ মানুষের আশার প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরেছেন রথীন রায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে গভীর আবেগ ও রাজনৈতিক আস্থার প্রতিফলন। পোস্টের শেষাংশে তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যে উৎসাহ ও আবেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, রথীন রায়ের এই পোস্ট সেই আবহকেই আরও স্পষ্ট করে তুলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

নয়াগ্রামে হাতির দল, সতর্কবার্তা বনদপ্তরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াগ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের খড়্গপুর বনবিভাগের চাঁদাবিলা রেঞ্জ এলাকায় হাতির দলের প্রবেশকে ঘিরে সতর্কতা জারি করেছে বনদপ্তর। চাঁদাবিলা রেঞ্জের অফিসার দেবাশীষ বিশ্বাসের উদ্যোগে এলাকায় মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার মাইকিং করা হয়। মাইকিংয়ে বনবিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এলাকায় হাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সকলকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের উত্তেজিত না করা, হাতির চলাচলে বাধা না দেওয়া এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে কলাইকুন্ডা এলাকা থেকে ৫১ টি হাতির একটি দল সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে সাঁকরাইল বিট হয়ে চাঁদাবিলা রেঞ্জে প্রবেশ করে। হাতির দলের চলাচলকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বনদপ্তর।

বর্ষার আগেই সক্রিয় সঞ্জয় সিং, বালির নিকাশি পরিদর্শনে বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

আগামী বর্ষার আগে বালির নিকাশির কাজ খতিয়ে দেখতে পথে নামলেন বিধায়ক সঞ্জয় সিং। তাঁর অভিযোগ, এর আগে প্রায় দেড় দশকে বালি বিধানসভা এলাকায় কোনো উন্নয়ন হয়নি। প্রচুর সমস্যা রয়েছে এখানে। সোমবার সকালে তিনি বেলুড় ধর্মতলা রোড এবং এমএলবি রোডসহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন। সাফাইকর্মীদের রাস্তায় পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা দ্রুত তুলে ফেলার নির্দেশ দেন বিধায়ক। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে কাজ করতে হবে। একশো শতাংশ উদ্যোগ নেব। এখানকার নর্দমার জল রাস্তার ওপরে উপচে পড়ছে। আজ সকালে সুয়ারেজ এবং সাফাইয়ের কাজ যারা করেন তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়। জানা গেল এখানকার নর্দমা ভাঙা আছে। এখানে সুয়ারেজ পাইপ ছয় থেকে আট ইঞ্চি ভাঙা আছে। এই পরিস্থিতি থাকলে বর্ষার সময় জল জমে যাবে। এতে মানুষের সমস্যা হবে। ভট্টনগরের 'পচা' খালের অবস্থা ভালো নয়। ফ্লো কম হচ্ছে। যদি এরকম অবস্থা থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। সেই জন্য বালির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করা হয়েছে। এরপর যৌথভাবে আমরা ভিজিট করব। বর্ষা আসতে এখনও এক মাসের মতো বাকি। এর মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে বালির মানুষ উপকৃত হবেন।'

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে যে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও সহ সকল আধিকারীক ও কর্মচারীদের আবির ও মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাসে শামিল হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত, জেলা পরিষদ সদস্যা পূর্নিমা দাস সহ শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অরুণাভ মহাপাত্র সহ সকল কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য ও সদস্যাগণ। সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দে মেতে উঠেন।

উচ্চমাধ্যমিকে রেলের স্কুলে ভর্তির সুযোগ বাইরের ছাত্রছাত্রীদেরও, শুরু ভর্তি প্রক্রিয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চিত্তরঞ্জন

রূপনারায়ণপুর-চিত্তরঞ্জন ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। এবার চিত্তরঞ্জন রেল স্কুলগুলিতে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য; তিনটি বিভাগেই ভর্তি নেওয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, আধুনিক পরিকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করছে।

রূপনারায়ণপুর-চিত্তরঞ্জন ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। এবার চিত্তরঞ্জন রেল স্কুলগুলিতে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য; তিনটি বিভাগেই ভর্তি নেওয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, আধুনিক পরিকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করছে।

রূপনারায়ণপুর-চিত্তরঞ্জন ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। এবার চিত্তরঞ্জন রেল স্কুলগুলিতে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য; তিনটি বিভাগেই ভর্তি নেওয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, আধুনিক পরিকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করছে। পর্যন্ত। ফর্ম জমা নেওয়া হবে ১৮ মে ২০২৬ থেকে ২০ মে ২০২৬। সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:47 Page 11

২০২৬-এ দুর্লভ যোগ ঃ জ্যৈষ্ঠে এবার আটটি ‘বুড়ো মঙ্গলবার’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সনাতন ধর্মে জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারগুলি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। উত্তর ভারত তো বটেই, বর্তমানে বাংলাসহ সারা দেশেই ‘বড় মঙ্গলবার’ বা ‘বুড়ো মঙ্গলবার’ পালনের চল বেড়েছে। পঞ্জিকা মতে, ২০২৬ সালটি হনুমান ভক্তদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে চারটি বা পাঁচটি বড় মঙ্গলবার দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ যোগে এই বছর ভক্তরা পাবেন মোট আটটি বড় মঙ্গলবার। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০২৬ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসটি সাধারণ ৩০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন স্থায়ী হতে চলেছে। হিন্দু পঞ্জিকা বা বিক্রম সংবৎ ২০৮৩ অনুযায়ী, সৌর ও চন্দ্র মাসের সময়ের পার্থক্য ঘোচাতে প্রতি তিন বছর অন্তর একটি ‘অধিক মাস’ বা পুরুষোত্তম মাসের উদ্ভব হয়। ২০২৬ সালে ১৭ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত এই অধিক মাস চলবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যবর্তী সময়ে এই অধিক মাস পড়ায় পুরো মাসটি দুই মাসব্যাপী ব্যাপ্তি লাভ করেছে। চলতি ২ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত মিলবে হনুমানের আরাধনার সেই বিশেষ আটটি সুযোগ। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারে ভক্তিভরে বজরংবলীর পুজো করলে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি মেলে। এই বিশেষ দিনগুলিতে মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। ভক্তরা সুন্দরকাণ্ড পাঠ ও হনুমান চালিশা জপ করেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনে ‘ভাণ্ডারা’ বা অন্নসত্রর আয়োজন করা হয়। মনে করা হয়, এই বছর আটটি মঙ্গলবার পাওয়ায় পবনপুত্রের আশীর্বাদ লাভ এবং পুণ্য অর্জনের সুযোগ ভক্তদের কাছে দ্বিগুণ হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য জ্যৈষ্ঠের এই দীর্ঘ সময়টি বিশেষ ফলদায়ী বলে মনে করছেন শাস্ত্রজ্ঞরা।

একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বার্নপুরে বিএমএসের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বার্নপুরের টানেল গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। বিএমএসের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বার্নপুর ইস্পাত কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ‘আইএসকো কর্তৃপক্ষ যেভাবে ঠিকাদারিভিত্তিক শ্রমিকদের কাজ থেকে বাদ দিচ্ছে, তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।’

তিনি দাবি করেন, ‘কেন্দ্র সরকারের ঘোষিত ওয়েজ কোড এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা এখানকার শ্রমিকদের অবিলম্বে দিতে হবে।’ সঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘শুধু চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নয়, স্থায়ী কর্মীদের আবাসনের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। অথচ আইএসপি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না।’ এ ছাড়াও শ্রমিকদের ইএসআই পরিষেবা পেতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘ইএসআই সুবিধা পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের রাতভর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তবুও অনেক সময় তাঁরা পরিষেবার সুবিধা পান না।’ বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় শ্রমিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

প্রথমবার মাধ্যমিকে বসেই নজরকাড়া ফল ঘুরাচক হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষের দিকে বিভিন্ন এলাকায় আরও বেশি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে, বাড়ির আরও কাছে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পড়ার সুযোগ করে দিতে এবং বিভিন্ন হাইস্কুলগুলো থেকে ছাত্রছাত্রীদের চাপ কমানোর লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহু ‘নিউ সেট আপ’ স্কুল বা জুনিয়র হাইস্কুল গড়ে তোলা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে মেদিনীপুর সদর ব্লকেও গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি ‘নিউ সেট আপ’ স্কুল। তার একটি গড়ে ওঠে ঘুরাচকে। এই বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। বিদ্যালয়ের সদ্য প্রাক্তন হওয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র বের নেতৃত্বে এবং তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ২০২৪ সালে বিদ্যালয়টি ঘুরাচক হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠনের অনুমোদন পায়।বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৮০ জন। এখানে চারজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। ২০২৬-এ প্রথমবার মাধ্যমিকে বসেছিল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। আর প্রথমবারেই নজরকাড়া রেজাল্ট করল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। মোট ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩১ জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ জন। সর্বোচ্চ ৬৭১ নম্বর পেয়েছে সেখ শাহনেওয়াজ হোসেন। এটি সদর ব্লকের সমস্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর। বিদ্যালয়ের এই ফলাফলে খুশি গোটা এলাকাবাসী।

ঝালদার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে একগুচ্ছ দাবি বাসিন্দাদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝালদা

পশ্চিমবঙ্গে নবনির্বাচিত সরকার গঠনের পর উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা নিয়ে নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন ঝালদা শহরের বাসিন্দারা। শহরের একাংশ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি নতুন সরকারের কাছে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ, সুবর্ণরেখা জল প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ এবং একটি মহকুমা হাসপাতাল গড়ে তোলার দাবি জোরালোভাবে সামনে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ‘ঝালদা এখন মহকুমা শহর হওয়ায় প্রতিদিন মানুষের যাতায়াত ও যানবাহনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

কিন্তু শহরে নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড না থাকায় রাস্তাতেই বাস দাঁড় করানো হয়, যার ফলে প্রায়শই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। তাই দ্রুত একটি আধুনিক বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।’

এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন শহরবাসী। তাঁদের দাবি, সুবর্ণরেখা জল প্রকল্পকে দ্রুত বাস্তবায়িত করে শহরের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে হবে। বাসিন্দাদের মতে, নিয়মিত ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এখনও শহরের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও ঝালদা শহর পিছিয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। মহকুমা শহর হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোনো পূর্ণাঙ্গ মহকুমা হাসপাতাল নেই। ফলে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের পুরুলিয়া বা অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়। এতে সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে ভোগান্তিও। তাই শহরে একটি আধুনিক মহকুমা হাসপাতাল গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। নতুন সরকারের কাছে ঝালদাবাসীর প্রত্যাশা, তাঁদের এই দীর্ঘদিনের সমস্যা ও দাবিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে তৃণমূল কার্যালয়ের উপরে হকার্স কর্নারের ছাদ থেকে উদ্ধার হল অস্ত্র ও তাজা বোমা। এদিন বিকেলে আরামবাগ থানার পুলিশ গিয়ে
বেশকিছু ধারালো অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

হকার্স কর্নারের নীচে এই পার্টি অফিসটি আরামবাগের তৃণমূল নেতা রাকেশ আলির বলে পরিচিত। ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন।

তবে কে বা কারা ওই বোমা ও অস্ত্র মজুত করেছিল, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

এল পি ওষুধ পেতে নাকাল রোগীরা

কেজি হাসপাতালে ‘লোকাল পারচেজ’ ব্যবস্থায় চরম ভোগান্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের কেজি হাসপাতালে লোকাল পারচেজ(এল পি) ওষুধ পাওয়া এখন কার্যত দুষ্কর হয়ে উঠেছে। চিত্তরঞ্জন ছাড়াও মিহিজাম, রূপনারায়ণপুর ও সংলগ্ন এলাকা থেকে বহু রোগী বারবার হাসপাতালে এসে খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছেন। ফলে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে প্রবীণ রোগীদের। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী, লোকাল পারচেজের মাধ্যমে ওষুধের বরাত দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে ওষুধ না এলে ফের চিকিৎসকের কাছে গিয়ে নতুন করে প্রেসক্রিপশন করাতে হয়। আর সেই কারণেই আবার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে হচ্ছে রোগীদের। এতে দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। লোকাল পারচেজ কাউন্টারে প্রতিদিনই বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। এমনই এক ভুক্তভোগী সুলেখা ঘোষ(৬২)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অত্যধিক মধুমেহ ও প্যানক্রিয়াটাইটিসে আক্রান্ত। চিকিৎসক গত ২৮ এপ্রিল তাকে একটি বিশেষ ইনজেকশন লিখে দেন, যা সপ্তাহে একবার নিতে হয়। কিন্তু সেই ইনজেকশন না পাওয়ায় সাত দিন অপেক্ষার পর ৫ মে ফের ডাক্তারের কাছে গিয়ে নতুন করে প্রেসক্রিপশন করিয়ে লোকাল পারচেজে জমা দেন। অভিযোগ, ৮ মে সন্ধ্যা পর্যন্তও তিনি ওষুধ পাননি। কবে সেই ইনজেকশন মিলবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। লোকাল পারচেজ বিভাগের এক কর্মী জানান, ভেন্ডারকে বারবার ফোন করা হলেও তারা ফোন ধরছেন না। কখনও বা ফোন ধরলেও ‘আজ দেব’, ‘কাল দেব’ বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ওষুধ পৌঁছচ্ছে না। লোকাল পারচেজ ওষুধ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক মানিক কুমার বলেন, ‘ভেন্ডারকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা নিয়মিত ওষুধ সরবরাহ করছে না। দিলেও অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে দিচ্ছে। আমরা বিষয়টি সিএলডব্লিউ-এর মহাপ্রবন্ধককেও জানিয়েছি’। অন্যদিকে কেজি হাসপাতালের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, আগে একাধিক ভেন্ডার ওষুধ সরবরাহ করত। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে এক একজনের দায়িত্ব থাকত এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করেই সময়মতো ওষুধ সরবরাহ করা হতো। কিন্তু পরে অজানা কারণে অধিকাংশ ভেন্ডার সরে যাওয়ায় বর্তমানে একজন স্থানীয় সরবরাহকারীই পুরো দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তার অভিযোগ, কম দর দিয়ে টেন্ডার পেলেও ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেই বিশাল সরবরাহ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমস্যার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ।

ভুয়ো অনলাইন পেমেন্টে প্রতারণা, ধৃত যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

কেন্দ্র সরকার যেখানে ডিজিটাল লেনদেন ও অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করতে মানুষকে উৎসাহ দিচ্ছে, সেখানে আসানসোলে সামনে এল অনলাইন পেমেন্ট জালিয়াতির এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

অভিযোগ, নুনি ও পঞ্চগছিয়া এলাকায় এক ব্যক্তি বিভিন্ন দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনার পর অনলাইনে টাকা পাঠানোর দাবি করত। মোবাইলে ভুয়ো ইউপিআই পেমেন্টের স্ক্রিন দেখিয়ে দোকানদারদের আশ্বস্ত করত যে টাকা পাঠানো হয়ে গেছে। কিন্তু পরে দোকানদাররা দেখতে পান, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা জমাই পড়েনি। অভিযোগ, একই কায়দায় একাধিক দোকানদারকে প্রতারণা করেছে ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর নুনি এলাকার এক দোকানদার সন্দেহ হওয়ায় অভিযুক্তের পিছু নেন। পরে এইচএলজি হাসপাতালের সামনে তাকে ধরে ফেলা হয়। অনলাইন পেমেন্ট কেন সম্পূর্ণ হয়নি, তা জানতে চাইলে অভিযুক্ত নানা অজুহাত দিতে শুরু করে। এর মধ্যেই আরও কয়েকজন প্রতারিত দোকানদার ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি রেলপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, সে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে ভুয়ো ইউপিআই অ্যাপের মাধ্যমে পেমেন্টের ভান করে প্রতারণা চালাত। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ দোকানদাররা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বকেয়া পেনশনের দাবিতে বিক্ষোভে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

সোমবার মেদিনীপুর পৌরসভার কার্যালয়ের সামনে অবসরপ্রাপ্ত পৌর কর্মচারীদের বকেয়া পেনশন এবং নির্দিষ্ট সময়ে পেনশনের দাবিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবু পানিগ্রাহী জানান, ‘মেদিনীপুর পৌরসভার ৪৫০ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পেনশন না পেয়ে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে পাঁচ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মারা গিয়েছেন। তাই অবসরপ্রাপ্ত পৌর কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।’ সেই সঙ্গে তিনি মেদিনীপুর পৌরসভার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

এছাড়াও তিনি বলেন, ‘মেদিনীপুর পৌরসভার বাসিন্দারা পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত অথচ মেদিনীপুর পৌরসভায় কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও দুই হাজারেরও বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে বর্তমান পৌর বোর্ড। বারবার পৌরসভার চেয়ারম্যানকে জানানো সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়নি। যদি আগামী ১৪ মে-র মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন দেওয়া না হয়, তাহলে ১৫ মে থেকে পৌরসভার কার্যালয়ে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।’ বিজেপি নেতা অরূপ দাস বলেন, ‘মেদিনীপুর পৌরসভার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সঠিক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত পৌর কর্মচারীরা তাঁদের পেনশন পাননি, এর আগেও এই ধরনের আন্দোলন হয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আগামী দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ এদেরকে পৌরসভা থেকেও বিদায় দেবে।’

রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর ঘোষণায় খুশির আবহ

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর নবান্নে প্রথমবার ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন, এবার থেকে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পও চালু থাকবে। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল-কে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হওয়ায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। এই খুশিতে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বিজেপি কর্মীরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। তারা একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখান, বাজি ফাটান এবং মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর আসানসোল শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এর ফলে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া সহজ হবে এবং চিকিৎসার খরচের চাপ অনেকটাই কমবে। আবার কিছু মানুষের মত, শুধু প্রকল্প ঘোষণা করলেই হবে না, তার সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করাও সরকারের বড় দায়িত্ব। শহরের বহু বাসিন্দা আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন সরকার স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। অন্যদিকে, বর্তমান সরকারি প্রকল্পগুলি চালু রাখার সিদ্ধান্তকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অনেকে। ঘোষণার পর থেকেই আসানসোলের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

দুর্গাপুরে এক হোটেল কর্মীদের মারধর ও লুটপাটের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

সোমবার বিকেলে সিটি সেন্টারে একটি নামী হোটেল চত্বরে কার্যত তাণ্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দিকে। হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী; বাদ যাননি কেউই এই হামলায়। এমনকি মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি এবং হোটেল থেকে লক্ষাধিক টাকা ও সিসিটিভি-র হার্ড ড্রাইভ লুটের অভিযোগও উঠেছে। অতর্কিতে হামলার পর হোটেল ‘পার্ক প্রাইম’-এর জেনারেল ম্যানেজার তুহিনশুভ্র পালের দাবি, সোমবার বিকালে হোটেলের একটি হলে যখন কর্মীরা মাসিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই অতর্কিতে জনা চল্লিশের একটি দল ভেতরে ঢোকে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল তারা হয়তো অতিথি হিসেবে খেতে এসেছেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় অবাধ ভাঙচুর ও মারধর। আক্রান্ত ম্যানেজারের বয়ান অনুযায়ী, হামলাকারীরা বারবার ‘বিজেপি’র পরিচয় দিচ্ছিল। তিনি বলেন, ‘ওরা আসতেই আমি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে ফোন করি। নেত্রী মণীষা মাইতি আমাকে জানান, দল থেকে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পুলিশ আসার আগেই ওরা হোটেলের কর্মীদের নির্বিচারে মারতে শুরু করে। আমার কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে, গায়ে রক্তের দাগ স্পষ্ট’।

এই ঘটনায় সরাসরি নিশানায় প্রাক্তন এক লিজ হোল্ডারের নাম উঠে আসে। এই ঘটনার সময় তিনি আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার মূলে রাজনৈতিক রেষারেষি নাকি অন্য কোনো ব্যবসায়িক বিবাদ, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মিতা মাহাতো নামে এক বিজেপি নেত্রী(যিনি আগে এই হোটেলের ইজারাগ্রহীতা ছিলেন) এই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই নাকি এই তাণ্ডব চলেছে। যদিও অভিযুক্ত পক্ষের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান হবে তবে সময় লাগবে ঃ তপন দত্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

সোমবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে দাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি দলের বিধায়ক তপন দত্ত জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হবে, তবে একটু সময় লাগবে। তিনি বলেন, ‘কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই বিদায়ী রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের নামে যে কাজ শুরু করেছিল, আদৌ তা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ নয়।’ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আলাদাভাবে প্ল্যান তৈরি করা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ করবে।’ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ হিসেবে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় মাটি খোঁড়া হয়েছে এবং কাটা হয়েছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। তিনি বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানাবেন এবং যাতে যে এলাকাগুলিকে কাটা হয়েছে সেগুলিকে দ্রুত মেরামত করা যায়, তার জন্য বিষয়টি সেই দপ্তরকেও জানাবেন। সামনেই বর্ষাকাল; যদি ওই কাটা অংশগুলো মেরামত করা না হয়, তাহলে দাসপুরের মানুষকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঘাটাল মহকুমার মানুষকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়নের কাজ করবে এবং ঘাটাল মহকুমাবাসীকে বন্যার হাত থেকে মুক্তি দেবে।’ বিদায়ী রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রাথমিক কাজের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, সেই টাকার কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। তাই দাসপুর এলাকার মানুষ ফের বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান।

মাধ্যমিকে সফলভাবে পাশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

বাধা ছিল জন্মগত। কথা বলতে পারে না, কানে শুনতেও পায় না। তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর প্রবল আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নজির গড়ল পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের কড়েং গ্রামের ছাত্রী অদিতি অমৃত। বুড়দা হাই স্কুলের

এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রী এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২২৭ নম্বর পেয়ে সফলভাবে পাশ করেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই অদিতি শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী। তবে শারীরিক সীমাবদ্ধতা কখনও তার শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, অদিতির স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। স্কুলে শিক্ষকদের পড়ানো বিষয় মন দিয়ে বুঝে নিয়ে নিজের চেষ্টাতেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে সে। পরীক্ষাতেও নিজের দক্ষতায় সঠিক উত্তর লিখে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শুধু পড়াশোনাতেই নয়, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষ অদিতি।

পরিবারের দাবি, সে নিজে ল্যাপটপ চালাতে পারে এবং হাতের নানা কাজেও পারদর্শিতা
দেখিয়েছে। অদিতির মা অপর্ণা অমৃত জানান, পরিবারের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরন্তর সহযোগিতা ও উৎসাহই মেয়ের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

তিনি বলেন, ‘আমরা কখনও অদিতিকে আলাদা চোখে দেখিনি। সবাই পাশে ছিল বলেই আজ ও মাধ্যমিক পাশ করতে পেরেছে’।

অদিতির এই সাফল্য শুধু একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গল্প নয়, এটি সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণার বার্তা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অবহেলা না করে সঠিক দিকনির্দেশ ও উৎসাহ দিলে তারাও নিজেদের যোগ্যতায় সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে; সেই বার্তাই যেন নতুন করে তুলে ধরল কড়েং গ্রামের এই কৃতী ছাত্রী।

বোমাবাজির অভিযোগে ধৃত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

সালারে বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম রেজাউল শেখ। রেজাউল শেখের স্ত্রী মালিহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাবিয়া বিবি। রেজাউল শেখ মালিহাটি অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, ১০ই এপ্রিল মালিহাটি গ্রামে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় রেজাউল করিম অভিযুক্ত ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে সালার থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক চার দিনের নির্দেশ দেন। যদিও রেজাউলের দাবি তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। সালার থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত অঞ্চল সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই দিনের ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে চার দিনের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

বিধায়ক লক্ষ্মীকান্তকে ব্যবসায়ীদের সংবর্ধনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

সোমবার ঝাড়গ্রামের নবনির্বাচিত বিজেপি দলের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউকে ঝাড়গ্রাম জুবিলি মার্কেটের সবজি ব্যবসায়ীরা সংবর্ধনা জানান। ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সবজি ব্যবসায়ীরা ঝাড়গ্রামের নবনির্বাচিত বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউকে বরণ করে নেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ঝাড়গ্রামের নবনির্বাচিত বিজেপি দলের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ ঝাড়গ্রাম জুবিলি মার্কেটের সবজি ব্যবসায়ীদের অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন এবং গোটা সবজি মার্কেট ঘুরে দেখেন। তিনি সবজি ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে কথা বলবেন বলেও আশ্বস্ত করেন। সেই সঙ্গে ঝাড়গ্রামের নবনির্বাচিত বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ ব্যবসায়ীদের বলেন, ‘আপনাদের কোন অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে জানাবেন, আমি আপনাদের পাশে থেকে সমস্যার সমাধান করব।’

মধ্যমগ্রাম পৌরসভায় সিবিআই হানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

সোমবার সকালে মধ্যমগ্রাম পৌরসভায় সিবিআই-এর একটি টিম হানা দেয়। সূত্রের খবর, মধ্যমগ্রামের মধ্যে বিল্ডিং প্রোমোটার ও ফ্ল্যাট ওনারের মধ্যে একটি বিবাদের জেরে দিল্লিতে একটি মামলা হয়। সেই মামলার তদন্ত করতে এদিন সিবিআই মধ্যমগ্রাম পৌরসভায় আসে বলে খবর। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মধ্যমগ্রাম পৌরসভায় এসে পৌরসভা থেকে যাবতীয় নথি তারা সংগ্রহ করেন। ওই বিল্ডিংয়ের অনুমোদিত লেটার, ব্লু প্রিন্ট, প্ল্যানিং পেপারস সহ একাধিক নথি সংগ্রহ করেন। পৌরসভার পৌরপ্রধান নিমাই ঘোষ বলেন, ‘আমাদের কাছে যা নথি চাওয়া হয়েছিল আমরা নথি দিয়েছি। তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করব।’

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 11-05-2026 21:47 Page 12

লখনউকে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে চেন্নাই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চেন্নাই

ঘরের মাঠ এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে আইপিএলের প্লে-অফে ওঠার আশা জোরালো করল চেন্নাই সুপার কিংস। মরশুমের শুরুতে বেশ কয়েকবার হোঁচট খেলেও, শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই জিতে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এল তারা। বর্তমানে ১১ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। প্লে-অফে জায়গা পাকা করতে সাধারণত ১৬ পয়েন্টের প্রয়োজন হয়, তাই লিগ পর্বের বাকি তিনটি ম্যাচের মধ্যে অন্তত দুটিতে জয় তুলে নিতে মরিয়া চেন্নাই শিবির। রবিবার টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লখনউকে ঝোড়ো শুরু এনে দেন জশ ইংলিস। চলতি মরশুমে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই ৩৩ বলে ৮৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দেন তিনি, যার মধ্যে ছিল দশটি চার এবং ছ'টি বিশাল ছক্কা। মাঝের ওভারগুলোতে রানের গতি কিছুটা থমকে গেলেও, শেষদিকে শাহবাজ আহমেদের ৪৩ রানের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২০৩ রান তোলে লখনউ। চেন্নাইয়ের হয়ে তিনটি উইকেট নেন জেমি ওভারটন। ২০৪ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে প্রথম উইকেটে ৪৫ রান যোগ করে চেন্নাই। ২৮ রান করে স্যামসন সাজঘরে ফেরার পর বাইশ গজে আছড়ে পড়ে উর্ভিল প্যাটেলের সাইক্লোন। মাত্র ১৩ বলে আইপিএলের ইতিহাসের যুগ্ম-দ্রুততম অর্ধশতরান হাঁকান তিনি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২৩ বলে ৬৫ রানের এক অনবদ্য রূপকথার ইনিংস খেলে প্যাভিলিয়নে ফেরেন উর্ভিল।

তাঁর বিদায়ের পর লখনউয়ের বোলাররা কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে রানের গতি কমানোর চেষ্টা করলেও, শেষ ওভারে স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন শিবম দুবে। এই দাপুটে জয়ের ফলেই টুর্নামেন্টের শেষ লগ্নে এসে প্লে-অফের সমীকরণ আরও রোমাঞ্চকর করে তুলল চেন্নাই সুপার কিংস।

বোর্ডের কড়া নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল !

ডাগআউটে মোবাইল হাতে লখনউয়ের সাপোর্ট স্টাফ ঘিরে তুমুল বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চেন্নাই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কড়া হুঁশিয়ারি যে কার্যত অরণ্যরোদনে পরিণত হয়েছে, রবিবার চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের হাইভোল্টেজ ম্যাচ যেন তারই নীরব সাক্ষী থাকল। দুর্নীতির কালো ছায়া ঠেকাতে আইপিএলের ডাগআউটে মোবাইল বা যে কোনও বৈদ্যুতিন যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে বোর্ড। অথচ সেই কড়া নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই লখনউ শিবিরের এক সাপোর্ট স্টাফকে নির্বিঘ্নে মোবাইলে কথা বলতে দেখা গেল, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নেটমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রবিবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে লখনউয়ের ইনিংস চলাকালীন জশ ইংলিস যখন ক্রিজে ব্যাট করছেন, ঠিক তখনই ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ে ওই ব্যক্তির ফোনে কথা বলার চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। বোর্ডের 'প্লেয়ার অ্যান্ড ম্যাচ অফিশিয়াল এরিনা' বা পিএমওএ (প্রোটোকল অনুযায়ী, মাঠে প্রবেশের আগেই খেলোয়াড় থেকে সাপোর্ট স্টাফ; সকলের ফোন নির্দিষ্ট জায়গায় জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কেবল দলের ম্যানেজার অত্যন্ত প্রয়োজনে ড্রেসিংরুমে ফোন ব্যবহার করতে পারেন, তবে ডাগআউটে তার প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যার কিছুদিন আগেই গুয়াহাটিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচে ডাগআউটে ফোন ব্যবহারের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের টিম ম্যানেজার রোমি ভিন্দরকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সেই জরিমানার রেশ কাটতে না কাটতেই এই নয়া বিতর্কে ফের নড়েচড়ে বসেছে ক্রিকেট মহল। যদিও ভাইরাল হওয়া ওই ছবিটির প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে; অভিযুক্ত ব্যক্তি ঠিক ডাগআউটে বসেছিলেন, নাকি ড্রেসিংরুম বা ভিআইপি বক্সে, তা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। এমনকি ওই সাপোর্ট স্টাফের সঠিক পরিচয়ও এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে একের পর এক প্রোটোকল ভঙ্গের ঘটনায় দিনকয়েক আগেই সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির উদ্দেশে আট পাতার কড়া নির্দেশিকা পাঠিয়েছিল বোর্ড। তারপরেও এমন চরম গাফিলতির ছবি প্রকাশ্যে আসায় লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে বিসিসিআই বড়সড় কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না, এখন সেদিকেই নজর গোটা ক্রিকেট মহলের।

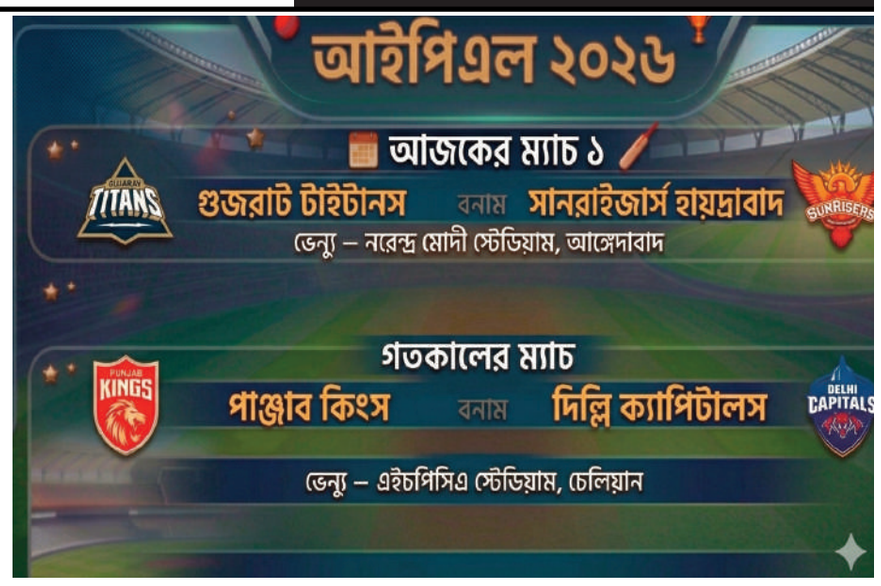

শেষ বলের থ্রিলারে মুম্বইকে ছিটকে শীর্ষে বেঙ্গালুরু, প্লে-অফে ওঠার অঙ্ক এবার কোন পথে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রুদ্ধশ্বাস শেষ বলের থ্রিলারে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কার্যত টুর্নামেন্টের বাইরে ছুড়ে দিয়ে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে বসে পড়ল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রবিবার রায়পুরের শহিদ বীর নারায়ণ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টানা দুই হারের খরা কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছে তারা। ১৬৭ রানের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে গিয়ে শেষ বল অবধি লড়াই গড়ালেও, ক্রুণাল পাণ্ড্যর ৪৬ বলে অনবদ্য ৭৩ রানের ইনিংসে ভর করে দুই উইকেটে স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নেয় বেঙ্গালুরু। বল হাতে ভুবনেশ্বর কুমারের আগুনে স্পেলও ছিল চোখে পড়ার মতো, মাত্র ২৩ রান দিয়ে তিনি তুলে নেন ৪টি মূল্যবান উইকেট।

বেঙ্গালুরুর এই জয়ের ফলে এবারের মতো বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল মুম্বইয়ের। শুধু মুম্বই-ই নয়, দিনের অন্য ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে লখনউ সুপার জায়ান্টসেরও আইপিএল সফর শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই ম্যাচে মাত্র ১৩ বলে যুগ্ম-দ্রুততম অর্ধশতরান হাঁকিয়ে মাত্র ২৩ বলে ৬৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন চেন্নাইয়ের উর্ভিল প্যাটেল। অন্যদিকে, ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গুজরাট টাইটান্স এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আপাতত শীর্ষস্থানটি বেঙ্গালুরুর দখলেই। দশ দলের এই টুর্নামেন্টে ১৬ পয়েন্ট পেলে বাকি তিনটি ম্যাচই জেতা জরুরি। কারণ প্রথম দুইয়ে শেষ করতে গেলে কমপক্ষে ১৮ বা ১৯ পয়েন্টের প্রয়োজন হতে পারে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সাল থেকে আইপিএলের ইতিহাসে ১৫টির মধ্যে ১৪টি খেতাবই জিতেছে প্রথম দুইয়ে থাকা দলগুলো; একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০১৬ সালের হায়দরাবাদ। তাই পঞ্জাব এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুর শেষ দুটি লিগ ম্যাচ এখন কার্যত নকআউটের রূপ নিয়েছে, যেখানে সামান্যতম ভুলও শীর্ষস্থান হাতছাড়া হওয়ার বড় কারণ হতে পারে।

১,১১৩ দিন পর আইপিএলে ফের 'গোল্ডেন ডাক', টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে ফিরে হতাশ করলেন কোহলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়পুর

রায়পুরের শহিদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় ঘরের মাঠে বিরাট কোহলির চওড়া ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন অগুনতি অনুরাগী। কিন্তু সমর্থকদের সমস্ত উন্মাদনা আর প্রত্যাশায় কার্যত জল ঢেলে একরাশ হতাশা উপহার দিলেন 'কিং কোহলি'। ইনিংসের চতুর্থ বলেই দীপক চাহারের বলে রাজ বাওয়ার হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি।

আর এই 'গোল্ডেন ডাক'-এর সৌজন্যেই এক অত্যন্ত অস্বস্তিকর নজিরের পুনরাবৃত্তি ঘটল বিরাটের কেরিয়ারে। দীর্ঘ ১,১১৩ দিন পর আইপিএলের মঞ্চে ফের প্রথম বলে আউট হওয়ার লজ্জার মুখে পড়তে হলো তাঁকে। পরিসংখ্যান বলছে, এর আগে ২০২৩ সালের ২৩ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শেষবার 'গোল্ডেন ডাক' করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, গত ৭ মে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচেও মাত্র দুই বল খেলে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন বিরাট। ফলে চলতি আইপিএলে টানা দুই ম্যাচে রানের খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হলো তাঁকে, যা তাঁর বর্ণময় ক্রিকেট জীবনের ১২তম শূন্য রানের নজির। অন্যদিকে, রবিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রথম তিন ওভারের মধ্যেই তিন উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা মুম্বইয়ের ইনিংসকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলেন তিলক বর্মা এবং নমন ধীর। চতুর্থ উইকেটে তাঁদের ৮২ রানের অনবদ্য জুটির ওপর ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান তোলে মুম্বই। তিলকের ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ ৫৭ রান এবং নমন করেন ৪৭ রান। বেঙ্গালুরুর হয়ে বল হাতে আগুন ঝরান ভুবনেশ্বর কুমার, মাত্র ২৩ রান দিয়ে তিনি তুলে নেন ৪টি মূল্যবান উইকেট। তবে বোলারদের এমন দাপুটে পারফরম্যান্স সত্ত্বেও কোহলির মতো মহাতারকার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা বেঙ্গালুরু সমর্থকদের মনে এক গভীর আক্ষেপের ছায়াই ফেলে গিয়েছে।

আর্সেনালের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি,

ব্রেন্টফোর্ডকে উড়িয়ে খেতাবি লড়াই জমিয়ে দিল গুয়ার্দিওলার দল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ম্যাঞ্চেস্টার

এভার্টনের বিরুদ্ধে নাটকীয় ড্রয়ের পর ফের স্বমহিমায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-০ গোলে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি লড়াইয়ে নিজেদের দাবি আরও জোরালো করল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। এই দাপুটে জয়ের ফলে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান কমে দাঁড়াল মাত্র দুইয়ে। আর এর ফলেই ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল যে প্রবল মানসিক চাপের মুখে পড়ে গেল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুরু থেকেই বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে আক্রমণের ঝড় তুললেও প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয় সিটিকে। উইং বরাবর জেরেমি ডোকুর দুরন্ত গতি এবং আর্লিং হ্যালান্ডের মুহুর্মুহু আক্রমণে বারবার কেঁপে উঠেছে ব্রেন্টফোর্ডের রক্ষণ। ব্রেন্টফোর্ড ডিফেন্ডার ক্রিস্টোফার আজেরের সাহসিকতায় প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার গোলবঞ্চিত হতে হয় নরওয়ের গোলমেশিন হ্যালান্ডকে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে ম্যাচের ৬০ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলটি তুলে নেয় সিটি। উইং থেকে বল ধরে একক দক্ষতায় ভেতরে ঢুকে দুরন্ত বাঁকানো শটে বল জালে জড়ান ডোকু, যা কিছুদিন আগে এভার্টনের বিরুদ্ধে তাঁর করা গোলের স্মৃতিই উসকে দেয়। এরপর ম্যাচের ৭৫ মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দলের স্নায়ুর চাপ কমান হ্যালান্ড। আর ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে পরিবর্ত হিসেবে নামা ওমর মারমুশ দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে ব্রেন্টফোর্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন। তবে তিন গোল হজম করলেও ব্রেন্টফোর্ড এদিন ছেড়ে কথা বলেনি। মাইকেল কায়োডের একটি লম্বা থ্রো সিটির গোলরক্ষক ঠিকমতো বুঝে উঠতে না পারায় বল প্রায় গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করতে হয় ডিফেন্ডারদের। এছাড়া ম্যাথিয়াস জেনসেনের একটি বিপজ্জনক ফ্রি-কিক এবং দ্বিতীয়ার্ধে ইগর থিয়াগোর জোরালো শট অনবদ্য দক্ষতায় রুখে দিয়ে দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন সিটির গোলরক্ষক। শেষ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষণ জমাট রেখে এবং জাল অক্ষত রেখেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নেয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, যা লিগ জয়ের লড়াইয়ে তাদের অক্সিজেন জোগানোর পাশাপাশি শিরোপা ধরে রাখার জেদকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

এশীয় অনূর্ধ্ব-১৫ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়জয়কার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তাসখন্দ

তাসখন্দে আয়োজিত এশীয় অনূর্ধ্ব-১৫ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় তরুণ বক্সারদের অসামান্য দাপট অব্যাহত। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিলেন ভারতের ছয় প্রতিভাবান বক্সার। পাশাপাশি, সেমিফাইনালের লড়াইয়ে হেরে গেলেও দেশের জন্য ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন আরও সাত জন ভারতীয়। সেমিফাইনালের বাউটে ৩৩ কেজি বিভাগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কিয়ান ইকবালকে ৫-০ ব্যবধানে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠেছেন যশ কুমার। অন্যদিকে, ৩৭ কেজি বিভাগে কিরঘিজস্তানের আজিজরেতালি সানঝারবেকভকে অনায়াসে পরাস্ত করেছেন শান্থ বসন্ত অশোক কুমার। ৪৩ কেজি বিভাগে উজবেকিস্তানের আদিজবেক ইলখোমবেকভকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছেন সমীর বোহরা। ৫২ কেজি বিভাগে ইরানের আমিরমেহদি শাদকে আরএসসি (রেফারি স্টপস কনটেস্ট) পদ্ধতিতে হারিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ের টিকিট পকেটে পুরেছেন সুদর্শন বাসুদেব চণ্ডক। ৫৮ কেজি বিভাগেও ভারতের একাধিপত্য বজায় রেখে ইরানের সৈয়দআরিয়ামোহাম্মদ মুসাকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন মহম্মদ ইয়াসের। ভারতের হয়ে জয়ের এই ধারা বজায় রেখে ৬৭ কেজি বিভাগে কিরঘিজস্তানের মুখাম্মাদালি বেরদিকুলভকে আরএসসি-র মাধ্যমে কুপোকাত করে ফাইনালে পৌঁছেছেন রৌনক পরাগ লোখান্ডে। যদিও রোহিত পথিনা, নীতিন, পোকংগানবা মেইতেই ওইনা, প্রশান্ত, হর্ষবর্ধন জিনা, দেব এবং সুশান্ত জায়ানি নিজেদের সেমিফাইনাল বাউটে হেরে গিয়ে নিজ নিজ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। এবার ভারতের এই ছয় চূড়ান্ত প্রতিযোগী নিজেদের ওজন বিভাগে দেশের হয়ে সোনার পদক জয়ের লক্ষ্যে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আইএসএসএফ বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয় নীরু ও বিভানের, ট্র্যাপ মিক্সড টিম ইভেন্টে ভারতের সাফল্য

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com